কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ।

পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক।

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত

"মোগলপাঠান" প্রণেতা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়.

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

১৩২৫ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা।

"অবনীন্দ্রনাথ সংগ্রহ"

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌,
৭৯নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

আমার অগ্রজতুল্য শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ দে

মহাশয়ের করকমলে।

দাদা!

আপনি সরল, উদার ব'লে নয়—আপনি সাহিত্যানুরাগী বিদ্যোৎসাহী ব'লে নয়—পৌরাণিক উপাখ্যান আলোচনা ক'রে যে মহাদায়ে আমি প'ড়েছিলুম, সেই দায় হ'তে আপনি আমায় উদ্ধার ক'রেছেন। আমার এ সামান্ত চেষ্টা আপনাকে উৎসর্গ না ক'রেত থা'কৃতে পা'রলুম না।

বাকুলিয়া গ্রাম
জেলা হুগলী।
অগ্রহায়ণ।

সুরেন্দ্র।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[হস্তিনা-সভা]

যুধিষ্ঠির, শকুনি, ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদি।

যুধিষ্ঠির। পরাজয়! পরাজয়!
এত যত্ন তবু পরাজয়!
ধন রত্ন গজ বাজী অমিত বিক্রম
অক্ষাঘাতে চূর্ণ আজ সব!
হৃত পুত্র, হৃত ভ্রাতা,
নিজ দেহে নাহি অধিকার।
রে কপট! শেষ আশা প্রতিজ্ঞা জীবন
গেছে সব, যা'ক্ সব
পাঞ্চালীরে রাখিলাম পণ।

শকুনি। ধন্য তুমি, ধন্য যুধিষ্ঠির!
জয় সেথা, যেথায় উৎসাহ।

ভীম। যুধিষ্ঠির! যুধিষ্ঠির!

দ্রোণ। ধর্ম্মপুত্র! ধর্ম্মপুত্র! শান্ত শিষ্য মোর-

শকুনি। উদ্যোগী পুরুষ-শিরে বিজয়-মুকুট—

যুধিষ্ঠির। স্থির হ'ন পিতামহ, স্থির হ'ন গুরু,
স্থির হও বৃকোদর!
ধনঞ্জয়! বৃথা উত্তেজনা—
রে কপট! এস পুনঃ, কর অক্ষ-পাত
দ্রৌপদীরে রাখিলাম পণ। (অক্ষ-ক্ষেপ)

ধৃতরাষ্ট্র। হ'ল জয়? হ'ল জয়?

শকুনি। ধর্ম্মপুত্র! দুর্ভাগ্য তোমার
পুনর্ব্বার জয়লাভ মোর— (অক্ষ-ক্ষেপ

বিদুর। সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ—

ধৃতরাষ্ট্র। জয়লাভ হ'ল কি শকুনি?

দুর্য্যোধন। দাসী,—দাসী, কোথায় পাঞ্চালী?
খুল্লতাত! যাও ত্বরা
নিয়ে এস দ্রৌপদীরে হেতা,
পাণ্ডবের রাজলক্ষ্মী, দাসী সে আমার।

ভীম। ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মরাজ!

অর্জ্জুন। স্থির হও ভ্রাতঃ! নহে অক্ষ-ক্রীড়া,
পাণ্ডবের এ মহা পরীক্ষা;
বিধি লিপি সৃষ্টি-বিবর্ত্তন।
দুস্তর সাগর বেড়ি
উঠিয়াছে প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্যন;
কর্ণধার, কর্ণধার, ঐ উচ্চে বিধি,
মর্ত্ত্যে প্রতিনিধি তাঁর

ধর্ম্মরাজ অগ্রজ মোদের।
লহ ভ্রাতঃ! লহ কণ্ঠে বিধাতার নাম
চেয়ে থাক' স্থির নেত্রে
অগ্রজের পদ-প্রান্ত পানে।

দুর্য্যোধন। খুল্লতাত! যাও ত্বরা—
পাণ্ডবের রাজলক্ষ্মী দাসী যে আমার।

শকুনি। দাসী, দাসী, পাঞ্চাল-নন্দিনী!
হোঃ হোঃ হাসি, হাসি আমি।

বিদুর। রে শকুনি! জীবনে ব্যাধির মত
লভেছ আশ্রয় কুরুবৃক্ষ-চূড়ে:
ধ্বংস তব পাপ-সহবাস,
ফলে ফুলে জ্ব'লে যাবে সাজান বাগান।
দুর্য্যোধন! পাঞ্চালী যে কুল-লক্ষ্মী,
ভ্রাতৃবধূ তোর
রে মোহান্ধ! জিহ্বা তোর হ'ল না অবশ—

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর! বিদুর!

দুর্য্যোধন। শত্রু শত্রু, মহাশত্রু, নহে খুল্লতাত
কালসর্প পুষেছেন পিতা।
যাও বৃদ্ধ, হেথা তব কিবা প্রয়োজন?
দূরে যাও, উন্মাদ অধম—
দুঃশাসন!
যাও ত্বরা নিয়ে এস দ্রৌপদীরে হেথা—
পাণ্ডবের রাজলক্ষ্মী দাসী যে আমার।

[দুঃশাসনের প্রস্থান।

(ভীম, নকুল, সহদেব সকলেই উত্তেজিত হইলেন)

অর্জ্জুন। স্থির হও ভাই!
চারিভিতে হের আজ নির্ব্বাক বিস্ময়,
যেন কোন গুপ্ত শক্তি বসেছে কোথায়
যত্নে গড়া সাধন-মন্দিরে;
সারা সৃষ্টি এসেছে দেখিতে,
চেয়ে আছে নীরব আগ্রহে,
কবে তার ভাঙ্গিবে সমাধি!
কবে সে তুলিয়া দেবে বিশ্ববাসি-করে
দেব-দত্ত মঙ্গলের ডালা।
ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর, ভাই,—
অক্ষ-ক্রীড়া মিথ্যাকথা, সাধনা মোদের,
চিন্তা শুধু অগ্রজের চরণ-কমল,
আশীর্ব্বাদ চরণের রেণু।

বিদুর। মহারাজ! মহারাজ!
দ্বারে তব ধর্ম্মের বিপ্লব
ধ্বংসের তরঙ্গ তুলি নাচিছে দাঁড়ায়ে।
জ্ঞানবৃদ্ধ মহারাজ!
ভুলে যাও পুত্রস্নেহ, কর কর্ণপাত—
জ্ঞান-চক্ষু কর উন্মীলন।
এ নহে অক্ষের ক্রীড়া—পাণ্ডব-পীড়ন,
প্রলয়ের গভীর গর্জ্জন,
পরিণাম আত্মহত্যা, শোণিত-উৎসব
কীর্ত্তিনাশ, বংশনাশ, পিণ্ডলোপ হবে।
আত্মহত্যা ক'রো না রাজন্।
ত্যজ পুত্র কুলাঙ্গারে।

(দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশাসন। দাসী, দাসী, এসেছে দ্রৌপদী—

ভীষ্ম। এ কি লীলা হরি!

ইচ্ছাময়! এ কি ইচ্ছা,—এ কি আয়োজন!

দুঃশাসন! দুঃশাসন!

দুঃশাসন। চ'লে আয়—চ'লে আয় দাসী—

দ্রৌপদী। অত্যাচার—অত্যাচার—

রক্ষা কর, কে আছ কোথায়?

দুঃশাসন। হের রাজা! কত মজা দেখাই তোমায়,—

দাসী, দাসী,—উঠেছে পাঞ্চালী—

বিদুর। গেল গেল বিশ্ব বুঝি চূরমার হ'য়ে,

ভগবন্! ভগবন্!

জ্যোতিঃ তব কর সংবরণ

সারা বিশ্ব ডুবে যাক্ গভীর আঁধারে।

(দুঃশাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন)

দ্রৌপদী। এস ধ্বংস, এস সর্ব্বনাশ —

নড়ে উঠ ভূমিকম্প প্রচণ্ড আবেগে।

এস বহ্নি আকাশ জুড়িয়া,

পাতালের অন্ধকার এস ঘনাইয়ে,

হলাহল ঢ'লে পড় প্রকৃতির গায়,

জ্বালার তরঙ্গ তুলি নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

আকাশের বজ্র এস,—এস অভিশাপ

দগ্ধ ক'রে ফেলহ সকল—

দুঃশাসন। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)

দুর্য্যোধন। পাণ্ডবের রাজলক্ষ্মী, আয় দাসী ক্রোড়ে—

দ্রৌপদী। কোথা হরি! শ্রীমধুসূদন!
বাসুদেব, দেবকী-নন্দন!
গোপীনাথ! জগন্নাথ! জীবের জীবন!
কোথা কৃষ্ণ—লজ্জা-নিবারণ!
অবলার গতি তুমি ত্রিতাপ-হরণ,—
এলেনা এলেনা হরি!
নিভে যাও চন্দ্র সূর্য্য তারা,
বিশ্ববাসী! মুদ আঁখি
হে'র নাক' কৃষ্ণার দুর্দ্দশা। (অন্তরালে কৃষ্ণের আবিভাব

কৃষ্ণ। ভেসে এস আকাশের নীলের তরঙ্গ
এস কোথা রক্তোৎপল আভা,
নেচে এস প্রকৃতির ফুল্লশ্যাম শোভা,
এস পীত হরিদ্রা পাটল,
আকাশের ইন্দ্রধনু যত
কোটি কোটি রাগ এস বিশ্ববিমোহন;
রঞ্জিত করহ ত্বরা কৃষ্ণার অঞ্চল।
যদি আরো হয় প্রয়োজন
কোটি বিশ্ব, কোটি সূর্য্য হ'ক আচ্ছাদিত—
ক্লান্ত হ'ক মত্ত দুঃশাসন,
ক্লান্ত হ'ক কোটি নেত্রে দেখিয়া মানব,
প্রস্ফুরিত ধর্ম্মের মহিমা। [প্রস্থান।

(দুঃশাসনের ক্লান্ত হইয়া সভামধ্যে উপবেশন)

বিদুর। এ কি দৃশ্য! এ কি লীলা! একি কলরব!
হে বিরাট, হে অচিন্ত্য!
এই বুঝি পাপীর লাঞ্ছনা!

পাপমুখে এই বুঝি ধর্ম্মের প্রচার!
চেয়ে দেখ্ মূর্খ দুর্য্যোধন!
তোদের রোপিত বৃক্ষে পুণ্যের কুসুম।

ভীম। সভাসদ্‌গণ শুন, শুন কুরুরাজ,
শুন উচ্চে তুমি বিশ্বপতি,
পণ মোর দুঃশাসন-বক্ষ-রক্তপান
দুর্য্যোধন উরুভঙ্গ প্রতিজ্ঞা আমার।

দ্রৌপদী। এলায়ে রহিবে বেণী
ফণী যথা দংশন আশায়।
কেশপাশ বাঁধিব যতনে
সিক্ত করি পাপাত্মার তপ্ত-বক্ষ-রক্তে।

বিদুর। মহারাজ! মহারাজ!
বিনামেঘে বজ্রাঘাত
বসুন্ধরা উঠেছে কাঁদিয়া,
ঐ কাঁদে শৃগাল কুক্কুর,
পুত্রস্নেহে অন্ধ নৃপমণি!
হারায়েছ বিবেক তোমার!
পুত্র নয় শত্রু দুর্য্যোধন—

ধৃতরাষ্ট্র। দুর্য্যোধন! দূর হও অবাধ্য সন্তান,
তোর চেয়ে থাকুক পাণ্ডব,
রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হ'ক্, দূর হ'য়ে যা।

দুর্য্যোধন। উন্মাদ, উন্মাদ অন্ধ বৃদ্ধ পিতা,
মাতুল! মুহূর্ত্তেক নহে হেথা আর,
পাণ্ডবের সাথে রাজ্য করুক উন্মাদ।

[দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠির! ক্ষমা কর' বাপ,
মা আমার কোথায় পাঞ্চালী!
লহ মাতা লহ আশীর্ব্বাদ
রাজলক্ষ্মী! চাহ বর যদৃচ্ছা তোমার।

দ্রৌপদী। হে পিতৃব্য! তুষ্ট যদি তনয়ার প্রতি
পুত্র সাথে ধর্ম্মরাজে দাও মুক্তি দান।

ধৃতরাষ্ট্র। তথাস্তু পাঞ্চালী,
চাহ মাতা পুনঃ চাহ বর।

দ্রৌপদী। এত যদি দয়া গো তোমার
পতিগণে মুক্তিদান কর মহাভাগ!

ধৃতরাষ্ট্র। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক মাতা,
চাহ মাতা পুনঃ আশীর্ব্বাদ।

দ্রৌপদী। হৃত যাহা পুনঃ তাহা পেয়েছে তনয়া
তবে আর কেন মহারাজ!
হে পিতৃব্য! করি শুধু কল্যাণ কামনা।

ধৃতরাষ্ট্র। ধন্যা মাতা পাঞ্চাল-নন্দিনী,
ধন্যা মাতা সতী-শিরোমণি,
লক্ষ্মীরূপে ধরাধামে লভেছ জনম,
দিব্যমূর্ত্তি দেখিবে মানব
তাই এই ঘোর আয়োজন।
যাও মাতা, যাও রাজরাণী,
ধনৈশ্বর্য্য রাজ্য তব লহ মাতা ফিরে,
তুমি মাগো যাদের ঘরণী,
পরাজয় কোথা মা তাদের।

যাও মাতা, যাও রাজরাণী,
ভারতের মহাযুদ্ধে তুমি শঙ্খধ্বনি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বারকা

(শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী।)

রুক্মিণী। কেমনে কাঁদাও জীবে নাথ!

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি প্রিয়ে হাসাও যেমনে।

রুক্মিণী। অনলের নাগপাশে জড়ায়ে মানবে
কেমনে বিদগ্ধ কর জীবে!
হে নিষ্ঠুর! মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য শত হেরি
হাস্য কর, নৃত্য কর, কেমনে পাষাণ!

কৃষ্ণ। কুম্ভকার মৃৎপাত্র পুড়ায়ে যেমন
হাস্য করে রক্তমূর্ত্তি হেরে,
আমিও তেমতি প্রিয়ে,
উচ্চ হাস্যে হেসে উঠি দগ্ধ করি জীবে।
বহু যত্নে তুলে লয়ে শিরে
ধীরে ধীরে লয়ে যাই তীর্থের বাজারে।
দুঃখ প্রিয়ে! বিচক্ষণ নহি কুম্ভকার,
কত যায় গড়িতে গড়িতে,
কতশত ফেটে যায় অনলে রহিয়া,
লক্ষ লক্ষ পুড়েনাক' মোটে,
মাথা থেকে পথে প'ড়ে ফেটে যায় কত।

অবশেষে বড় বোকা, বড় ভুল আমি
অন্যমনে চ'লে আসি, নামায়ে বাজারে,
মূল্য নিতে না থাকে স্মরণ।

রুক্মিণী। আমি য'দ হ'তুম গো তুমি
হাসি দিয়ে বিশ্বখানি রাখিতাম ভ'রে।

কৃষ্ণ। হাসি কান্না চেন কি রুক্মিণী?
ব্যাধ হাসে বিদ্ধ করি হরিণ-শাবকে,
আনন্দেতে মাংস খায় তার;
অপহারী করে চুরি পরধন হেসে।
ঘাতকের তীক্ষ্ণ ছুরি
হাক্কা ক'রে হাস্য করে নর-রক্ত মেখে।
এ হাসি কি হাসি প্রিয়ে? কান্নার জনম
যুগে যুগে শুরু হয় শুধু।
কাঁদে জীব বিশ্বের ব্যথায়
কাঁদে জীব অশ্রুজল মুছা'তে মুছা'তে।
বিশ্বের মঙ্গল তরে সহিয়া লাঞ্ছনা
কাঁদে জীব—অভিশাপ দিতে ভুলে যায়।
এই কান্না কাঁদিছে পাণ্ডব,
কান্না নয়—হাসির তুফান;
বিশ্ব ডুবে যাবে ত্বরা লহরে তাহার।

রুক্মিণী। হে অঘটন-সংঘটনকারী!
হে পাষাণ! কেন শুধু কাঁদাও পাণ্ডবে!

কৃষ্ণ। কে আমি রুক্মিণী! কেউ নই,
উচ্চে ঘোরে ভাগ্যচক্রে প্রিয়ে!
মানবের সুকৃতি দুষ্কৃতি।

তুমি আমি দাস দাসী যার,
বিশ্বখানি দীপ্ত প্রতিকৃতি।
হাসি কান্না সুখ দুঃখ জয় পরাজয়,
কোটি কোটি ঘন আবর্ত্তন।
শুন প্রিয়ে অদৃষ্টের খেলা ;
পত্নী পুত্র ভ্রাতৃগণ সাথে
নিজ রাজ্যে ফিরে গেল রাজা যুধিষ্ঠির,
ভাগ্য গেল সাথে সাথে প্রিয়ে !
নাহি হ'ল সমাপণ পাপ দ্যূত-ক্রীড়া।
শকুনির কুমন্ত্রণা কর্ণের উৎসাহ
দুর্য্যোধনে করিল উন্মাদ,
নরাধম পিতৃপাশে করিল প্রস্তাব।
পাছে পুত্র করে প্রাণত্যাগ,
পুত্রস্নেহ-প্রতিমূর্ত্তি অন্ধ কুরুরাজ,
দিল আজ্ঞা, হ'ল আয়োজন।
পুনঃ হ'ল দ্যূতক্রীড়া পুনঃ হল জয় ;
পণ ছিল বনবাস দ্বাদশ বৎসর
বৎসরেক অজ্ঞাত-নিবাস—
স্থির হও,—কেঁদনা রুক্মিণী—
কাম্যবনে বনবাস পালিছে পাণ্ডব।

রুক্মিণী   জীবের অদৃষ্ট-লিপি শুধু অশ্রুজল !
রক্তপাত, আর্ত্তনাদ, শুধু কোলাহল !
কায়মনে ডাকে যারা তোমারে পাষাণ,
তাদের কাঁদা'তে হরি, এত ভালবাস !

কৃষ্ণ।   এ কি দৃশ্য হেরি !

এ কি বার্ত্তা পশিছে শ্রবণে!
একি ব্যথা বাজে বুকে প্রিয়ে!
একি মূর্ত্তি সম্মুখে আমার!
দুর্য্যোধন-প্রেরণায় মহর্ষি দুর্ব্বাসা
উপনীত কাম্যবনে ছলিতে পাণ্ডবে!
যাজ্ঞসেনী ক'রেছে আহার,
সূর্য্যাদত্তস্থালী এবে শূন্য পড়ে আছে;
কিন্তু এবে সম্মুখে তাহার
অভুক্ত অযুত শিষ্য মহর্ষি দুর্ব্বাসা
ক্লান্তকণ্ঠে মাগিছে আহার—
শূন্য স্থালী, শূন্য ঘর, শূন্য ভিক্ষাঝুলি,
এ কি দৃশ্য! একি বিড়ম্বনা!
রুদ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসার উত্তপ্ত নিশ্বাস,
অভিশাপ, অভিশাপ—অতিথি বিমুখ
জ্বলে যাবে পাণ্ডপুত্রগণ।
রুক্মিণী! রুক্মিণী!
এত ব্যথা পার কি সহিতে?
এই দৃশ্য পার কি দেখিতে?
কিছুক্ষণ থাক একা—দেখে আসি আমি
বড় ব্যথা বাজিয়াছে বুকে। [দ্রুত প্রস্থান।

রুক্মিণী। চমৎকার—চমৎকার
দৃশ্য চমৎকার! ব্যথা চমৎকার!
না চমৎকার তুমি!
কে চমৎকার! ভক্ত না ভগবান্?
কে বড়—কার দ্বারে কেবা রহে বাঁধা?

যুগে যুগে ঋণ শোধ কে করে কাহার!
ধন্য ভক্ত,—বড় চমৎকার!
অশ্রু নয়—পূজা উপচার।

তৃতীয় দৃশ্য।

(কাম্যবন।)

দ্রৌপদী। আত্মীয় স্বজন ত্যক্ত, ত্যক্ত রাজপুরী—
তুমি বিনা গতি নাই হরি!
ডুবে যাই—ডুবে যাই,—অকূল পাথারে
আলো ধর, হে দয়াল, তুলে ধর করে।
দুঃশাসন-হস্ত হ'তে রেখেছিলে হরি
পাণ্ডবের কীর্ত্তিমান্, লজ্জা দ্রৌপদীর;
পুনঃ আজ কাঁদিছে অবলা
রক্ষা কর, হে বিধাতা, গতি অগতির!

(ক্লান্ত ভাবে কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কৃষ্ণা, কৃষ্ণা, বনবাস তাও এত দূরে! এত দূর হ'বে জান্‌লে, না খেয়ে কখন বেরুতুম না। উঃ বড় কষ্ট হয়েছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

দ্রৌপদী। এসেছ হে দীননাথ, এসেছ দয়াল,
এসেছ হে বাসুদেব—আশ্রিতবৎসল!
বল বল, স্বপ্ন নয়—
সত্য হেরি দিব্যচক্ষে রূপের মাধুরী;
বল বল, মিথ্যা কথা যদি এ স্বপন,

কর্ণ দাও রোধ করে, মুদে দেও আঁখি,
স্বপনের ছবি খানি বুকে এঁকে রাখি।

কৃষ্ণ। উপহাসের সময় নয় কৃষ্ণা, ক্ষুধার্ত্তের সঙ্গে ব্যঙ্গ করা মহাপাপ। আমায় কিছু খেতে দাও, বিশ্বাস না হয়, এই দেখ পেটে কিছু নাই। তোমার ঘরে যা আছে তাই দাও।

দ্রৌপদী। লক্ষ লক্ষ এস ঋষিগণ,
কোটি কোটি এস অনাহারী,
বিশ্বের অতিথি এস পাণ্ডবের দ্বারে,
আর কিছু নাহি ভয়।
দেখে যাও অন্নদাতা আমাদের ঘরে।

কৃষ্ণ। পাগলের মত কি ব'কছ পাঞ্চালী! হয়েছে কি?

দ্রৌপদী। ভুলে গেছ হরি তুমি বিধান তোমার!
ছল ক'রে ভুলে গেছ, যা গ'ড়েছ তুমি!
গৃহস্বামী! ভুলে গেছ গৃহবাসী নাম!
হে কপট! আরও চমৎকার,—

কৃষ্ণ। তোমার নিজের কথাই বড় হ'ল! বুঝেছি কখনও ক্ষুধার জ্বালাত পাওনি, ঘরে সূর্য্যদত্ত স্থালী আছে যখন যা ইচ্ছা চাইছ—পেট ভ'রে খেয়ে আমোদ ক'রছ। বেশ চল্লুম, পেটের জ্বালার মত জ্বালা নাই—তুমি আমায় বেশ বুঝা'লে— [প্রস্থানোদ্যোগ।

দ্রৌপদী। ফিরে যান হরি!
তবে কি সত্যই ব্যথা,—কাতর ক্ষুধায়—
মাধব! মাধব!
শুন হরি পাণ্ডবের বড়ই বিপদ।
অভুক্ত অযুত শিষ্য মহর্ষি দুর্ব্বাসা
দ্বারে আজ অতিথি মোদের।

অভাগিনী ক'রেছে আহার—
পূর্ণস্থালী ক্ষুণ্ণ হরি, শূন্য হ'য়ে গেছে।

কৃষ্ণ। আবার ঐ কথা কৃষ্ণা! পাঁচজন পুরুষ—তোমার ঘরে—এক মুষ্টি অন্ন তোমার ঘরে নাই— এ কথা কি বিশ্বাস হয়—স্পষ্ট ব'ল্লেই হ'ত—মিথ্যা ব'লে আমায় কষ্ট দিলে – বেশ থাক—

দ্রৌপদী। মিথ্যা কথা! কলঙ্ক দারুণ।
দাঁড়াও, দাঁড়াও হরি দেখাই তোমায়—
মিথ্যা কথা কহে না পাঞ্চালী— (প্রস্থান)

কৃষ্ণ। বেশ বেশ আন দেখি স্থালী—

(স্থালী হস্তে দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। জনার্দ্দন! মিথ্যা নয়—সত্য শূন্য সব।

কৃষ্ণ। কৃষ্ণা! কৃষ্ণা! এইত রয়েছে অন্নকণা,
ছিন্নশাক পেয়েছি দেখিতে—
দাও কৃষ্ণা, দাও কৃষ্ণা, পেট জ্বলে যায়।

দ্রৌপদী। একি ক্ষুধা, একি রুচি, হরি হে তোমার!

কৃষ্ণ। দাও দাও—পেট জ্ব'লে যায়—
দাও কৃষ্ণা, দিও না বিদায়—(লইতে হস্ত প্রসারণ)

দ্রৌপদী। ধর তবে, ধর হরি, ধরগো বিধাতা
কৃষ্ণা-দত্ত শাক-অন্নকণা। (কৃষ্ণের গ্রহণ ও আহার)
আহা অমৃত অমৃত! নহে অন্নকণা,
ভক্তি দিয়ে গড়া, সিদ্ধ সাধনা উত্তাপে—
আহা অমৃত অমৃত!
এ যে তৃপ্তি মানবের বিকার ঔষধি।
দ্রব হ'য়ে গেল চিত্ত. তৃপ্ত আত্মা আজ।—

ছুটে যারে ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্বরা বিশ্ব হ'তে—
ছুটে যারে জঠরের জ্বালা।
শূন্যস্থালী পূর্ণ হ'ক ত্বরা ;
বিশ্বাত্মা হউক তুষ্ট আহারে প্রচুর,
ক্ষণতরে সারা বিশ্ব হ'ক ভরপুর।
কৃষ্ণা! কৃষ্ণা! ডেকে আনি ঋষিগণে
কর আয়োজন— (প্রস্থানোদ্যোগ ও ভীমের প্রবেশ)

ভীম। আর যেতে হ'বে না—সব পালিয়েছে—

কৃষ্ণ। পালিয়েছে! সে কি!

ভীম। বুঝ্‌তে পার্‌লুম না—বোধ হয় কি ব্যারাম হ'য়েছে—সব উদ্গার কর্‌ছে—তাদের অভ্যর্থনা কর্‌তে গেলুম—আমাকেদেখে সব ভয়ে কাঁপতে লাগ্‌ল—বল্‌লুম ভয় নেই—কেউ শুনলে না—ঊর্দ্ধশ্বাসে সব ছুটে পালিয়ে গেল।

কৃষ্ণ। মহর্ষি দুর্ব্বাসা?

ভীম। খুঁজে পেলুম না—

কৃষ্ণ। তাইত—তা—যাক্ কোন রকমে উদ্ধার হওয়া গেছে—এস বৃকোদর— [উভয়ের প্রস্থান।

দ্রৌপদী। বুঝেছি গো দয়ার আধার!
ক্ষুধা নয়, তৃষ্ণা নয়, বেজেছিল বুকে,
তাই হরি এসেছো ছুটিয়া।
দীনবন্ধু! জগবন্ধু! বুঝেছি দয়াল,
শাকান্ন আদর করি মুখে দিলে হরি
বিশ্বাত্মা হইল তৃপ্ত তব তৃপ্তি হেরি।

চতুর্থ দৃশ্য।

বিরাট-রাজ-প্রাসাদ।

উত্তর।

(পুরাঙ্গনাগণের প্রবেশ।)

(গীত)

বাজিছে শঙ্খ আনন্দ কম্প তোমারি বিজয় বাজে।
ঘাটে বাটে মাঠে দুয়ারে দুয়ারে তোমারি গরিমা রাজে।
মুকুলিত তরুশাখী, কুহরিত বনপাখী
পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে মধুপ, নৃত্য করিছে শিখী,
তোমারই ছবি তোমারই গান রাখিয়া হৃদয় মাঝে।
পূজিতে তোমারে এসেছি আমরা এস গো বীরের সাজে।

উত্তর। বৃহন্নলাই যে অর্জ্জুন, বৎসর হয়ে গেছে পঞ্চপাণ্ডব যে আমাদের প্রাসাদে অজ্ঞাত বাস ক'র্‌ছেন, আজ বৃহন্নলা হ'তেই যে আমাদের গোধন উদ্ধার হ'ল একথা জেনেও আমি কাউকে ব'ল্‌তে পা'র্‌ছিনে। নগরময় মহাউৎসব চ'লেছে, সকলেই আমার নাম ক'রে আনন্দ ক'র্‌ছে কিন্তু আমার বুক ফেটে যা'চ্ছে—পুতুল খে'ল্‌বে ব'লে উত্তরা বসন চেয়েছিল, রাশীকৃত বসন দিয়ে এলুম, কিন্তু যখন সে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, কি ক'র্‌ব, বৃহন্নলার নিষেধ, উপায় নাই—ব'ল্‌তে হ'ল, আমিই যুদ্ধ ক'রে তাদের কাছ থেকে গোধন উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলুম। ছিঃ ছিঃ— জে'নে শুনে মহাপাতকের সৃষ্টি ক'রেছি—

(প্রচুর বসন লইয়া উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। আচ্ছা, এ পোষাকটা কে প'র্‌তো দাদা? এটার দিকে ভাই আমি তাকা'তে পা'র্‌ছিনা—এত জ্ব'ল্‌ছে—

উত্তর। তা বেছে বেছে এনেছি, বোন্—এটা কার জানিস্? এটা রাজা দুর্য্যোধনের, এটা মহাবীর কর্ণের, এটা দুঃশাসনের, এটা শকুনির, এটা—

উত্তরা। তুমি তাদের কি ক'রে চিন্‌লে দাদা?

উত্তর। বৃহন্নলা সেই পাণ্ডবদের সঙ্গে থা'কৃত কিনা,—সে ওদের চিন্‌ত। বৃহন্নলা যে দ্রৌপদীকে গান শিখা'ত শুননি? কেবল ভীষ্ম দ্রোণের গায়ে হাত দিইনি—বৃহন্নলা বারণ ক'র্‌লে, তাই তাদের বসন কিছু আনি নি।

উত্তরা। আহা,—সেই সতী লক্ষ্মী, সেই মহাত্মা পাণ্ডবেরা—বনবাসে অজ্ঞাত-বাসে কত কষ্টই না পাচ্ছেন; আচ্ছা দাদা! কপট পাশা খেলায় দুষ্টেরা তাঁদের রাজ্য হরণ ক'রে নিলে, পৃথিবীর কোন লোক একটা প্রতিকার ক'র্‌লে না! আহা তাঁরা এখন কোথায়?

উত্তর। কি ক'রে ব'ল্‌বো বোন্; অবশ্য কোথাও না কোথাও দুঃখে কষ্টে কালাতিপাত ক'র্‌ছেন।

উত্তরা। আচ্ছা দাদা! তুমি যখন ভীষ্ম দ্রোণকে হারিয়ে আ'স্‌তে পেরে'ছ, তখন তুমি কেন এদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে পাণ্ডবদের রাজ্য উদ্ধার ক'রে দাও না!

উত্তর। (স্বগতঃ) এইবার বুঝি ধ'রে ফে'ল্লে! দেখ উত্তরা! তাও না হয় ক'র্‌লুম,—কিন্তু পাণ্ডবদের দেখা পাব কোথায়?

উত্তরা। রাজ্য জয় ক'রে তুমি যদি ঘোষণা ক'রে দাও, তাহ'লে নিশ্চয় তাঁরা প্রকাশ হ'বেন। আহা! তাঁরা কত কষ্টই পাচ্ছেন!

উত্তর। প্রাণ যদি কাঁদে ত এমনই কাঁদা উচিত; কিন্তু উত্তরা! তুই কি মনে ক'রেছিস, আমার শক্তির উপর নির্ভর ক'রে তাঁরা ব'সে আছেন। তাঁরা ধাৰ্ম্মিক, মহাত্মা, নীরব সাধনায় কাল কাটাচ্ছেন। সাধনা যেদিন ভাঙ্‌বে উত্তরা, সেদিন দেখবি, তাঁদের স্বরূপমূর্ত্তি; তুই এখন পুতুল খেল্—আমি এখন আসি। [প্রস্থান।

(নেপথ্যে উত্তরা—উত্তরা—ও সই—ও সই!)

(চার পাঁচ জন রমণীর প্রবেশ)

ললিতা। দেখি,—দেখি,—বাঃ বাঃ—

ভানুমতী। আমায় একটু দিস ভাই, আমার সেই ঢেঁড়ী পুতুলকে পরা'ব।

উত্তরা। সবাইকে দেব—কিন্তু এক একটি করে প'রে আমি যে নাচ শিখিয়েছি, সেই নাচ নাচ্‌তে হবে।

সকলে। এখনি, এখনি,—আমি এইটে নেব ভাই; আমি এইটে, এই নাচ্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লুম।

উত্তরা। আর একটি কাজ ক'র্‌তে হবে ভাই,—এক একটি গোঁপ প'র্‌তে হ'বে।

মনোরমা। না ভাই,—সে কি হয়?

উর্ম্মিলা। কেন হবেনা,—আমি রাজি।

ভানুমতী। আমিও

উত্তরা। কে আছিস্ রে—

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। আমি আছি গো

উত্তরা। দেখ্, গোটাকতক গোঁপ আন্‌ত তয়ের ক'রে।

পরি। ওগো যাই গো [প্রস্থান।

মনো। না ভাই, আমি প'র্‌বো না

উত্তরা। তোমাকেই আগে পরা'ব

উর্ম্মিলা। ঠিক ব'লেছিস সৈ

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। এই নাও গো [প্রস্থান।

উত্তরা। দে ভাই সব,—মনোরমাকে পরিয়ে আগে—

মনো। উঃ হুঃ হুঃ (সকলে মনোরমাকে পরাইতে লাগিল)

উত্তরা। নে ভাই, তোরা সব পর্

মনো। আর তুমি বুঝি বাকি থা'ক্‌বে, না তা হবে না।

উত্তরা । না ভাই, তার কারণ আছে ; আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি কি ক'রে আমার দাদা এত বড় একটা যুদ্ধ জিতে এল ; এই যেন তুই দুর্য্যোধন, সই কর্ণ, ভানুমতী দুঃশাসন, আর মনোরমা শকুনি ।

মনো । না ভাই, আমি শকুনি নই,—আমি দুর্য্যোধন ।

উত্তরা । এই মনে করো, তোমরা আমাদের গরু চুরি ক'রে পালাচ্ছিলে, আর আমি অর্থাৎ যেন আমার দাদা—তোদের হুমকে গিয়ে ব'ললুম—'আরে আরে দুর্য্যোধন' আর তোরা বল্লি—'আরে আরে উত্তর' —বালক, শিশু, বল ভাই !

সকলে । আরে আরে উত্তর ! বালক—শিশু—পল্‌তেয় ক'রে দুধ—কেমন হ'চ্ছে ত ?

উত্তরা । আমি যেন রে'গে তোদের একটা তীর মেরে দিলুম—আর তোরা অমনি অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে গেলি,—পড় ভাই অজ্ঞান হ'য়ে—

ভানু । সে কি ! অজ্ঞান হব কেমন ক'রে ?

উত্তরা । সত্যি কি ! যেন অজ্ঞান—এই রকম ক'রে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়্ ।

উর্ম্মিলা । না ভাই, ও সব হ'বে না,—হাত পা ভেঙ্গে যাবে ।

উত্তরা । তবে যা,—শেখালে তোরা শিখ্‌তে পারিস্ না—

উর্ম্মিলা । বক্তৃতা ফক্তৃতা আমাদের দ্বারা হবে না ভাই,—তার চেয়ে আমরা একখান গান ধরি,—ধর ভাই, ধর তোরা—

(গীত)

আরে আরে দুর্য্যোধন ! কেন হেন অকারণ
শিশু সাথে সাধ রণ নাহি ফিরে তোর লাজ ।
লইয়ে যাও গোধন না শুনিবে নিবারণ
সেহ তবে দেহ রণ মিটাই তোর রণ সাধ ।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি । ওগো দিদিমণি গো ! কি ব্যাপার গো—

সকলে। কি হয়েছে রে, কি হয়েছে ?

পরি। ওগো,—কি দে'খলুম গো—

উত্তরা। আ মর্, হয়েছে কি বল্না—

পরি। ওগো রাবণের ঘরে রাম রাজার ছবি গো—

সকলে। আ মর্ মাগি, বল্না।

পরি। ওগো, তোমাদের সেই কঙ্ক গো, রাজতক্তায় ব'সেছে গো, আর তোমার দাদা, সেই হনুমানের মত এম্নি এম্নি ক'র্ছে গো—ওগো কি শুনলুম গো।

উত্তরা। আঃ মর্,—এই ব'ল্ছে কি দেখ্লুম গো,—এই ব'ল্ছে কি শুন্লুম।

পরি। ওগো কি দেখ্লুমগো,—কি শুনলুমগো, ওগো আর আমি কিছু ব'ল্তে পা'র্ছিনে গো,—দেখ্বে এস গো,—কি ভয়ানক গো—কি সুন্দর গো— [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

(বিরাট রাজ-সিংহাসনে যুধিষ্ঠিরাদি)

বিরাট। কঙ্ক! এই কি তোমার ব্রহ্মচর্য্য! সিংহাসনের পার্শ্বে স্থান দিয়ে তোমাকে আমি সম্মানিত ক'রেছিলাম—বৎসরাধিক কাল অন্ন দিয়ে পালন ক'রলুম্—এই তার প্রতিদান! নেমে দাঁড়াও ভিক্ষুক্—আশ্রিত তুমি,—বধ ক'র্ব না—প্রাণ ভিক্ষা চাও। আশ্চর্য্য! কৃতজ্ঞতা ভুলে গিয়ে, রাজদণ্ড তুচ্ছ করে, রাজার সম্মুখে তারই সিংহাসনে ব'সেছ! ভ্রূক্ষেপ নাই—শঙ্কা নাই! সৈরিন্ধ্রী! তুমি না সতী! গন্ধর্ব্ব না তোমার স্বামী!

উত্তর। ক'র্ছ কি বাবা! অঙ্গের আবরণ ফেলে দিয়ে দীপ্ত হুতাশন

অধর্ম্ম অত্যাচারকে দগ্ধ ক'র্‌তে তেজরূপে বহির্গত হ'চ্ছে—রাহুগ্রস্ত সূর্য্য বিধির বিধান অতিক্রম ক'রে সৃষ্টির শিরে প্রকাশ হচ্ছে,—এ শুভ মুহূর্ত্তে অশান্তি জাগিও না। শুধু চেয়ে থাক,—আপন ভুলে শুধু চেয়ে দেখ,—তোমার আঁধার রাজ্যে আজ কত আলো।

বিরাট। ষড়্‌যন্ত্র,—ষড়যন্ত্র,—উত্তর! মতিহীন সন্তান! যেদিন কুরু হস্ত হ'তে গোধন উদ্ধার ক'র্‌লে, সেইদিন হ'তে তোমার মস্তিষ্কে কুবুদ্ধি এসে জুটেছে; তা নইলে কঙ্কের সম্মুখে তুমি যোড়হস্তে দাড়িয়ে থাক! বৃহন্নলা! তোমার কি প্রয়োজন? কার আজ্ঞায় তুমি অন্তঃপুর ছেড়ে কঙ্কের সম্মুখে দণ্ডায়মান! সূপকার! বল্লভ! তুমি এখানে কেন? কার আদেশে কঙ্কের শিরে ছত্রদণ্ড ধ'রেছ?

কঙ্ক। স্থির হও, বৃকোদর!

বিরাট। অশ্বপাল! গোপাল! এত স্পর্দ্ধা!

উত্তর। বৃদ্ধ হ'য়ে অজ্ঞান তুমি পিতা! একটু অপেক্ষা কর—একটা যুগ পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে,—একটা নূতন সৃষ্টির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হ'চ্ছে—

বিরাট। বল্লভ! বৃহন্নলা! গ্রন্থিক! তন্ত্রীপাল! ইষ্ট যদি চাও এখনও কঙ্ককে নিবৃত্ত কর। উন্মাদকে বুঝিয়ে দাও—এ আসন ভিক্ষুকের যোগ্য নয়—

বৃহ। তা যা ব'লেছেন বিরাটরাজ! এ আপনার একটা বিরাট বিবেচনা,—যে আসনে ত্রিভুবন নমস্কার করে—ইন্দ্র যম বরুণ শরণ নেয়—সে ত এ আসন নয়! বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক, কৌরব আদি ক'রে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর জগন্নাথ যাঁর দ্বারে বাঁধা, তাঁর যোগ্য আসন এ ত নয়। যাঁর দানে পৃথিবীতে দারিদ্র রহিল না,—যাঁর পালনে প্রজা নির্ভয়, অদুঃখী হয়ে গেল—ঠিক ব'লেছেন—তাঁর যোগ্য আসন এ কি ক'রে হবে! কপট-দ্যূতে সমস্ত রাজ্যটা দুর্য্যোধনকে দিয়ে, যিনি ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব আর যাজ্ঞসেনীকে সঙ্গে ক'রে দ্বাদশ বৎসর বনবাস, এক বৎসর

অজ্ঞাতবাস শেষ ক'রেছেন, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আসন এ ত নয়,—সে যে অনেক উচ্চে—

বিরাট। (স্বগতঃ) একি প্রহেলিকা! সত্যই ধর্ম্মরাজ! সৈরিন্ধ্রী কি তবে, (প্রকাশ্যে) যদি তাই হয়, বল তবে বৃহন্নলা! দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা কোথায়? কোথায় বৃকোদর! কোথা ধনঞ্জয়!

উত্তর। প্রশ্ন ক'রো না বাবা! পিতৃপুরুষের বহু পুণ্য ফলে বৎসরাধিক কাল পঞ্চ পাণ্ডবের সেবা গ্রহণ ক'রে, ধন্য হয়েছ; অপরাধ ক'রেছ বাবা! ঐ দেখ দ্রুপদ-দুহিতা যাজ্ঞসেনী, ক্রোধাগ্নিতে যাঁর শত ভাই মহাবল কীচক ভস্ম হ'য়ে গেল, ঐ বৃকোদর—সুশর্ম্মার হস্ত হ'তে যিনি তোমাকে রক্ষা ক'রেছিলেন, ঐ দেখ, দিগ্বিজয়ী বীর ধনঞ্জয়! গাণ্ডীব-টঙ্কারে যাঁর, তোমার পুত্রের কর্ণ বধির হ'য়ে গেছে—এক রথে যিনি কুরুসৈন্য পরাজিত ক'রে তোমার গোধন উদ্ধার ক'রে দিলেন। বাবা! রাজসূয় যজ্ঞকালে কর নিয়ে রাজ দ্বারে দাঁড়িয়েছিলে—ক্ষমা চাও, অপরাধ ক'রেছ—

(ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন)

বিরাট। উত্তর! পুত্র হয়ে পিতাকে ফাঁকি দিয়ে দেবতা-আশীর্ব্বাদ এতদিন একা উপভোগ ক'রছিলি! ধর্ম্মরাজ! আমায় ক্ষমা ক'র। যাজ্ঞসেনী! মা আমার মতিহীনকে ক্ষমা ক'র। বৃকোদর! অক্ষমকে ক্ষমা কর। ধনঞ্জয়! অহঙ্কারীকে ক্ষমা কর! নকুল সহদেব! অত্যাচারীকে ক্ষমা ক'র— (ভূমিতলে লুটাইতে লাগিলেন)

যুধিষ্ঠির। তোমার ক্ষমা ক'রতে হবে! তোমার সমান বন্ধু আমার আর কই বিরাটরাজ! (উত্তোলন)

বিরাট। না, না, এ ত উপহাস—এ ত ক্ষমা নয়—ধর্ম্মরাজ! রাজ্য ধন দারা পুত্র সব আপনার পদতলে সমর্পণ ক'রলুম। আমার ক্ষমা—

উত্তর। ক্ষমা করুন ধর্ম্মরাজ! আমাদের ক্ষমা করুন।

অর্জ্জুন। ভাগ্য-বিতাড়িত পাণ্ডবকে তুমিই দয়া ক'রে আশ্রয় দিয়ে-

ছিলে। রাজার সুখে তোমার প্রাসাদে কাটিয়েছি,—কত মনোবেদনা দিয়েছি,—কত অত্যাচার ক'রেছি—বিরাটরাজ! আমাদের ক্ষমা কর—

বিরাট। ক্ষমা ক'র্‌লে ধনঞ্জয়! তা যদি ক'রে থাক, তবে আমার কন্যা উত্তরাকে বিবাহ কর—

অর্জ্জুন। বিরাটরাজ! তোমার কন্যা ত আমার যোগ্যা নয়। শিক্ষা-দাতা আমি—জন্মদাতার সমান।

বিরাট। ক্ষমা ত ক'র্‌লে না ধনঞ্জয়!

অর্জ্জুন। উত্তরা আমার পুত্র অভিমন্যুর যোগ্যা। অনুমতি ক'র মহারাজ! উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহ হোক্—

যুধিষ্ঠির। বেহাই! বেহাই! অমত ক'র না—বেহাই চল,—আয়োজন কর ধনঞ্জয়! দ্বারকায় দূত পাঠাও— [সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(দ্বারকা)

রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণ।

রুক্মিণী। চোর চুরি ক'র্‌তে ক'র্‌তে যদি বলে, আমি সাধু, তাও বিশ্বাস হয়, কিন্তু তুমি নিরপেক্ষ বল্‌লে, যেন কেমন কেমন লাগে।

কৃষ্ণ। তোমার চক্ষে এতদূর অধঃপতন আমার হ'য়েছে প্রিয়ে—

রুক্মিণী। মজা এই, তোমার মুখের উপর কথা ব'ল্‌তে গেলে, কেউ ভাষা খুজে পায় না,—তোমার বাঁকা গড়ন যে দেখেছে, তারই বুদ্ধি বাঁকা হয়ে গেছে। যে তোমার ঐ বাঁকা চোখ দুটির দিকে একবার তাকিয়েছে সেই হতভম্ব হ'য়ে গেছে।

কৃষ্ণ। তাই বুঝি শিশুপাল ভাষা না খুঁজে পেয়ে, তোমার বিয়ের সম্প্রদানের মন্ত্র আউড়েছিল।

রুক্মিণী। ঐ যে ব'ল্লুম—উপমা তোমার কথায় কথায়,—আর কথায় কথায় মানুষকে বোকা বুঝিয়ে দিতে পার বেশ—

কৃষ্ণ। কেন? তুমিই দেখনা, পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস পূর্ণ হ'য়ে গেল,—অভিমন্যুর সঙ্গে বিরাটরাজের মেয়ে উত্তরার বিবাহ হয়ে গেল। মনে ক'র্‌লুম সব হাঙ্গামা চুকে গেল। রাজ্যার্দ্ধ পুনঃপ্রাপ্তির প্রস্তাব ক'রে কুল-পুরোহিত ধৌম্যকে হস্তিনায় পাঠান হ'ল। হাঙ্গামা মেটা চুলোয় যাক্, বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনী দেবে না ব'লে দুর্য্যোধন হাঁকিয়ে দিলে। বুঝ্‌লুম যুদ্ধ অনিবার্য্য—পাছে কুরুপক্ষ আমায় দোষ দেয়—তাই আমি সত্বর দ্বারকায় চলে এসেছি।

রুক্মিণী। ঐ ত ব'লেছি, তুমি বুঝিয়ে দিতে পার বেশ—যে যেমনটি বুঝ্‌তে চায়, তাকে তেমনটী ভাবে বুঝিয়ে দাও। তবে যখন একজনকে ক্রমাগত কাঁদ্‌তে দেখি নাথ! তখন তোমার যুক্তি তর্ক আমার চখের জলে ভেসে যায়, তোমার উপর আমার বড় রাগ হয়—

কৃষ্ণ। আচ্ছা আজ তুমি একটু বিশ্রাম করগে রুক্মিণী! আমি একটু ঘুমিয়ে নিই, দুজন বিশিষ্ট অতিথির আসবার আজ কথা আছে, তাঁদের নিয়ে অনেকক্ষণ ব্যস্ত থাক্‌তে হবে—

রুক্মিণী। তাই বুঝি রকম রকম আসন এসেছে, তা দুজনেই যখন বিশিষ্ট তখন দুখানাই সোনার আসন আনলেই হত ত—

কৃষ্ণ। তা যা বলেছ, তবে কি জান, এই যে দুখানা সম্মুখে দেখ্‌তে পেলুম তাই আনালুম, এতে কি এসে যাবে—আমার কাছে সোণা, রূপো মাটী সব সমান—জীব জন্তু কীট পতঙ্গ, সব আমি সমান চক্ষে দেখে থাকি। তাই আমি বিচার করি না, আমার দ্বারে এসে যে যা চায় তাকে তাই দিই। যে ঐশ্বর্য্য চায়, তাকে ঐশ্বর্য্য দিই, যে রূপ চায় তাকে রূপ দিই—যে আমাকে চায় তার সহায় হই—না দিয়ে থাকতে পারি না—হয়ত তুমি এটা আমার বড় বদ্ অভ্যাস বলবে।

রুক্মিণী। আচ্ছা এখন আর তোমাকে এ নিয়ে জ্বালাতন ক'রব না, এর পর তোমার সঙ্গে তর্ক করব। [প্রস্থান।

কৃষ্ণ। আচ্ছা আমি ও ঘুমিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নিই। (শয়ন)

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। এই যে যদুপতি ঘুমাচ্ছেন দেখ্‌ছি, কিন্তু অর্জ্জুন আমার আগে এসে চলে যায়নিত! না—তা অসম্ভব—আচ্ছা অপেক্ষা করা যাক্ কতক্ষণ আর ঘুমাবেন।

(মস্তক সমীপস্থ প্রসস্ত আসনে উপবেশন)

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। এই যে দুর্য্যোধন আমার আগেই এসে উপস্থিত হ'য়েছে—

দুর্য্যোধন। কি অর্জ্জুন! প্রাণটা বড় খারাপ হয়ে গেল নয়! বলি কুশল ত?

অর্জ্জুন। কুশল আর কৈ কুরুরাজ! আপনার কুশল ত?

(পদপ্রান্তে বসিলেন)

দুর্য্যোধন। তা ঠিক ব'লছ তৃতীয় পাণ্ডব! কি ক'র্‌ব বল ভাই আমার ঘোড়াটা কিছুতেই শুনলে না, হুড় মুড় ক'রে তোমার আগেই এসে হাজির হ'ল। তা আমি বড় দুঃখিত রইলুম তোমার এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম বৃথা হ'ল—

অর্জ্জুন। তীর্থে এসেছি, অগ্র পশ্চাতে কি এসে যাবে কুরুরাজ!

(শ্রীকৃষ্ণের গাত্রোত্থান ও পার্থকে দৃষ্টি গোচর করিয়া)

কৃষ্ণ। কে? সখা! কতক্ষণ? একি কুরুরাজ! বড় সুখী হলুম, কিন্তু—

দুর্য্যোধন। আমরা উপস্থিত সমরে আপনাকে বরণ ক'রতে এসেছি, আপনার সহিত আমাদের সমান সম্বন্ধ তথাপি যে প্রথম আগমন করে

সাধুগণ তারই পক্ষ অবলম্বন করেন। আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয় অতএব আমার পক্ষ অবলম্বন করুন।

কৃষ্ণ। কুরুবীর! তুমি যে অগ্রে আগমন ক'রেছ এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর ক'রেছি—এই নিমিত্ত তোমাদের উভয়কেই সাহায্য ক'রব। কিন্তু বয়ঃকনিষ্ঠের বরণ অগ্রে গ্রাহ্য ক'রতে হয় অতএব অর্জ্জুনই অগ্রে বরণ ক'র্‌বার অধিকারী। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক অর্ব্বুদ গোপ এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক, আর অন্য পক্ষে আমি সমর পারন্মুখ ও নিরস্ত্র অবস্থান করি। ধনঞ্জয়! যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর হয় তাহাই অবলম্বন কর।

অর্জ্জুন। আমি তোমায় বরণ ক'রলুম যদুপতি!

দুর্য্যোধন। সাধু সাধু অর্জ্জুন! যাদব! আমি আপনার অন্য পক্ষ গ্রহণ ক'রলুম।

কৃষ্ণ। উত্তম—এস কুরুরায়! তোমায় সৈন্যদান ক'র্‌তে বলি।

[উভয়ের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। আজ আমার সাধনা সফল হ'ল—আজ বিজয়লক্ষ্মী আমার।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। বুদ্ধিহীনের মত কি ক'র্‌লে সখা! পরাজয় বেছে নিলে!

অর্জ্জুন। আমি ত জয় চাই না, আমি চাই তোমায়। কেশব, কেশব! যুদ্ধে তুমি আমার সারথি হও। অগতির গতি! তুমি আমার রথের গতি ফিরাও—আমার গতি কর'; তুমি দুহাত দিয়ে অশ্বের বল্গা চেপে ধর—আমি দেখি, শত্রু দেখুক,—জগৎ দেখুক—স্রষ্টার হাতে শাসন-রজ্জু, নিয়তির হাতে জীবের প্রাণ—তীর্থের দ্বারে পুণ্যের আহ্বান। এখন বিদায় দাও সখা!

কৃষ্ণ। তা যাবে—তবে এস। [অর্জ্জুনের প্রস্থান।

(রুক্মিণীর প্রবেশ)

রুক্মিণী। মিটল না? যুদ্ধ নিশ্চয় বাধল! যখন তুমি শুদ্ধ মেতেছ আর উপায় নাই।

কৃষ্ণ নিরুপায়, নিরুপায় প্রিয়ে!
যুদ্ধ, যুদ্ধ, অনিবার্য্য বাধিল সংগ্রাম।
যুদ্ধ নয়, মহাযুদ্ধ, সৃষ্টির প্রলয়,
হত্যাকাণ্ড দুর্ব্বার বিক্রম।
একদিকে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, কর্ণ অশ্বত্থামা,
জয়দ্রথ, কৃতবর্ম্মা, মহা মহারথী;
অন্য দিকে সপ্ত অক্ষৌহিনী—
হ'ক ক্ষীণ, হউক দুর্ব্বল—
যুদ্ধ যুদ্ধ অনিবার্য্য বাধিল সংগ্রাম।

রুক্মিণী। দুর্ব্বলেরে কেন প্রভু দিতেছ ঠেলিয়া
ধ্বংসের আবর্ত্ত-মুখে,
অধর্ম্মের দ্বারে কেন ধর্ম্মে নিষ্পেশিবে
শান্তি! শান্তি! বল একবার।

কৃষ্ণ। শান্তি! শান্তি! শান্তির এ ঘোর আয়োজন।
নব সৃষ্টি রচিব জগতে,
গাহিব জগতে প্রিয়ে ধর্ম্মের মহিমা।
বীর রক্তে ধুয়ে দিয়ে পৃথ্বীর কলুষ,
পুণ্যতীর্থ গড়িব বিরাট্।
রক্তরসে সিক্ত করি প্রতি ধূলিকণা,
বীরদর্পে কর্ষিয়া ধরণী
রোপিব পুণ্যের বীজ

ফল ফুল শস্যরূপে উঠিবে ঝলসি
রাজ-নীতি, ধর্ম্ম-নীতি দর্শন বিজ্ঞান।

রুক্মিণী। স্পর্শে যদি দিতে পার মৃত-সঞ্জিবনী
সিঞ্চি বারি পার যদি জীয়াতে পরাণ
তবে কেন বল জগন্নাথ!
রক্তপাতে নব সৃষ্টি কর আকিঞ্চন?

কৃষ্ণ। কীটে নষ্ট করে যে শাখায়
কাটিয়া পৃথক্ করা বিধি সুবিচার;
আশীবিষে দংশেছে যাহারে
অস্ত্রাঘাত, রক্ত পাত ব্যবস্থা তাহার।
তবু যাব প্রিয়ে!
সন্ধি তরে অবিলম্বে যাব হস্তিনায়,
মিষ্ট বাক্যে বুঝাব কৌরবে—
শেষ চেষ্টা কিন্তু প্রিয়ে বৃথা হবে মোর। [প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য।

হস্তিনা সভা

শকুনি

শকুনি। শিরায় শিরায় বহ্নি, মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বালা। দুর্য্যোধন! মনে পড়ে সেই অন্ধকূপ? আমাদের একশত ভাইকে আবদ্ধ ক'রে এক এক সরা ধান আর এক এক গণ্ডূষ জল দিয়ে চলে গেলি আর আমার সেই নিরানব্বইটি ভাই ধানের সরাগুলি আমার হাতে তুলে দিয়ে একটি একটি ক'রে অনাহারে ম'রতে লাগল—যাবার সময় কেবল বলে গেল প্রতিশোধ নিস্ প্রতিশোধ নিস্। মনে পড়েছে, মনে পড়েছে; জীর্ণ কঙ্কালগুলো কেন

চোখের সামনে দেখ্‌তে পাচ্ছি—নিশ্বাসে যেন সে গুলো আজ বেজে উঠছে, কুরুরক্তে সজীব হবে ব'লে যেন চীৎকার করছে। দেব, দেব কাঁদিস না ভাই—একটি একটি মুণ্ড কেটে জীর্ণ মূর্ত্তি সাজিয়ে দেব—রক্তস্রোতে স্নান করিয়ে অনশন জ্বালা জুড়িয়ে দেব। ভুলিনি, ভুলিনি, গুরুর রক্তে উদর পূর্ণ করিয়ে, পুত্ররক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে, স্বজনের কঙ্কালের উপর বসিয়ে দুর্য্যোধনকে একটু একটু ক'রে নরকের পথে নামিয়ে দেব।

(দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। মামা! মামা! হাঃ হাঃ হাঃ উপযাচক হ'য়ে কেশব আজ সন্ধি ক'রতে আসছেন—করুণা, করুণা, দেখব কেশব! তোমার নিরস্ত্র বাহুতে কত শক্তি ধর।

দুঃশাসন। কিন্তু মামা! ভালই হ'য়েছে, কাল রাত্রে কেশব আমাদের আশ্রয় নেয়নি—তাহ'লে হয়ত বাবাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি ক'রে ফেলত'।

শকুনি। মতিচ্ছন্ন, মতিচ্ছন্ন, কোথায় ক্ষীর সর খেয়ে সোণার ঝালর দেওয়া বালিশ মাথায় দিয়ে রাত কাটাতো, তা নয় বিদুরের ঘরে খুদ কুঁড়ো খেয়ে, চেটাই পেতে শুয়ে নাকি রাত কাটিয়েছে শুনলুম।

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। কেশব সভায় আসছেন, কেশব সভায় আসছেন, সাবধান।

দুর্য্যোধন। সাবধান কিসের সখা! বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—ক্ষত্রিয় আমি, বীর আমি, বসুন্ধরা আমার—

(ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ও ধৃতরাষ্ট্র সহিত কৃষ্ণের প্রবেশ)

ধৃতরাষ্ট্র। আসুন, আসুন, আসন গ্রহণ করুন আজ আমার কি সৌভাগ্য—কি সৌভাগ্য—

(কৃষ্ণ আসন গ্রহণ করিলেন)

(বৈতালিক গণের প্রবেশ ও গীত)

গীত।

এস জগতের দুঃখ হারী !
রাধিকার কালো, জগতের আলো, রাজার রাজা এস ভিখারী।
আলোক ভঙ্গে নামিলে রঙ্গে ধন্য করিলে যেদিন ধরা,
হরষে নৃত্য করিল পৃথ্বী, ঝরিল তীব্র করকা ধারা।
অনন্ত-নাগ-বিস্তৃত ফণা ছত্র তোমার শিরে,
কংসের ভয়ে ভাবিছে জনক দাঁড়ায়ে যমুনা তীরে।
তরঙ্গ ভঙ্গে নাচিছে রঙ্গে ছুটিছে যমুনা বারি,
দেখিয়া তোমারে নত করি শির ত্বরা দিল পথ ছাড়ি।
পুতনা অরিষ্ট অঘ বকাসুরে মারিলে মুক্তি করিলে দান
চরাইয়ে ধেনু বাজাইয়া বেণু হরিলে গোপ গোপিনী প্রাণ।
পালে পালে পালে গোধন সৃজিলে, ব্রহ্মার মোহ করিলে নাশ
কালীয়ার শিরে দিলে পদ তুলে, ঝরে গেল তার বিষের শ্বাস।
শিখালে দেশে কর্ম্মের কথা, ইন্দ্র দর্প করিলে চুর
ছড়ালে জগতে প্রেমের কাহিনী, তুলিলে বাঁশিতে মোহন সুর।
পাপ কংসে করিলে ধ্বংস, মুক্ত করিলে মথুরাপুরী।
কাল যবনে কাল সদনে পাঠালে কৌশলে তুমি হে হরি॥

কৃষ্ণ। মহারাজ! দয়া, অনৃশংসতা, সরলতা, ক্ষমা ও সত্য কুরু কুলের ভূষণ-স্বরূপ। এই কুলে বিশেষ আপনি বর্ত্তমান থাক্‌তে কৌরবগণ কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এও বিস্ময়ের কথা! কুরু পাণ্ডবের শান্তি আপনার ও আমার অধীন। আপনি পুত্রগণকে শাসন করুন, আমি পাণ্ডবগণকে নিরস্ত করি। কৌরবগণ আপনার সহায় আছে একণে পাণ্ডবগণকে সহায় করে' স্বচ্ছন্দে ধর্ম্ম চিন্তা করুন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতির সহিত পাণ্ডবগণ সংমিলিত হ'লে সমগ্র পৃথিবী আপনার অধিকৃত হ'বে। যুদ্ধ কেবল মহামৃত্যুর হেতু। পাণ্ডব কিংবা কৌরব যে পক্ষেরই জয় হ'ক তাতে আপনারই জয়। অতএব সন্ধিই কর্ত্তব্য।

দুর্য্যোধন। হাঃ হাঃ হাঃ কর্ণ! কর্ণ! হাঃ হাঃ হাঃ—

ধৃতরাষ্ট্র। দুর্য্যোধন! ওঃ পাপের শাস্তি। কেশব! আমি স্বাধীন নই অন্ধ, তুমি এই দুর্ব্বৃত্তকে শাসন কর।

কৃষ্ণ। দুর্য্যোধন! পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতীগণের দিকে দৃষ্টিপাত কর। ভাই! তোমার জন্য যেন কুরুকুল ধ্বংস না হয়। পাণ্ডবগণ তোমার পিতাকে মহারাজ্যে ও তোমাকে যৌবরাজ্যে বরণ করবেন। বড় গৌরবের বিষয় হবে দুর্য্যোধন! শত্রু নতজানু হ'য়ে তোমার দ্বারে ক্ষমাভিক্ষা ক'র্‌বে —মিত্র তোমায় আলিঙ্গন ক'রে ধন্য হবে। তীর্থ ক্ষেত্রের মত তোমার দ্বার বিশ্ববাসীর সম্মুখে মুক্ত থাক্‌বে; পুণ্যাত্মা তোমার দ্বারে তার সমাধি নির্ম্মাণ করবে। পাপী চখের জলে তার দেহের পঙ্কিলতা ঝরিয়ে দেবে। জননীর মত তরল স্নেহে বিশ্ববাসীকে বুকে জড়িয়ে ধ'র্‌বে, পিতার মত গম্ভীর বেদনা বুকে ক'রে তাদের শাসন ক'র্‌বে। বড় সুখের হবে দুর্য্যোধন! রাজলক্ষ্মীর অবমাননা ক'রো না ভাই! পাণ্ডবগণ অর্দ্ধরাজ্যের অধিকারী—না দুর্য্যোধন! তারা ভিক্ষা চাইছে তাদের ভিক্ষা দাও— তোমার শ্রীবৃদ্ধি হ'ক।

দুর্য্যোধন। কোন অপরাধে? পাশা খেলায় হেরে তাদের বনে যেতে হ'য়েছিল বলে? সত্য পালন বুঝি বড় অধর্ম্মের কার্য্য! শুন কেশব! দুর্য্যোধন ব্যতিরেকে এ সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন কর'তে বিশ্বে আর কেউ নাই। পাণ্ডবেরা! ভিক্ষাই তাদের জীবিকা, অরণ্যই তাদের উপযুক্ত বাসস্থান। এত বড় একটা সাম্রাজ্য ধর্ম্মের খাতিরে অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়ে পৃথিবীর অমঙ্গল করতে পারি না। যুদ্ধের ভয় দেখাচ্ছ কৃষ্ণ! যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। জয় পরাজয়—সে ত কীর্ত্তি। মৃত্যু! সে ত ত্রিদিবের আসন।

কৃষ্ণ। স্থির হও দুর্য্যোধন! তুমি যখন বীর শয্যায় অভিলাষী তোমার বাসনা পূর্ণ হ'বে; কিন্তু তোমার এ যুদ্ধ নয় দুর্য্যোধন! এ তোমার আত্মহত্যা। নীচাশয়! ভরত কুলগ্লানি! অপরাধ কি? রাজসূয় যজ্ঞে

পড়ে? পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্য দেখে কে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল? দুষ্ট শকুনির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কপট দ্যূতে পাণ্ডবগণকে কে পরাস্ত করেছিল? দ্রৌপদীকে সভামধ্যে এনে—উঃ কি সে দৃশ্য! দুর্য্যোধন! বিষদান, সর্পাঘাত—পুরোচনকে মনে পড়ে? মাতার সঙ্গে বারণাবতে পাঠিয়ে পাণ্ডবদের বিনাশের চেষ্টা কে করেছিল? আর কত ব'লব! চিত্রসেনের কথা, ঘোষ যাত্রার কথা মনে পড়ে? তুমি যাচ্ছিলে দ্বৈতবন থেকে পাণ্ডবদের উৎসাদন ক'র্‌তে—কিন্তু কি উদার সেই পাণ্ডবেরা! গন্ধর্ব্ব হস্ত হ'তে তোমার প্রাণ মান রক্ষা ক'র্‌লে। তারপর দুর্ব্বাসার পারণ—না, আর বল্‌ব না। পিতা, গুরু, পিতামহের বাক্যও যখন তুমি গ্রহণ ক'রনি তখন তোমার শ্রেয়োলাভ সুদূর পরাহত। তোমার পতন অবশ্যম্ভাবী।

শকুনি। ভারি কড়া কড়া ব'লছে, বুঝি মাটী হয়, না, কিছু মন্ত্রণা দিতে হ'ল। (দুঃশাসনের কর্ণে কথোপকথন)

দুঃশাসন। দাদা! তুমি সুবিধে ক'রে ব'লতে পারছনা—এস—এস মাথা ঠাণ্ডা ক'রে এস—

দুর্য্যোধন। যা ব'লেছ—চল চল সব, এখানে ব'কে কোন লাভ নাই।

(দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। দুর্য্যোধনের স্পর্দ্ধা দেখলেন সব?

ধৃতরাষ্ট্র। চলে গেল, চলে গেল—বিদুর! তুমি একবার গান্ধারীকে ডাক, সে একবার শেষ চেষ্টা করুক। (বিদুরের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। কুরুবৃদ্ধগণ! ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দুরাচার দুর্য্যোধনকে শাসন না ক'রে নিতান্ত অন্যায় ক'র্‌ছেন, যদি শ্রেয়োলাভ ইচ্ছা করেন, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনিকে বন্দী ক'রে পাণ্ডব হস্তে অর্পণ করুন।

ধৃতরাষ্ট্র। হায়! হায়! অন্ধ আমি, স্বাধীন নই—তা না হ'লে তাইত, কি করি—কুপুত্র, কুপুত্র—

(বিদুর ও গান্ধারীর প্রবেশ)

গান্ধারী। কুপুত্রকে ত্যাগ কর মহারাজ! শাস্ত্রের কথা,—কুল-রক্ষার নিমিত্ত একজনকে পরিত্যাগ ক'র্‌তে হয়; গ্রামরক্ষার নিমিত্ত কুল—জনপদ রক্ষার নিমিত্ত গ্রাম—আত্মরক্ষার নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'র্‌তে হয়।

ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর! বিদুর! আর একবার সেই হতভাগাকে ডাক্।

[বিদুরের প্রস্থান।

গান্ধারী। মহারাজ! বৃদ্ধ তুমি—এ বিরাট ঐশ্বর্য্যের অধিকারী তুমি—অন্ধরাজ! বিবেকের অন্ধত্ব মোচন কর—স্নেহের দ্বারে কর্ত্তব্যের বোঝা নামিয়ে দিও না। বিচার ক'রে বেছে নেও মহারাজ! একদিকে মূর্খ দুঃসহায়, দুরাত্মার হস্তে রাজ্য সমর্পণ ক'রে নরকের পথ পরিষ্কার—অন্যদিকে ধর্ম্মের হস্তে শাসন দণ্ড তুলে দিয়ে স্বর্গসুখ ভোগ।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। কেন? আমায় আবার কেন?

গান্ধারী। কেন, শুন্‌বে দুর্য্যোধন? শুন, তোমার জননী আমি—বুকের রক্ত পান করিয়ে তোমার অস্থিমজ্জা দৃঢ় ক'রে তুলেছি—চ'খের জলে ইষ্ট দেবতার পূজা ক'রে তোমার কল্যাণ কামনা ক'রে এসেছি। তুমি হেসেছ, শত যন্ত্রণা উপেক্ষা ক'রে আমি হেসেছি—তুমি কেঁদেছ, বুকে তা আমার শেলের মত বেজেছে—বৎস! আমি তোমার মা, তুমি আমায় পদদলিত ক'রে যদি চ'লে যাও দুর্য্যোধন! তথাপি আমি তোমায় অভি-সম্পাত দিতে পা'রব না। ক্রুদ্ধ হ'তে যাব আমি—অশ্রুজলে চক্ষু ভ'রে যাবে। প্রহার ক'র্‌তে বদ্ধমুষ্টি হ'ব—মুষ্টি খুলে যাবে, আশীর্ব্বাদের মত সে হাত তোমার মস্তক স্পর্শ ক'র্‌বে। দুর্য্যোধন! মার ভালবাসা—রাজ-নীতির বন্ধন নাই, সমাজনীতির গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়—ভেদনীতিতে পৃথক হয় না—দণ্ডনীতিকে ভয় খায় না। মার ভালবাসা—শুধু একটা অব্যক্ত

মধুর ত্যাগের উৎস—স্বার্থের কলুষ নাই, নিরাশার অবসাদ নাই। জগতে মায়ের মত বন্ধু তুমি খুঁজে পাবে না দুর্য্যোধন! তাই তোমায় আমি ডেকেছি। তুমি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ব'সে দারিদ্র্য বেছে নিচ্ছ, অমৃত ভ্রমে গরল পান ক'রছ, তাই আমি এসেছি, সাবধান দুর্য্যোধন! লালসা ত্যাগ কর—অর্দ্ধরাজ্য অর্পণ ক'রে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর।

দুর্য্যোধন। আবার সেই কথা! মা! মা! সন্তানকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ক'রবে! না, না, পৃথিবীর সমস্ত শক্তি যদি একত্র হ'য়ে আমার বিপক্ষে অস্ত্র ধরে তথাপি ক্ষত্রধর্ম্ম হ'তে বিচলিত হব না। শুন কেশব! সভাসমক্ষে আমি প্রতিজ্ঞা ক'রছি—কর্ণসহ আমি রণযজ্ঞে দীক্ষিত হব। বিপক্ষে আমার যে দাঁড়াবে, তার শিরশ্ছেদ ক'রব। [প্রস্থান।

গান্ধারী। হো হো—জীবনে আর হাস্‌তে পেলুম না। মহারাজ! হৃদয় দৃঢ় কর। অন্ধরাজ্! চক্ষে দেখ্‌তে পাবে না, কিন্তু শুন্‌তে পাবে কুরুবংশের আর্ত্তনাদে পৃথিবী ভ'রে যাবে।

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। জনার্দ্দন! আপনাকে বন্দী ক'রতে দুরাত্মা পরামর্শ ক'রছে।

কৃষ্ণ। তাই নাকি—না সাত্যকি, একি সম্ভব! আমি দূত, আমাকে বন্দী!

গান্ধারী। মহারাজ! আর না—এই মুহূর্ত্তে ঘোষণা কর, দুর্য্যোধন এ রাজ্যের কেউ নয়। কুরুবংশে বীরের অভাব নাই—এই মুহূর্ত্তে আদেশ কর তারা দুর্ব্বৃত্তদের বন্দী ক'রে পাণ্ডব হস্তে প্রদান করুক।

(দুর্য্যোধন প্রভৃতির প্রবেশ)

দুর্য্যোধন কে কাকে বন্দী করে দেখা যাক্। বন্দী কর-বন্দী কর।

(চতুর্দ্দিক হইতে কৃষ্ণকে বন্দী করিতে উদ্যত হওন)

কৃষ্ণ। হাঃ হাঃ হাঃ
দিব্য চক্ষু দিনু তবে হের ইচ্ছা যায়।

(অন্তর্দ্ধান ও সংহারমূর্ত্তির আবির্ভাব)

বিদুর। সম্বর সম্বর হরি প্রলয় মূরতি
সম্বর সম্বর কৃষ্ণ ভ্রুকুটি তোমার।
জ্বলে যাবে সমগ্র জগৎ
রক্ত বন্যা তুলিবে তুফান।
শত সূর্য্য জ্বলে হেরি নয়নে তোমার
দর্প্পিবারে পাপের শাসন,
জ্বলে জ্যোতিঃ দীপ্ত হুতাশন
যে প্রভাবে বিশ্বে তুমি কর সন্তাপিত।
কণ্ঠে তব মৃত্যুর গর্জ্জন,
ওষ্ঠাধরে ভূমিকম্প কাঁপে
পৃথিবীর নিম্নগর্ভে করিতে প্রোথিত
লক্ষ রাজ্য অধর্ম্ম পীড়িত।
শোণিতাক্ত লেলিহান হেরি লক্ষ জিহ্বা
তীক্ষ্ণধার দংষ্ট্রা করাল
আকর্ষিয়া কোটি কোটি ধর্ম্মের বিপ্লব
কর তুমি আনন্দে চর্ব্বণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(যুদ্ধ-ক্ষেত্র—রথোপরি অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ)

অর্জ্জুন। অবসন্ন রোমাঞ্চিত শরীর আমার
শুষ্ক মুখ ত্বক্ জ্ব'লে যায়
হস্ত হ'তে খ'সে প'ড়ে যেতেছে গাণ্ডীব,
অন্তরাত্মা উঠিছে কাঁদিয়া।
জনার্দ্দন! জনার্দ্দন!
নেত্র আগে একি দৃশ্য ধ'রেছ বিধাতা!
একি দৃশ্য গ'ড়েছ পাষাণ!
মোহ বশে মাতায়েছ আত্মীয় স্বজনে,
রুধিরাক্ত মৃত্যুর উৎসবে!
ঐ পুত্র, ঐ ভ্রাতা, আত্মীয় আমার,—
পিতৃব্য, আচার্য্য, গুরু. ঐ পিতামহ,
ঐ স্নেহ, ঐ ভক্তি, প্রেম অনুরাগ,
রক্তে গড়া স্বরগ সম্ভার!
কেশব! কেশব!

ভ্রাতৃহত্যা, বন্ধুহত্যা, গুরুর নিধন !
বধকরি বৃদ্ধ পিতামহে—
মহাপাপ, মহাপাপ, ছার রাজ্যসুখ—
দূর হ'ক শর শরাসন—
চিরতরে লুপ্ত হ'ক শকতি আমার।

কৃষ্ণ। মোহ মোহ চিত্তের বিকার !
ভ্রান্তি ভ্রান্তি কেবা পিতা পুত্র কেবা কার,
দূর কর ক্লীবতা অর্জ্জুন,
স্বর্গদ্বার রুদ্ধ হবে অকীর্ত্তি ঘোষিবে।
পরন্তপ ! তুচ্ছ কর হৃদয় বিকার
বিষাদের নহে এ সময়
ধৈর্য্য ধর, অস্ত্র ধর, করহ উত্থান।

অর্জ্জুন। শ্রেয় হ'ক ভিক্ষায় ভোজন,
রাজ্য সুখ ভোগ যেথা নরক যন্ত্রণা।
যুদ্ধ জয় সে যে সখা ঘোর পরাজয়—
সে ত শুধু কঙ্কালের পূজা—
আত্মহত্যা ক'রে সে ত বন্ধন নিষ্কৃতি !
জ্ঞাতি রক্তে গড়ি রাজ্য পাট
হৃষিকেশ ! কঙ্কালের পাতিব আসন !
রাজ্য তব লহ সখা ফিরে
তব জয়, তব সুখ, থাকুক তোমার।
ফিরাও ফিরাও রথ হরি !
আকুল পরাণ মোর বনে যাব ফিরি।

কৃষ্ণ। বিকার বিকার সখা ! একি অজ্ঞানতা !
মোহ, মোহ, আমার আমার

কেবা মৃত কে জীবিত এ মহীমণ্ডলে ?
জন্ম মৃত্যু স্বপনের কথা।
ধনঞ্জয়। কেবা করে কাহারে বিনাশ ?
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, আসেনি নূতন
নব জন্ম নহে সখা তোমার আমার।
কতবার এসেছি জগতে
লেখা আছে কত খেলা খেলেছি দুজনে,
চলে গেছি কতবার ছাড়ি জীর্ণ বাস।
নববস্ত্র করি পরিধান
নব সাজে নব যুগে নবীন বিকাশ।
বর্ত্তমানে তুমি আমি সখা,
অন্ধকার ভবিষ্যতে শত্রু তুমি আমি।
কৌমার যৌবন জরা দেহের বিকাশ,
ফেলে রেখে মাটীর শরীর,
জন্ম-মৃত্যু জীবাত্মার নিত্য পরকাশ।

অর্জ্জুন। বাসুদেব ! বুঝায়োনা আর
দীর্ণ হয়ে যাবে বক্ষ—দিওনা সান্ত্বনা।
দৃঢ় মুষ্টি ধরিব গাণ্ডীব—
স্মৃতির দংশন সথা ভুজঙ্গের বিষ
রক্তে রক্তে উঠিবে জ্বলিয়া ;
যুক্তি তর্ক ভেসে যাবে নয়নের নীরে।
তার চেয়ে বল সখা বিশ্বে যদি থাকে,
যুদ্ধ বিনা ধর্ম্ম আর কর্ত্তব্য আমার।

কৃষ্ণ। বিরত যদ্যপি হও ধর্ম্মযুদ্ধ হ'তে
কীর্ত্তি তব লুটাবে ধূলায় ;

ভীরু তুমি গাহিবে ভারত;
অসমর্থ ধনঞ্জয় ঘোষিবে পৃথিবী।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা কর যুদ্ধ সখা!
ক্ষত্র তুমি—
ধর্ম্ম যুদ্ধ ধর্ম্ম তব কর্ত্তব্য তোমার,
ধর্ম্ম যুদ্ধ সৃষ্টি সহায়তা—
ধর্ম্ম যুদ্ধ জীর্ণ সংস্কার।

অর্জ্জুন। যুদ্ধ যুদ্ধ বুক ভেঙ্গে যায়
মায়া সাথে কর্ত্তব্যের বেধেছে সংগ্রাম;
অঙ্গ মোর কাঁপে থর থর,
ধমনীতে তপ্তরক্ত উঠেছে ফুটিয়া।
বল বল থেমোনাকো সখা!
বল বল উচ্চে বল কি কর্ম্ম আমার।

কৃষ্ণ। জয় পরাজয় সখা করি সমজ্ঞান
কর্ম্ম করি মোরে সমর্পণ
আত্মজ্ঞানে দগ্ধ করি আঁধার সংশয়
কর্ম্মযোগ কর অনুষ্ঠান।
কর্ম্মী হও যোগী হও তপস্বী প্রধান,
ধৈর্য্য ধর অস্ত্র ধর করহ উত্থান।
ত্রিভুবনে নাহি কিছু অপ্রাপ্য আমার
কর্ম্মে মোর কিবা প্রয়োজন!
তা'বলে কি আলস্যেতে কাটাইব কাল—
কলুষিত হইবে পৃথিবী
ধর্ম্ম কর্ম্ম লুপ্ত হবে আমা হ'তে সব।

ন। কর্ম্মবীর! বল সখা কি কর্ম্ম তোমার

যুগে যুগে কোন কর্ম্মে কর দেহপাত।

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! বহুজন্ম করেছি গ্রহণ
বহুজন্ম অতীত তোমার ;
অবগত নহ তুমি কিন্তু আমি জানি
জনম রহিত আমি অনশ্বর ভাব
ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর আমি সৃষ্টির বিকাশ।
প্রকৃতিরে করিয়া আশ্রয়
যুগে যুগে মায়া জন্ম করি হে গ্রহণ।
হয় যবে ধর্ম্মের বিপ্লব
অধর্ম্মের অত্যাচারে কাঁদে বসুন্ধরা ;
বাজাতে ধর্ম্মের ভেরী জাগাতে চেতনা,
করি আমি আত্মার সৃজন।
সাধুগণে করি ত্রাণ
অসাধুরে করিয়া বিনাশ
ধর্ম্ম রাজ্য গড়ি আমি অধর্ম্ম গলায়ে।

অর্জ্জুন। হৃদযন্ত্রে উঠিছে ঝঙ্কার
নেত্র আগে হেরিতেছি রোমাঞ্চ বিস্ময়
বল বল তুমি কে আবার
কর্ম্মবীর! বল সখা কি কর্ম্ম তোমার।

কৃষ্ণ। মায়ারূপ প্রকৃতি আমার
ধৈর্য্যরূপে ক্ষিতি হয়ে প'ড়ে আছে পদে
জলরূপে জীবের জীবন
তেজরূপে জন্ম সাথে ধীরে জ্বলে উঠে,
বায়ুসম জন্ম মৃত্যু গড়ে,
আকাশেতে বসে গড়ে দর্শন বিজ্ঞান।

বিশ্বে আমি পরম কারণ,
দুগ্ধরূপে ঝ'রে পড়ি মাতৃস্তন্য হতে,
শক্তিরূপে বিশ্বে আমি দৃঢ় করে রাখি।
ভক্তিরূপে গর্ব্ব মান নত করে দিই;
মুক্তিরূপে দীপ্তি আমি সাধনা আঁধারে।
আমি বিশ্বে দুর্ব্বার সংহার;
রক্ত-বন্যা হাহাকার প্রলয় উদ্গার।
আমি সৃষ্টি আমি হে প্রলয়,
আমি সূত্র বিশ্ব তাহে রয়েছে গ্রথিত।
রসরূপে সলিলের আমি সার্থকতা,
প্রভারূপে চন্দ্র সূর্য্যে জ্বলি।
উচ্চ ক'রে দিই শির মানবে পৌরুষ;
বেদে আমি ওঙ্কার ঝঙ্কার—
আকাশে বাতাসে আমি তাড়িৎ সঞ্চার।
যন্ত্র তুমি যন্ত্রী আমি দেহে আমি প্রাণ
কর্ম্মী হও যোগী হও তপস্বী প্রধান।

অর্জ্জুন। তুমি কর্ম্ম তুমি ধর্ম্ম, মহেশ্বর আঘাত
জেগেছে জেগেছে বুকে চেতনা আমার;
দেখা দাও দেখা দাও হরি
শত কীর্ত্তি ধ্বংস স্তূপ উঠুক বিদারি।

কৃষ্ণ। হের সখা! দিব্য চক্ষে মূরতি আমার,
হের আমি কৃতান্ত করাল,
বিশ্ব আমি করেছি সংহার (বিশ্বরূপের আবির্ভাব)
ধনঞ্জয়! তুমি শুধু হও সখা নিমিত্ত আমার।
চক্ষু হয়ে দেখাও জগতে
অধর্ম্মের উত্তেজনা বিকার বিকার।

অর্জ্জুন। ভীত আমি ত্রস্ত আমি সম্বর কেশব!
বিভীষিকা দেখায়োনা আর।
দেখাও দেখাও হরি সেরূপ মাধুরী,
যে মূর্ত্তিতে শুধু তুমি হাসি
আঁধারের বুকে তুমি আলো রাশি রাশি।
যে মূর্ত্তিতে হরি তুমি পাষাণে জীবন,
যে রূপেতে হরি তুমি জীবনে স্পন্দন,
করুণায় গ'লে পড়ো তরল তরঙ্গে;
মথুরায় নেচেছিলে গোপীগণ সঙ্গে।

কৃষ্ণ। তুমি আমি, আমি তুমি, তুমি মোর সখা,
উদার নীলিমা আমি তুমি চিত্ররেখা;
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভিত মূরতি
হের সখা সৌম্য মূর্ত্তি মোর। (সৌম্যমূর্ত্তির আবির্ভাব)

অর্জ্জুন। ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুষ্পোদ্যান।

(গাহিতে গাহিতে উত্তরার প্রবেশ)

গীত

আহা তারাই সুখে ভাসে ;
কাঁদার সময় কাঁদে তারা হাসি পেলে হাসে ॥
কান্না চেপে শুক্‌নো হাসি তারা হাসে না
হাসি এলে এমনি তারা কিছুই মানে না।
সোনার বাড়ী নেই যে তাদের—থাকে পাতার কুটীর বাসে।
মাঠে ঘাটে উঠে যখন ব্যাকুল গানের তান
সকল ফেলে স্বরের পেছু, ছুটে তারা লয়ে আকুল প্রাণ।
হাওয়ার কোলে হেলে দুলে যখন বন ফুল হাসে ;
তারা মাথায় পরে গলায় পরে মাতে সুবাসে ॥
তারা থাকেনা কিছুর আশে
আলো পেলে আলোয় ভাসে —হাসে আপন মনে আঁধার রাতে বসে ॥

(ইতিমধ্যে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত অভিমন্যুর প্রবেশ ও ধীরভাবে অবস্থান)

অভিমন্যু। আহা ! হ'ত যদি এই পরিণাম
আলো চেয়ে হ'ত ভাল নিবিড় আঁধার ;

উত্তরা। এসেছ এসেছ প্রিয় সোণার স্বপন !
এস এস হৃদে এস উত্তরা-জীবন।

অভিমন্যু। সরে যাও, সরে যাও ছুঁয়না উত্তরা !
দস্যু আমি, আমি নরঘাতী,
একি ! একি ! কাঁদ তুমি বালা !
অভিমানে চোখে জল এতই কোমল।
না, না, এস হৃদে হৃদি-বিহারিণী
এস বক্ষে ক্ষতের সান্ত্বনা
এস পুণ্য, এস প্রেম, স্মৃতির তটিনী।

শ্রান্ত আমি এস বনচ্ছায়া,
ভ্রান্ত আমি—পথহারা—এস বন দেবী!

উত্তরা। অভাগী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলে যাও
কাঁদি আমি তাই বুঝি কাঁদাইতে চাও?

অভি। পাষাণের বুকে যদি চাহগো ফুটিতে
ফুলে ঢাকা বসন্তের রাণী,
পাষাণ কি ঘৃণাভরে ফিরাবে বদন!
না, না, সে যে প্রিয়ে, পাষাণ গৌরব।
গ'লে যদি পড়ে জলে জোছনার হাসি
সাগর কি আঁখি মুদে রবে!
না, না, বুকে করি রজত করুণা
ছুলে ছুলে কুলে কুলে উছলিয়া যাবে।

উত্তরা। বক্ষে করি করুণার অগাধ মহিমা
প'ড়ে থাকে বারিধির প্রাণ;
স্রোতস্বিনী গঙ্গা হয় তাই ছুটে গিয়ে।
ঐ ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ, প্রশান্ত উদার,
তারকার এত আলো তাই।
বাতাসের কোলে দোলে আধ ফোটা ফুল
তাই এত ফুলের বাহার।

অভি। বেশ ক'রে ভেবে দেখে বলতো উত্তরা!
বিশ্বে বুঝি দুজন বিধাতা—
কে গ'ড়েছে যুদ্ধনীতি ধ্বংসের আকৃতি,
গীতিময় কে করেছে উত্তরার প্রাণ!

উত্তরা। ছল ক'রে যেবা গড়ে মোর চখে জল
তারি স্পর্শে বুঝি ওগো উত্তরা বিকল।

অভি। তাই কি গো শোভনা উত্তরা!
এত তীব্র এতই কোমল!
এত জ্বালা বুকে ধ'রে এতই শীতল!
হাস্যময়ী মেদিনীর বুকে
রক্তলিপ্ত মর্ম্মন্তুদ বিকট মূরতি!
প্রকৃতির নীলাম্বরে ঢাকা চারু দেহে
এত জ্বালা পঞ্জরে পঞ্জরে!

উত্তরা। আজ কেন এত গো উতলা?
ক্ষত্রবীর! ক্ষত্রধর্ম্ম ক'রেছ পালন
শত্রু নাশ জীবনের ব্রত
কীর্ত্তি তব শত্রু নাশ—গৌরব তোমার।

অভি। গৌরব আমার!
আর যারা চলে গেল, বলে গেল যাই
হাসিটুকু মুছে নিয়ে রেখে অশ্রু জল
বৃন্ত থেকে ছিড়ে ফেলে দিয়ে
রেখে গেল যারা হায় উত্তরার মত
শত শত কুসুম কোরক,—তাদেরও কি গৌরব উত্তরা?
আর যারা প'ড়ে র'ল
যাতনায় গলা ধ'রে কাঁদিতে ধরায়
তাদেরও কি গৌরব উত্তরা!

উত্তরা। ভাগ্যবান্ তারা
কীর্ত্তিরথে চ'লে গেছে ত্রিদিব আলয়ে;
ভাগ্যবতী যারা প'ড়ে র'ল,
বীরস্বামী গুণগান গাহিতে ধরায়
চির দিন রবে উচ্চ শির।

অভি। তবে তুমি কেঁদনা উত্তরা!
যদি কভু যেতে যেতে পথ ভুলে যাই;
কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মক্ষেত্রে যদি যায় প্রাণ;
তবে তুমি কেঁদনা উত্তরা!
একি একি চক্ষে কেন জল!
হায় বালা এই বুঝি গরিমা তোমার!
না, না, বল তুমি কাঁদিবে না প্রিয়ে!

উত্তরা। এক চক্ষু চেয়ে রবে আকাশের পানে
কেঁদে কেঁদে এক চক্ষু বুঝি গ'লে যাবে।

গীত।

আমি কাঁদিব গো
নয়নের জলে ভিজায়ে বসন, হৃদয়ের তাপে শুকাবো গো।
নিরবে বিরলে বসিয়া, রব আকাশের পানে চাহিয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাব ধাতারে তব কাছে যেতে চাহিব গো।
তোমায় ত ছেড়ে দেবনা গো,
একা আমি শত হ'য়ে তোমায় ঘেরিয়া রাখিব গো।
তুমি যে আমার আমি যে তোমার, মোরে ফেলে কোথা যাবে গো।

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ—

ভীম।

ভীম। একে একে মনে পড়ে সব;
ভগ্ন ভেরী সম আজ উঠেছে বাজিয়া
বিস্মৃতি দুর্গের দ্বারে স্মৃতির বেদনা।
বুঝি আজ গলে যাবে

অশ্রু হয়ে বক্ষ ব'হে পড়িবে ঝরিয়া।
মনে পড়ে স্বপ্ন সম
দেখেছিনু অতীতের নির্ঘোষ নীরদে
বিধাতার হস্তলিপি বিদ্যুৎ অক্ষরে—
"হে গাঙ্গেয়! ব্রহ্মচারী ত্যাগের সন্ন্যাসী!
আজ হ'তে ভীষ্ম তব নাম"।
পুলকিত বিগলিত করুণার রাণী,
হিল্লোল কল্লোলময়ী জননী জাহ্নবী
পুত্র গর্ব্বে উঠিল উচ্ছ্বসি,
ভীষ্ম শিরে ঢেলে দিতে চুম্বন আশীষ।
রাজ্যসুখ দূরে গেল সম্ভোগ বাসনা,
ডুব দিনু ত্যাগের সাগরে
দুটী হাতে দুটী রত্ন উঠিলাম তীরে।
একহস্তে মাতৃদান "মাতার আশীষ"
নারী হ'ল জননী আমার।
অন্য হস্তে "পিতৃদান" রাজ-সিংহাসন—
নিয়তির গর্ব্ব দৃপ্ত শিরে,
বিশাল দুর্ব্বার রাজ্য গ'ড়ে দিল পিতা।
মৃত্যু হ'ল প্রজা মোর, আমি রাজা তার—
ইচ্ছা হবে যবে
দেহপুরে প্রবেশিতে দিব অধিকার।

(পরিচর্য্যাকারীর প্রবেশ)

পরি। বিশ্রামের হয়েছে সময়—

ভীষ্ম। আমার বিশ্রাম! না না, চলে যাও ত্বরা।

[পরিচর্য্যাকারীর প্রস্থান।

বিশ্রাম আমার!
কত এল, চ'লে গেল, বিশ্রামের দেশে;
ভীষ্মের ত হ'ল না নিষ্কৃতি!
দিন দিন বৃদ্ধি পণ, বৃদ্ধি পরমায়ু।
মনে পড়ে বুক ভেঙ্গে যায়;
দুটী ভাই চিত্রাঙ্গদ, বিচিত্র, আমার—
রক্তে মাংসে গড়া দুটী স্নেহ ভালবাসা,
কতনা করেছি যত্ন ভুলাতে তাদের!
চিত্রাঙ্গদ! চিত্রাঙ্গদ! ব'রে প'ড়ে গেলি!
মনে পড়ে কাশীরাজ স্বয়ম্বর সভা
বীর্য্যশুল্কা কন্যা ত্রয়ে আনিনু হরিয়া,
কিন্তু হায় সেকি বিড়ম্বনা!
অম্বা! অম্বা! উপেক্ষিতা ভীষণা রাক্ষসী
ভৃগুরামে করিয়া সহায়
প্রতিজ্ঞার দ্বারে আসি দিল করাঘাত।

(অন্তরালে কর্ণ ও দুর্য্যোধন)

কর্ণ। আরে যাওনা, কাজের সময় চক্ষুলজ্জা ক'র্‌লে হবে না—যাও।

দুর্য্যোধন। জিব আটকে আসছে, অত কড়া কথা ব'ল্‌তে পা'র্‌ব না।

কর্ণ। না না যাও—ধাঁ ক'রে ব'লে ফেলনা, কেটেও ফেলবে না, মেরেও ফেল্‌বে না—　　(ধাক্কা দিলেন)

ভীষ্ম। কেও?

দুর্য্যোধন। আজ্ঞে আজ্ঞে, এই আমি দু—

ভীষ্ম। মহারাজ? কি প্রয়োজন দুর্য্যোধন? একি তুমি অমন হ'য়ে যাচ্ছ কেন? বল, কি হ'য়েছে ভাই?

দুর্য্যোধন। এই আমি এসেছি—এই ব'লুতে—এই যে এই আপনি বৃদ্ধ—

ভীষ্ম। তাই নাকি! তা বেশ—এ কি তুমি অমন হ'য়ে যাচ্ছ কেন? প্রাণ খুলে বল দুর্য্যোধন! আমি তোমায় অভয় দিলুম—

দুর্য্যোধন। এই এই, আপনি তেমন আর যুদ্ধ ক'র্‌তে পা'র্‌ছেন না, তাই তাই, এই শুধু দশহাজার ক'রে সৈন্য মেরে ত আর লাভ নেই, আর, আর, আপনি আমার উপর হিংসা ক'রে আর পাণ্ডবদের উপর স্নেহ ক'রে তেমন আর যুদ্ধ ক'র্‌ছেন না—তাই, তাই—

ভীষ্ম। তাই আমায় আজ অস্ত্রত্যাগ ক'র্‌তে বল্‌ছ মহারাজ?

দুর্য্যোধন। আজ্ঞে আজ্ঞে, আপনি অন্তর্য্যামিন্—এই সখা কর্ণ বলেছেন—

ভীষ্ম। যে আমি অস্ত্রত্যাগ ক'র্‌লে কর্ণ একদিনে পাণ্ডবদের নাশ ক'র্‌বে কেমন?

দুর্য্যোধন। আজ্ঞে; এই আপনার জন্য আমি সখা কর্ণকে হারাতে—

ভীষ্ম। হারাতে বসেছ নয়? দুর্য্যোধন! পাণ্ডবদের স্নেহ করি কেন জান? তাদের বুকে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি ব'লে নয়—তারা নিরীহ ধর্ম্ম-প্রাণ ব'লে নয়—তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে ব'লে—ধর্ম্মের দুয়ারের আবর্জ্জনা দূর ক'রে দিতে বদ্ধ-পরিকর হ'য়েছে ব'লে। শুধু স্নেহ করি না দুর্য্যোধন! দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি তাদের জয় হ'ক।

দুর্য্যোধন। তাই সখা কর্ণ ব'লেছেন—ভারত-যুদ্ধের সেনাপতিত্ব—

ভীষ্ম। আমার সাজে না নয়? না দুর্য্যোধন! আমার মত উপযুক্ত ব্যক্তি আর কেহ আছে? শৌর্য্য বীর্য্যের অহঙ্কারে নয় দুর্য্যোধন! আমার কঠিন হৃদয়ের অহঙ্কারে বল্‌ছি—এ হত্যাকাণ্ডের সেনাপতিত্ব তার উপযুক্ত ব্যক্তির উপর অর্পণ ক'রেছ—আমি কে দুর্য্যোধন? আমি সেই

পিতামহ—যাকে কুরুপাণ্ডব একদিন পিতা পিতা ব'লে ডাকত—কিন্তু তবু আমি এখানে!

দুর্য্যোধন। তাই সখা কর্ণ ব'লেছেন যে অত স্নেহ নিয়ে কি—

ভীষ্ম। না দুর্য্যোধন! স্নেহ কোথা দেখ্‌লে, পাণ্ডবদের উপর স্নেহ যে আমি অনেক দিন ধুয়ে মুছে ফেলেছি। তাদের আমি আশীর্ব্বাদ ক'রেছি তাদের জয় হ'ক—এখন পরীক্ষা করছি দুর্য্যোধন। আমার আশীর্ব্বাদের কত শক্তি। তাই আজ আমি বজ্র হস্তে তরবারী ধ'রেছি—আমার মানুষ করা স্নেহের কণ্ঠ চেপে ধরেছি।

দুর্য্যোধন। সখা বলেন আপনি আমাদের হিংসা—

ভীষ্ম। হিংসা! না দুর্য্যোধন! এত স্নেহ বুঝি তোমাকে কেহ করে না। দুর্য্যোধন! মনে পড়ে সেই দ্যূত সভা—যখন তোমরা সেই একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভায় এনে অপমান করেছিলে—সে দিন সকলে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু আমি—না দুর্য্যোধন! সে বুঝি স্নেহ নয়, সে স্নেহের অত্যাচার—অবোধ মাতা যে স্নেহ দিয়ে পুত্রকে উৎসন্ন দেয় এ বুঝি সেই—না মহারাজ! আমি তোমার অন্নপুষ্ট ক্রীতদাস, ব'—আমি অস্ত্রত্যাগ ক'রব কিনা—বল—রাজ আজ্ঞা আমি মাথা পেতে নেব।

দুর্য্যোধন। আজ্ঞে হাঁ তাহ'লেই বোধ হয়—

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন! ঘোষযাত্রার দিন কর্ণ কোথায় ছিল? গোধন হরণের দিন? না মহারাজ! আমি বিদ্রোহ ক'রব না, কিন্তু দুর্য্যোধন! আমি তোমার পিতামহ—এই স্নেহের কর্ত্তৃত্বে আমি তোমাকে ব'লছি—বেশ ক'রে চিন্তা ক'রে বল—অস্ত্রত্যাগ ক'রব কি না।

দুর্য্যোধন। আজ্ঞে, আজ্ঞে, আজ্ঞে—

(নেপথ্যে হাঁ, হাঁ, এখনি ত্যাগ ক'রতে বল)

ভীষ্ম। কে? ওঃ কর্ণ! দুর্য্যোধন! যাও আমি অস্ত্রত্যাগ ক'রব না। এই দেখ পঞ্চবাণ—বাণ নয় দুর্য্যোধন! এ পঞ্চপ্রাণ—আজ আমি

মন্ত্রপূতঃ ক'রে রাখ্‌ব—কাল হবে ভীষ্মের নিধন—না হয় ধরা বক্ষ হ'তে পাণ্ডবের নাম লোপ—যাও সন্দেহ ক'রনা—এ ভীষ্মের প্রতীজ্ঞা—

দুর্য্যোধন। পিতামহ! আপনার অসীম দয়া— [প্রস্থান।

ভীষ্ম। ভার্গব বিজয়ী ভীষ্ম!

সে কি তব বিজয় গৌরব!

গুরুদেব! গুরুদেব! এত আয়োজন!

উচ্চ থেকে রসাতলে ফেলে দেবে ব'লে

কীর্ত্তি শীর্ষে তুলেছিলে তাই;

হে বিধাতঃ নত ক'রে দেবে শির ব'লে—

বিজয় মুকুট শিরে দিয়েছিলে তুলে!

হে চির বিজয়ী বীর!

অস্ত্রগুরু ক্ষত্রিয়ের কৃতান্ত করাল!

হে মহান! ভীষ্মের গরিমা!

অন্ধকার রাজ্যে মোরে দেখাইতে পথ

নেত্র আগে এত আলো ধরেছিলে গুরু!

হে চির ভাস্বর! এত অন্ধকার!

রুদ্ধশ্বাস, হস্তপদ কম্পিত আমার

শিষ্য বলে নাহি হ'ল দয়া!

কর গুরু কর শিরে পরশু আঘাত

দীপ্তিতব উঠুক ঝলসি।

হে দয়াল—সহ জয়—যাও পরাজয়,

রাখিয়া গরিমা তার,

উজলেতে চলে যাই আলোকের দেশে।

চতুর্থ দৃশ্য।

(কৃষ্ণ ও মুকুট মাথায় অর্জ্জুনের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। দুর্য্যোধনের মুকুট প'রে তোমাকে ঠিক দুর্য্যোধনের মত দেখাচ্ছে সখা!

অর্জ্জুন। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—গন্ধর্ব্ব হস্ত হ'তে উদ্ধার—সে ত বহুদিনের কথা, দুর্য্যোধন আমাকে বর দিতে এসেছিল—তুমি মনে ক'রে দিলে তাই মনে হ'ল—রাজত্ব নিয়ে যুদ্ধ বেধেছে—সেই সামান্য উপকার টুকু স্মরণ ক'রে সে আমাকে হাসতে হাসতে মুকুট ছেড়ে দিলে! আমি যে ভেবে উঠতে পারছিনা সখা!

কৃষ্ণ। সুধু তাই নয়—তুমি ত আজ পরম শত্রু—বুকের ভিতর হিংসা লুকিয়ে রেখে তুমি তার কাছে আশ্রয় চাও সে তোমাকে বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখে দেবে।

অর্জ্জুন। আমরা বোধ হয় তাকে ভাল ক'রে বোঝাতে পারিনি—তাই আজ এই মহাযুদ্ধ—

কৃষ্ণ। সেত বুঝবেনা সখা! আমরা চেষ্টা করেছিলুম তাকে বুঝাতে নয় সমস্ত বিশ্ববাসীকে বুঝাতে। সে একবার যখন না বলেছে তখন চিরকাল না বোলবে—সে ত দুর্য্যোধন নয়—মান বহ্নিরূপে সে কুরুগৃহে জন্মগ্রহণ ক'রেছে—আমাদের স্পর্শে তার সব জ্বলে যাবে—আর সে সেই ভস্মের উপর হতাশ্বাসে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু উচ্চশির সে কখনও নত ক'রবে না। তার এই টুকু মাহাত্ম্য নিয়ে আমি আজ কুরুক্ষেত্রে নেমেছি—তার এই জন্মজন্মার্জ্জিত সাধনাটুকু বুকের ভেতর থেকে নিঙড়ে বা'র ক'রে নিয়ে জগৎবাসীকে উপহার দেব। জগৎ শিখবে, মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে কেমন ক'রে হয় কিন্তু তারা বুঝবে, পাপের সহস্র লৌহ কঠিন আবরণ ধর্ম্মের ক্ষীণ কুঠারেও বিখণ্ডিত হ'য়ে যায়—তারা অনুসরণ ক'রবে

এ পণে মাদকতা আছে কিন্তু ধর্ম্ম জীবনের উপর এ পণ প্রতিষ্ঠিত না হ'লে এ পণ শুধু একটা বিকার। যাও ধনঞ্জয়! পিতামহের অনুসন্ধান কর, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কৌশলে ব্যর্থ কর। ঐ পিতামহ আসছেন, খুব সাবধান, বেশ হেঁট হ'য়ে কথা কইবে—যেন না চিন্‌তে পারেন।

(কৃষ্ণের অন্তরালে অবস্থান ও ভীষ্মের অন্যমনস্কভাবে প্রবেশ)

ভীষ্ম। না—এই পঞ্চবাণ কোথাও রেখে আজ তৃপ্তি পাচ্ছিনা—না —কোথাও রাখব না—এগুলো বেশ মুটো ক'রে ধ'রে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকি, নিদ্রা যাব না। তা হ'লে স্বপ্নে হয়ত যুধিষ্ঠিরকে দেখে কেঁদে ফেলবো—

অর্জ্জুন। দাদা মশাই—

ভীষ্ম। আবার কেন এসেছ ভাই? ওঃ সন্দেহ হচ্ছে! না ভাই নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাওগে—এই দেখ এ গুলোকে আমি বুকের মধ্যে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছি—আর পাছে সেই তাদের মুখ মনে পড়ে—না দুর্য্যোধন! যাও ভীষ্মনাম এখনও অক্ষত আছে।

অর্জ্জুন। না দাদা মশাই, তা নয়—তবে কি জানেন—এগুলো যখন মন্ত্রপূতঃ ক'রে রেখেছেন তখন আমা হ'তেও এ কাজ ত হ'তে পারে—তাই বলছি তাদের যখন আমার উপর এত আক্রোশ—আমায় যদি এ গুলো দেন, দাদামশাই! আর আপনার এসব কাজ না করাই ভাল।

ভীষ্ম। মোহবশে যদি ভুলে যাই—কেমন এইত তোমার প্রাণের কথা দুর্য্যোধন! না—না—বেশ ব'লেছ; কিন্তু তুমি কি সাহস ক'রে— না—না—যদি পার নাও মহারাজ! প্রতিশোধ নাও—এ বাণ ভীষ্ম মন্ত্রপূতঃ ক'রে রেখেছে—না—জগৎ বিশ্বাস করুক আর না করুক তুমি নাও—যাও, পাণ্ডবদের সংহার কর।

অর্জ্জুন। দাদা মশাই! কৃতার্থ হলুম—আজ আমার কি সৌভাগ্য!

দুর্য্যোধন আমাকে মুকুট দিলে আর আপনি পঞ্চ পাণ্ডবের পঞ্চ প্রাণ ভিক্ষা দিলেন। [দ্রুত প্রস্থান।

ভীষ্ম। এঁ্যা—এঁ্যা তা হ'লে অর্জ্জুন! ভীরু প্রতারক—কোথা গেল ধনুর্ব্বাণ—কোথা বাসুদেব—

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। ডাকবা মাত্রইত এসেছি দাদামশায়!

ভীষ্ম। একি বাসুদেব! জনার্দ্দন! ভক্তের জন্য এত ব্যথা, এত আকিঞ্চন! কিন্তু চেয়ে দেখ কেশব, আজ ভীষ্মের চোখ ফেটে জল বেরুতে চাইছে—ভক্তাধীন! আজ এক ভক্তের জন্য আর এক ভক্তের প্রতিজ্ঞা বিফল ক'রলে—যে গৌরবটুকু সে জীবনের সম্বল ক'রেছিল, সেটুকু থেকেও আজ তাকে বঞ্চিত ক'রলে। যাও নিষ্ঠুর, যাও প্রতারক! আজ তুমি যেমন আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রলে আমিও তেমনি বলছি যে ঐ শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাব—তোমাকে এই যুদ্ধে অস্ত্র ধরাব, কাল জগতকে দেখাব—ভক্ত বড়, না ভগবান্—

কৃষ্ণ। (স্বগত) তাই হ'ক তোমার বাসনাই পূর্ণ হ'ক—[প্রস্থান।

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

ভীষ্ম। কেরে কেরে যেন কবে দেখেছি কোথায়—
স্বপ্নে দেখে উঠেছিনু কেঁদে—
যেন কোন অতীতের নিভৃত গহ্বরে
অশ্রুপূর্ণ ত্যজি দেহভার
স্ফুরিত বিদ্যুৎ তেজে উঠেছে ঝলসি।
কেরে, কেরে, মরণ ইঙ্গিত যেন!
যেন কোন মহাশক্তি প্রতিহিংসাতাপে
গ'লে গিয়ে হ'য়েছে বিকৃতি!

শিখণ্ডী। ভার্গব-বিজয়ী বীর! একি এ বিস্মৃতি!
ভুলে গেলে—চেননা আমায়?
কিন্তু মোরে গুরু তব চিনিত ভার্গব,
চিনিত শঙ্কর মোরে,
জননী জাহ্নবী তব চিনিত বিশেষ,
তটে বসি যার
অকাতরে দিছু ঢেলে দেহের শোণিত।

ভীষ্ম। না—না—উন্মাদ বালক!
দ্রুপদ নন্দন তুমি—শিখণ্ডী আমার
পাণ্ডবের যাজ্ঞসেনী প্রিয় ভগ্নী তব।
এস এস আনন্দ আমার,
এস তৃপ্তি, এস প্রীতি, বড় ব্যথা বুকে;
বড় ক্লান্ত এস সুপ্তি, এস তাই ছুটে
এস এস দাও আলিঙ্গন।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণ-ক্ষেত্র।

(দুঃশাসন ও শকুনি)

শকুনি। আরে দুঃশাসন! তোর বুড়ো দাদা মশাইটে আজ ক'রেছে কিরে!

দুঃশাসন। উজাড় ক'রে দিয়েছে মামা! উজাড় ক'রে দিয়েছে—কিন্তু তুমি এমন ভেউড়ে যাচ্ছ কেন মামা?

শকুনি। এ হে হে—সব দেখবে কক্ষেলে—

দুঃশাসন। আমাদের জয় হয়েছে—কিন্তু এ কি, তুমি এমন হ'য়ে যাচ্ছ কেন?

শকুনি। সব শেষ ক'রে দিয়েছে—এ হে হে আমি যে—এ হে-হে—

দুঃশাসন। তুমি কি মামা! না—না—তুমিত আমাদের মামা!

শকুনি। এঁ্যা এঁ্যা—আমি—আমি তোদের—মা—মা—আমি তোদের মামা—

দুঃশাসন। মামা! মামা! আনন্দ কর, আনন্দ কর—

শকুনি। ঐ রে হোৎকা ভীমটে—আটকা, আটকা—

দুঃশাসন। ভয় কি আমরা থাকতে—তুমি আমাদের মামা—

[প্রস্থান।

শকুনি। আমি—আমি বাপের হাড়ে পাশা গ'ড়ে খেলেছি, মানুষে পারে? পারে না পারে না, শুধু আমি পেরেছি, বিষ খেয়ে বিষ হয়েছি, পুড়ে গিয়ে আগুন হয়েছি—আমি, আমি তোদের ব্যাধি, তোদের সর্ব্বনাশ—এখন ভীমটা ম'লে হয়, ভীমটা ম'লে হয়— [প্রস্থান।

(কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। পিতামহ আজ সংহার মূর্ত্তিতে কুরুক্ষেত্রে নেমেছেন—সাবধান সখা!

অর্জ্জুন। আমিও আজ মৃত্যুকে শাসন ক'র্‌তে কুরুক্ষেত্রে নেমেছি—রথ চালাও বন্ধু।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। পেয়েছি, পেয়েছি,

রক্তের সাগর পাড়ি দিয়েছি সাঁতারে,

অস্থি মাংসে গড়েছি পাহাড়,

ভাগ্যগুণে একক্ষণে পেয়েছি দুজনে

এক রথে নর-নারায়ণ—

এক রথে সৃষ্টি আর সৃষ্টির সহায়,
তীর্থক্ষেত্রে ভক্ত ভগবান্,
এক রথে পুণ্য সিদ্ধি সাধনার গান।
বাসুদেব! বাসুদেব! পাণ্ডব বেদনা!
লহ মোর ভক্তি উপহার—
ধনঞ্জয়! সাবধানে করহ সংগ্রাম। (বাণ নিক্ষেপ)

অর্জ্জুন। পিতামহ! প্রণিপাত চরণে তোমার
আশীর্ব্বাদ কর অভাজনে।

(বাণ নিক্ষেপ)

ভীষ্ম। সাধু, সাধু, ধনঞ্জয়!
লহ পার্থ আশীষ আমার,
বাসুদেব! লহ পুনঃ উপহার মোর। (বাণ নিক্ষেপ)

অর্জ্জুন। প্রণিপাত চরণে হে বীর!

ভীষ্ম। ব্যর্থ পার্থ—সাবধানে ধরহ গাণ্ডীব।
জনার্দ্দন! লহ উপহার।

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয়!

ভীষ্ম। হৃষীকেশ! লহ পূজা ভক্তের তোমার,
ধনঞ্জয়! ডাক উচ্চে ত্রিদিব ঈশ্বরে,
ডাক কোথা পশুপতি ভব—
শক্তি থাকে রক্ষা কর সখারে তোমার।

কৃষ্ণ। জলে গেল, জলে গেল দেহ
জলে বহ্নি প্রতি লোমকূপে
ধনঞ্জয়! মৃদু যুদ্ধ কর কি কারণ?
ভীষ্মে ত্বরা করহ নিধন।

ভীষ্ম বড় জ্বালা! হে জ্বালার অমোঘ ঔষধি
কর পান জ্বালার তুফান। (বাণ নিক্ষেপ)

কৃষ্ণ ধনঞ্জয়! কোথা গেল প্রতিজ্ঞা তোমার,
কোথা তব গাণ্ডীব-গর্জ্জন?
দৃঢ় হও, তুচ্ছ কর হৃদয় বিকার
জলে গেল ব্যর্থ কর ভীষ্মের প্রহার।

ভীষ্ম। হত্যাকারী, প্রতারক, কপট পাষাণ!
এইটুকু জ্বালা আজ অসহ্য তোমার!
তবে কেন ঘাতকের সাজ।
কুরুক্ষেত্র-যূপ-কাষ্ঠে দিতে বলিদান
লক্ষ লক্ষ জীবে আজ ক'রেছ আহ্বান?
তবে কেন? এত ব্যথা যদি
যন্ত্রণার যন্ত্রে আজ চড়ায়েছ জীবে?
পাষাণের বুকে যদি এতই চেতনা
জল তবে মগ্ন হও জীবের ব্যথায়। (বাণ নিক্ষেপ)
জর্জ্জরিত দেহ মোর অসহ্য প্রহার
ধনঞ্জয়! ভীরু, কাপুরুষ,
সরে যাও, কাজ নাই সাহায্যে তোমার।
সুপ্ত শক্তি জেগে উঠ আজ
প্রলয়ের আবর্ত্তনে ঘোরো সুদর্শন
ভীষ্মে ত্বরা করহ নিধন। (ভীষ্মের প্রতি চক্রহস্তে ধাবন)

ভীষ্ম। এস এস গদাধর!
জীবনের নাহি সাধ পূর্ণ মনস্কাম।
এস এস জগন্নাথ
চক্রাঘাতে ছিন্ন কর শির।

ইহলোক পরলোক ধন্য হ'ক মোর ;
ত্রৈলোক্যেতে উঠুক সম্মান।
আমি দাস কর প্রভু ! পাতকী উদ্ধার ;
মাথা দিই নত ক'রে হরি !
আনন্দেতে কর শিরে চরণ প্রহার।
বসুন্ধরা ! দেখ উপহার,
বুকে তোর দুলায়েছি মহিমার হার। (জানুপাতিয়া উপবেশন)

অর্জ্জুন। ক্ষান্ত হও মহাবাহু ! পারে যদি সখা
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে নিরস্ত্র হে তুমি—
শস্ত্র সত্য শপথ আমার
সাক্ষী রহ ভীষ্মে আজ করিব নিধন।

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শিখণ্ডী। বৃথা গর্ব্ব, সাধ্য কি হে বীর !
ভীষ্মের নিধন হেতু জন্ম শিখণ্ডীর।

ভীষ্ম। কেরে কেরে !
অতীতের সেই উষ্ণ অশ্রু প্রস্রবণ,
সেই দূর বিস্মৃতির ক্ষিপ্তাকুন্তলা নারী,
হিংসা তাপে বাষ্পাকারে উঠি
নব জন্মে ক্লীব দেহ ক'রেছে ধারণ !
কুসুম কোমল বৃত্তি করিয়া সংহার
প্রতিশোধে মরুভূমি বাধা—
নিশ্বাসেতে ঝরে বিষ অগ্নি চক্ষু কোণে,
মৃত্যু ইচ্ছা আজি অবা ভীষ্মের পরাণে।

শিখণ্ডী। ধন্য ভীষ্ম। চিনেছ আমার
অবা আমি—মৃত্যুবাণ আমি হে তোমার।

ভীষ্ম। বাসুদেব! এত প্রতারণা।
কীটে নষ্ট হেতু কর ক্লীবের ভজনা!
তবে কেন আর
এত যত্ন যদি হরি তারিতে অধমে,
এত যদি দয়া হে তোমার
দেহ তবে পদছায়া অঙ্গ ঢেলে দিই
লহ সব দাও সুপ্তি—আঁখি মুদে রই।
ফিরাও, ফিরাও রথ ঘুরাও আমায়
বিশ্ব হ'তে লবে ভীষ্ম আনন্দ বিদায়। [প্রস্থান।

কৃষ্ণ। শিখণ্ডী! শিখণ্ডী!
বিদ্ধ কর তীক্ষ্ণ শরে ভীষ্মের শরীর,
বিস্মিত হওনা সখা!
সাবধানে রক্ষা কর শিখণ্ডীরে বীর! [সকলের প্রস্থান।

(শরবিদ্ধ ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। অবিচ্ছিন্ন বজ্রসমস্পর্শ শরধারা
একি সব শিখণ্ডীর বাণ!
জাতক্রোধ লেলিহান আশীবিষ প্রায়
মর্ম্মস্থলে করিছে দংশন—
একি সব শিখণ্ডীর বাণ!
না, না, মিথ্যা অসম্ভব।
কেশবের মন্ত্রপূতঃ ধনঞ্জয়-শর
অপার সাধনা তীব্র তীক্ষ্ণ শরের।
শান্তি, শান্তি, নহে ত দহন
মুক্তি, মুক্তি—মৃত্যু কথা ভ্রম। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শরশয্যায়—ভীষ্ম।

(অন্তরীক্ষে দৈববাণী)

'দক্ষিণ অয়নে প্রাণ পরিহরি বীর!
বিশ্ব ত্যজি দেবব্রত কোথা যেতে চাও।'

ভীষ্ম। এত যদি বেদনা গম্ভীর,
হও স্থির ব্যোমচারী রহিনু জীবিত।
জাগো সংজ্ঞা
উত্তর অয়ন ধীরে করহ প্রতীক্ষা।
আছি আমি হও স্থির রহিনু জীবিত।

(ঋষিগণ ও পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। পুনঃ বল আছ তুমি—

ভীষ্ম। আছি আমি রহিব জীবিত
কে ডাক আমায়?

পরশু। হংসরূপে মানস নিবাসী ঋষি মোরা,
দেবব্রত! দেবব্রত! প্রিয় শিষ্য মোর!

ভীষ্ম। গুরুদেব!

পরশু। গুরু আমি!
গুরুত্ব বাড়িয়া গেছে শিষ্যত্বে তোমার।
ভার্গব-বিজয়ী বীর!
গুরুগর্ব্ব ফিরে দাও শিষ্য কর মোরে।
হিতব্রত দেবব্রত বীর!
শিষ্য আমি, দ্বারে আমি অতিথি তোমার।
শিখাও আমায়
বিশ্বের মঙ্গল তরে পুণ্য দেহপাত।

ভীষ্ম। পদধূলি দাও গুরু কর আশীর্ব্বাদ
লহ জয় দাও পরাজয়।

পরশু। পুনঃ মর্ম আছ তুমি।

ভীষ্ম। শিরোধার্য্য গুরু!
পিতৃদান স্বেচ্ছা মৃত্যু হউক সফল।
প্রাণ বায়ু রুদ্ধ হ'ক হৃদয় মন্দিরে।
যাও মৃত্যু ফিরে যাও ঘরে
উত্তর অয়ন ভীষ্ম করিবে প্রতীক্ষা।

পরশু। এস তবে এস বীর!
বিশ্ব সাথে জেগে র'ক সাধনা তোমার।
এস তবে হে মহান্!
গরীয়ান্ পৃথিবীর ঊষর প্রান্তর
রক্ত ঢালি ক'রেছ উর্ব্বর।
তুমি যাবে, প'ড়ে র'বে ভারতের বুকে
হাতে গড়া শত তীর্থ তব,
এস ত্যাগী, এস যোগী, এস হে সন্ন্যাসী!
চন্দ্র-সূর্য্য-সম ভীষ্ম নাম
ত্যাগ রাজ্যে বিলা'ক মহিমা। [প্রস্থান।

(দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন প্রভৃতির প্রবেশ)

ভীষ্ম। এস, এস মহাভাগগণ! এস এস ভাই সব—আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে—শত্রু মিত্র আজ একজায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে—কিন্তু আজ ভীষ্মের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের যদি শেষ হ'ত! আমার মাথা যে বড় ঝুলে পড়েছে ভাই। উপাধান দাও, উপাধান দাও,—একি দুর্য্যোধন! না, না—ধনঞ্জয়! মহাবাহু! আমি ক্ষত্রিয়,—আমার উপযুক্ত উপাধান দাও ত ভাই।

অর্জ্জুন। এই দিচ্ছি দাদামহাশয়—(বাণ নিক্ষেপ)

ভীষ্ম। চমৎকার অর্জ্জুন চমৎকার! কিন্তু তোমার শরগুলো কি ভয়ঙ্কর! সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে যে ভাই!

দুর্য্যোধন। এই জলপান করুন, দাদামশাই!

ভীষ্ম। না, না, আমি ত আর এ রাজ্যের নই—মনুষ্য লোক হ'তে নিক্রান্ত হয়েছি—কিন্তু না—বড় তৃষ্ণা—অর্জ্জুন! তুমিই সমর্থ, আমায় পানীয় দাও—

অর্জ্জুন। এই দিই দাদা মশাই—

(বাণনিক্ষেপ ও ভোগবতী হইতে জল উত্থান)

ভীষ্ম। আঃ—দুর্য্যোধন! আর হিংসা ক'রনা, সন্ধি কর—মনে কর ভীষ্মই এ যুদ্ধ বাধিয়েছিল—ভীষ্মই শেষ ক'রে চলে গেছে। তোমরা এখন এস ভাই! [সকলের প্রস্থান।

(কর্ণের প্রবেশ ও পদসেবা)

আঃ—কে!

কর্ণ। দাদামশাই! আমি কর্ণ—আপনি যাকে একবারে দেখতে পারতেন না।

ভীষ্ম। আহা! কেঁদে বুঝি বুকের আগুন নিবিয়ে দিয়েছিস্? তাই আজ হস্ত এত শীতল। কর্ণ! রাগ করিসনে ভাই! তোকে আমি বড় ভালবাসি—তুই অর্জ্জুন ও বাসুদেবের সমান—শুধু তাই নয়, তুই কুন্তিপুত্র—তাই বলছি—দুর্য্যোধনকে বুঝাস—একান্ত যদি না পারিস—পাণ্ডবগণের সাহায্য ক'রে ধর্ম্মের পুষ্টি কর।

কর্ণ। যা বলছেন দাদামশাই! সমস্তই ঠিক—তথাপি আমি যে কিছু ক'রতে পা'রছি না—দৃঢ়ব্রত বাসুদেব যেমন পাণ্ডবদের—আমিও তেমনি দুর্য্যোধনের। অনুরোধ ক'রবেন না দাদামশাই—আমি তা পা'রব না।

ভীষ্ম। তবে স্বর্গকাম হয়ে যুদ্ধ কর ভাই—নিরহঙ্কার হ'য়ে ধর্ম্মযুদ্ধ কর ভাই।

কর্ণ। তাই করব দাদা মশাই—তবে আসি [প্রস্থান।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

ভীষ্ম। বাসুদেব! বাসুদেব!

কৃষ্ণ। কেন ডাকছ দাদামশাই? পা টিপব?

ভীষ্ম। আহাহা! এত গদগদ! এত চমৎকার! যেন আপনার মহিমায় আপনি গ'লে পড়ছ, যেন আপনার গরিমায় আপনি নত হয়ে যাচ্ছ, আপনার ব্যাপ্তিতে সারা জগৎ ব্যাপ্ত ক'রে দাঁড়িয়ে আছ।

কৃষ্ণ। না, দাদামশাই! তোমার বড় কষ্ট হ'চ্ছে।

ভীষ্ম। সত্য কষ্ট হ'চ্ছে, শরশয্যায় শুয়ে নয়, তোমার কষ্ট দেখে আমার বড় কষ্ট হ'চ্ছে। বাসুদেব! বাসুদেব! তোমার কষ্ট দূর হ'ক, তোমার বাসনা পূর্ণ হ'ক, তোমার কার্য্য শেষ হ'ক।
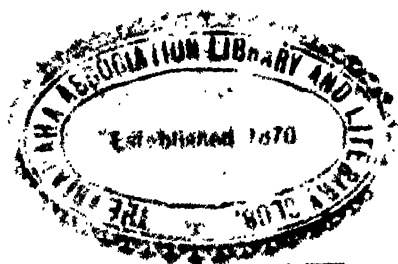
তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

দ্রোণ।

দ্রোণ। মৃত্যুঞ্জয়ী ভীষ্ম গেল,
ক্ষুদ্র দ্রোণ মহাযুদ্ধে সেনাপতি আজ।
হত্যা, হত্যা, দ্রোণ অগ্রভেরী,
শিরে দ্রোণ বাঁধিয়াছে হত্যার উষ্ণীষ,
কণ্ঠে সুধু হত্যা হত্যা রব।
ভৃত্য আমি, প্রজা আমি, রাজাজ্ঞা পালিতে
অধর্ম্মেরে দিয়েছি আশ্রয়,
সযতনে বুকে ক'রে আজ
দাঁড়ায়েছি দেখাতে জগতে,
কোটী ভীষ্ম, কোটী দ্রোণ, পুত্তলিকা প্রায়
মাথা নত ক'রে দেয় ধর্ম্মের দুয়ারে।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। প্রাণের ভয়ে এতদূর পালিয়েএসেছেন আচার্য্য! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

দ্রোণ। দুর্য্যোধন!

দুর্য্যো। সংশপ্তক যুদ্ধে অর্জ্জুনকে নিযুক্ত রাখলুম, যুধিষ্ঠিরকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলেন! সেই জন্যই কি মহাবীর ভীষ্মের পর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রথীজ্ঞানে আপনাকে আমি সেনাপতি পদে বরণ করেছিলুম, সামান্য অভিমন্যুকে আজ আপনি নিবারণ ক'রতে পারলেন না! আর কি ব'লতে চান?

দ্রোণ। বল্‌তে চাই অভিমন্যু সামান্য নয়, কখনও কি সেই ষোড়শ-বর্ষীয় শিশুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেছ? যদি তা ক'র্‌তে তাহ'লে দেখ্‌তে সেই শিশুর মুখে যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য—চরিত্রে কেশবের মাধুরী—কার্য্যে ভীমসেনের প্রতাপ—সেই শিশুর দেহে অর্জ্জুনের বিক্রম—চক্ষে নকুলের বিনয়, সহদেবের গাম্ভীর্য্য।

দুর্য্যো। ছিঃ ছিঃ এ সব কথা ব'ল্‌তে আপনার লজ্জা হচ্ছে না?

দ্রোণ। লজ্জা! উল্লাসে আমার বুকের রক্ত নৃত্য ক'র্‌ছে—শিরা উপশিরা আজ গর্ব্বে ফুলে উঠেছে—পৃথিবীতে এমন শিষ্য আমার আছে যার পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে তার পিতৃগুরু দাঁড়াতে অক্ষম. ঐ দেখ দুর্য্যোধন! তোমার সামান্য অভিমন্যু—তোমার মহামহারথীদের বাত্যাহত তুলারাশির মত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ক'রে দিচ্ছে। ঐ দেখ দুর্য্যোধন! অশ্বত্থামা রথের উপর পড়ে মূর্চ্ছা গেল—কৃপ কর্ণ কৃতবর্ম্মা সকলে অশ্বত্থামাকে রক্ষা ক'র্‌তে অভিমন্যুকে আক্রমণ ক'র্‌লে—ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দুর্য্যোধন! তোমার সখা, অঙ্গরাজ মহাবীর কর্ণ, যার বীরত্বে তুমি স্পর্দ্ধা ক'রে কৃষ্ণার্জ্জুনকে তুচ্ছ ক'রেছ, সেই মহাবীর সামান্য অভিমন্যুর বিক্রম সহ্য ক'র্‌তে না পেরে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে আসছে—লজ্জা, লজ্জা, মাথা নত কর, মাথা নত কর দুর্য্যোধন!

(হতাশ্বাসে কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। আচার্য্য! আচার্য্য! সমর পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের অনুচিত

তাই আমি এখনও যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিনি, সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল আচার্য্য! অভিমন্যুর বধোপায় ব'লে দিন।

দ্রোণ। ব'লব, ব'লব, যখন মুষ্টি অন্নের তরে দেহের স্বাধীনতা বিক্রয় ক'রেছি তখন ব'লব বই কি—তা হ'লেও চক্ষু মেলে আজ দেখ কর্ণ, এমন দিন আর পাবে না; এমন শোভা কুরুক্ষেত্রে বুঝি আর হবে না।

কর্ণ। ব'লে দিন আচার্য্য! অভিমন্যুর বধোপায় ব'লে দিন্।

দ্রোণ। দেব, দেব, একটু অবসর দাও—একবার সাধ মিটিয়ে দেখে নিই, ভয় নাই কর্ণ! আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়াও। একবার দেখ, চিন্তা কর, শিক্ষা করে নাও। সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ, দুর্য্যোধন! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ অভিমন্যুর সম্মুখীন হয়েছে—দেখছ কি? বুঝি আজ পুত্র হারালে! কর্ণ! কর্ণ! ছুটে এস, রাজপুত্রকে রক্ষা কর।

দুর্য্যো ও কর্ণ। ভয় নাই, ভয় নাই লক্ষ্মণ! [সকলের প্রস্থান।

(শকুনির প্রবেশ)।

শকুনি। চমৎকার প্রতিশোধ হচ্ছে। দুর্য্যোধন আজ লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ ক'রে আর্ত্তনাদ ক'রছে—হাঃ হাঃ হাঃ—কিন্তু আজকার হত্যাকাণ্ড দেখে ভয়ে দুর্য্যোধন যদি সন্ধির প্রস্তাব করে—যদি ধর্ম্মরাজ—না—না—তা হতে দেব না—আজ একটা নূতন কীর্ত্তি কর্'ব—আজ পাণ্ডবের বক্ষে এমন একটা ক্ষত এঁকে দেব—বিশ্বে যার প্রলেপ পাওয়া যাবে না। এমন জ্বালা জ্বেলে দেব—কেঁদে চক্ষু গলিয়ে দিলে, হস্তিনার সিংহাসন হাতে তুলে দিলেও দুর্য্যোধন যার ক্ষমা পাবে না। অভিমন্যু! ক্ষমা করিস ভাই—তোর বাঁচা হ'বে না, অধর্ম্ম যুদ্ধে তোকে হত্যা করাব—পৃথিবীর সমস্ত আগুন একত্র ক'রে অর্জ্জুনের বুকে জ্বেলে দেব।

(সকলের প্রবেশ)

দুর্য্যো। মামা! মামা! অভিমন্যুর হাতে পুত্র গেছে—সব গেল, সব যায়।

শকুনি। লক্ষণ নাই, লক্ষণ নাই ; চল সকলে মিলে যেমন ক'রে হ'ক অভিমন্যুকে হত্যা করি।

দুর্য্যো। ঠিক বলেছ, চল শীঘ্র চল।

কর্ণ। অধর্ম্ম হ'বে।

দুঃশাসন। ধর্ম্মাধর্ম্মের ধার ধারি না—কিন্তু আচার্য্য সম্মত হবেন না।

শকুনি। সম্মত হবে না! একটা ক্ষুদ্র শিশু হত্যার এতটুকু অপরাধ একজনের উপর চাপিয়ে না দিয়ে কজনে ভাগ ক'রে নিতে চাইছি—ভাগে যা পড়বে তাতো কিছুই নয়—এতে সম্মত হ'বে না!

(দ্রোণের প্রবেশ)

দ্রোণ। ঠিক ব'লছ—কেন সম্মত হ'বে না—যে যুদ্ধ বাধিয়েছ এই ত তার উপযুক্ত সেনাপতিত্ব—সম্মত না হ'লে যে অধর্ম্ম হ'বে! কিন্তু মহারাজ! অভিমন্যুর বিক্রম সহ্য ক'রতে পারলুম না—আনন্দে আমার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। দুঃখ তোমার পুত্রকে আজ———

দুর্য্যো। যাক্ পুত্র—রাজ্য চাই, আমার পুত্র হন্তার ছিন্ন মুণ্ড চাই, দুঃখ করবেন না, আচার্য্য! ছলে বলে কৌশলে অভিমন্যুকে হত্যা করুন।

দ্রোণ। তা না ক'রলে হয়—ধর্ম্মদ্বেষী, মিত্রদ্রোহী, গর্ব্বান্ধ মহারাজ! দেহের সমস্ত রক্ত লালসায় ফেটে প'ড়ছে কিন্তু সামর্থ্য কোথা কাপুরুষ! একটা বিশাল সাম্রাজ্যের বিচার কর্ত্তা হ'য়ে, একটা বিরাট ধর্ম্মাভিযানের নেতা হ'য়ে, অধর্ম্ম-অত্যাচারে—না—না—মহারাজ! অপরাধ হ'য়েছে—যেদিন অশ্বত্থামা দুগ্ধ ভ্রমে পিষ্টোদক পান ক'রে নৃত্য করেছিলো—যেদিন আমি সপরিবারে দ্রুপদ রাজ দ্বারে অপমানিত হয়েছিলুম, সেইদিন গুলোর কথা মনে প'ড়েছে। মহারাজ! তুমি আমার অন্ন দিয়ে পুষ্ট ক'রেছ—কর মহারাজ! আয়োজন কর, কাল প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—দুর্ভেদ্য ব্যূহ গ'ড়ে বীর প্রবর এক মহারথকে নিপাতিত ক'রব। বুঝি অধর্ম্ম—না এস মহারাজ। ক্রীতদাস আমি—রাজার আজ্ঞা পালনই আমার ধর্ম্ম। [প্রস্থান।

দুঃশাসন। চল, চল, মত্ত বিগড়ে যেতে কতক্ষণ। [সকলের প্রস্থান।

শকুনি। হাঃ হাঃ—শকুনি যে ডালে বসে সেই ডাল ভাঙ্গে—জলেছে, জলেছে—নিশ্বাস! ঝটিকার বেগে শকুনির দেহ হ'তে নির্গত হও—জ্বালাও জ্বালাও, ফুৎকার দাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্র।

জয়দ্রথ। শঙ্করের বরে আমি আজ গিরিদুর্গের মত ব্যূহদ্বার রুদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব আমার কাছে আজ পরাজিত হ'য়ে ব্যূহ প্রবেশ আশা পরিত্যাগ ক'রেছে—দ্বাদশ ক্রোশ ব্যাপী ব্যূহের মধ্যে একা অভিমন্যু যুদ্ধ ক'র্‌ছে—ধন্য বালক—ছয়বার সপ্তরথী মিলে আক্রমণ ক'র্‌লুম—লজ্জা, লজ্জা, কেউ সহ্য ক'র্‌তে পা'র্‌লুম না। প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এলুম—ঐ আবার—কর—আক্রমণ কর—এবার জয়দ্রথ পশ্চাৎ ফিরবে না। [প্রস্থান।

(পেছু হটিতে হটিতে কর্ণ, অশ্বত্থামা ও দ্রোণের প্রবেশ)

কর্ণ। অসহ্য আচার্য্য! অসমর্থ আমি—

অশ্বত্থামা। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে, আমিও আর দাঁড়াতে পা'র্‌ছি না।

দ্রোণ। আর আমি—না—না, সাবধান—আর একটু অপেক্ষা কর, শেষ ক'রে এনেছি, অবাধ্য যদি হও—দ্রোণ পুত্র বধ ক'র্‌তেও কুণ্ঠিত হ'বে না।

(চক্রহস্তে অভিমন্যুর প্রবেশ—পশ্চাতে চারিজন রথী)।

অভিমন্যু। অত্যাচার—অত্যাচার

সাক্ষী ধর্ম্ম, সাক্ষী তুমি ত্রিদিবে ঈশ্বর।

বড় দুঃখ বুক ফেটে যায়—

কুরু অন্নে পরিপুষ্ট অন্নদাসগণ!
দু'টি মুষ্টি কদন্নের তরে
মনুষ্যত্বে দেহ জলাঞ্জলি!
বিরথ করেছ মোরে শূন্য তূণ মম।
সপ্তরথী, সপ্তবীর, কৌরব গৌরব
ক্ষত্রধর্ম্মে সপ্ত অভিশাপ—
হত্যা চাও? মৃত্যু সেত গরিমা আমার;
কিন্তু হায়! পৃথিবীর পরমায়ু সাথে
এ কলঙ্কের হইবে প্রসার!
ঘোর চক্র শত শত ক'রেছ সংহার
কলঙ্কের গুরুভার দাও নামাইয়া। (চক্র নিক্ষেপ)

(সকলে মিলিয়া চক্রছিন্ন করিলেন)

কর্ণ। এইবার—এইবার—

দ্রোণ। অশ্বত্থামা! ভীরু, কাপুরুষ,
কৃতবর্ম্মা! সাবধান, করহ প্রহার।

অভিমন্যু। হোঃ হোঃ ব্যর্থ হ'ল!
হাঃ বিধাতঃ! এত সাধ গড়িতে নরক!
পিতঃ পিতঃ! জ্যেষ্ঠতাতঃ!
কুরুক্ষেত্র-অধিপতি জনার্দ্দন হরি!
ভাগিনারে দিতে বলিদান
অধর্ম্মের যূপ কাষ্ঠ করেছ নির্ম্মাণ।
জ্বল চক্ষু—অগ্নিকণা কর বিস্ফুরণ,
উঠ শ্বাসে প্রলয় ঝটিকা,
রাহুগ্রস্ত ক্ষত্রধর্ম্মে করহ উদ্ধার,
মুষ্টাঘাতে কর চুরমার। (মুষ্টাঘাতে উদ্যোগ)

(একজন রথীর গদা ফেলিয়া প্রস্থান ও অভিমন্যুর সেই গদা গ্রহণ)

এইবার—এইবার—(গদাঘাতে উদ্যোগ)

দ্রোণ। গেল, গেল, রক্ষা কর আছে শক্তি কার।

দুঃশাসনতনয়। অভিমন্যু! সহ্য কর গদার প্রহার—

(পরস্পর গদাঘাত ও পতন)

অভি। হোঃ হোঃ হে বিধাতঃ—তুমিও হে বাম!
বড় দুঃখ রয়ে গেল যাবার সময়
হে আচার্য্য! পিতৃগুরু!
যুদ্ধনীতি শিক্ষাগুরু, ব্রাহ্মণ তিলক!
কুরুক্ষেত্রে উদ্যোগী পূজারী!
রক্ত সাথে ঢেলে দিলে একি পূজা আজ!
কোন্ পাপে বলহে ব্রাহ্মণ!
এত নিম্নে নেমে গেলে নিজেরে ভুলিয়া!
বড় ব্যথা বুকে বাজে আজ
তব নাম কৃমী কীটে করিবে লেহন!
জনার্দ্দন ;— (মৃত্যু)

[দ্রোণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

(হেঁট মুণ্ডে নিশ্চল ভাবে দ্রোণের অবস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

সুভদ্রা ও কৃষ্ণ।

সুভদ্রা। গোবিন্দ মাতুল যার পিতা ধনঞ্জয়
মৃত্যু তার, তার পরাজয়!

কৃষ্ণ। কেঁদনা ভগিনী!
মুছে ফেল অশ্রুজল উচ্চ কর শির,
পুত্র তব অমরত্ব পেয়েছে সন্মান।
ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে
বীর মাতা, বীরজায়া, বীরের অন্তরে
অভিমন্যু নাম আজ মন্ত্র সাধনায়।
বাতাসের প্রত্যেক নিশ্বাসে
আকাশের প্রতিরন্ধ্রে কবির ঝঙ্কারে
স্বপ্নময় জীবন প্রভাতে—
অভিমন্যু নাম আজ মৃত-সঞ্জীবনী।
অভিমন্যু নামে আজ রক্ত ফুটে উঠে,
তন্দ্রা ছুটে, স্বপ্ন কেটে যায়,
আতঙ্কেতে থেমে যায় জলদ হুঙ্কার।
কে ব'লেছে ম'রেছে কুমার!
বীরমাতা; বীর জায়া, কেঁদেনা ভগিনী!
পুণ্যকীর্ত্তি—বিধাতার দান,
পুত্র তব অমরত্ব পেয়েছে সন্মান।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন কই নারী! চ'খে কোথা জল?
অভিমন্যু নাই বুঝি শুননি এখনও?
নাই, নাই, অভিমন্যু নাই
চিরতরে চলে গেছে আজ।
সুভদ্রা। অভিমন্যু, অভিমন্যু!
জননীরে ফেলে রেখে গেলি!

কৃষ্ণ। গেল বাঁধ ভেঙ্গে

ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয়! আদর্শ পুরুষ—!

অর্জ্জুন। বাসুদেব! অভিমন্যু কৈ?

শক্তি মোর কেন নিলে কেড়ে?

আশুতোষ! কোন অপরাধে

জয়দ্রথে দিলে বর পার্থ সর্ব্বনাশে?

অভিমন্যু! অভিমন্যু!

এস নারী গলা ধ'রে কাঁদি দুজনায়

আমাদের আর কেহ নাই।

এস নারী তীব্র কণ্ঠে করিয়া চীৎকার

বিধাতার সৃষ্টি দ্বারে তুলি হাহাকার।

কৃষ্ণ। ভীষ্ম দ্রোণ বধোপায় তুচ্ছ তুলনায়—

শঙ্কটে প'ড়েছি আজ

বিশ্বে যদি থাক কেহ উদ্ধার আমায়।

(উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। আছি আমি

ধর্ম্ম গেছে শুনাতে সকলে—

আছি আমি—কাঁদিব না নিষেধ তাঁহার।

কাঁদ পিতা! কাঁদিবার কোথা অধিকার?

বিধাতার বাণী বিশ্বে করিতে প্রচার

মোহরূপে রথোপরি প'ড়েছিলে ঢ'লে;

জাগো পিতা! গেছে সেই দিন—

আজ তুমি কর্ম্মযোগী তপস্বী প্রধান,

ধর্ম্ম হস্তে বজ্র প্রহরণ।

পুত্র বলে ক'রনা বিলাপ;

কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মক্ষেত্রে ক্ষত্র একজন
অধর্ম্মের অত্যাচারে ত্যজেছে পরাণ।
জাগো পিতা! অস্ত্রাঘাতে জিজ্ঞাস তাদের
সপ্তরথী মিলি কেন নিরস্ত্রে বধিল?
পাঞ্চজন্য শঙ্খ কেন নীরব কেশব!
বাজাও বাজাও শঙ্খ ভেঙ্গে দাও সব
ধর্ম্ম হানি হয়েছে জগতে— [প্রস্থান।

অর্জ্জুন। একি মূর্ত্তি দেখালে কেশব!
সঙ্গোপনে একি মূর্ত্তি গড়েছ পাষাণ!
সুবর্ণ প্রতিমা দগ্ধ করি শোকাগুণে
শুভ্র জ্যোতি মিশায়ে তাহায়
বিশ্ব অঙ্গে দিলে হরি একি আভরণ!
জ্বল তবে জ্বল চক্ষু
বিভাবসু জ্বলে উঠ গাণ্ডীব টঙ্কারে;
প্রতিজ্ঞা আমার
কল্য আমি জয়দ্রথে করিব বিনাশ।
শূল হস্তে রক্ষা যদি করেন শঙ্কর;
বজ্র হস্তে যদি পুরন্দর,
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে যদি কোন জন
সিন্ধুরাজে প্রদানে আশ্রয়,
বিনাশিয়া সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর
উপাড়িয়া নক্ষোজ্জ্বল
বিদারিয়া ধরিত্রীর হিয়া
বিনাশিব জয়দ্রথে প্রতিজ্ঞা আমার।
অস্তে যদি যান দিবাকর

পুত্র হন্তা জয়দ্রথে দেখিয়া জীবিত
শুন পৃথ্বী প্রতিজ্ঞা ভীষণ
প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ত্যজিব জীবন।

চতুর্থ দৃশ্য।

মহাদেব ও পার্ব্বতী

(কৈলাশ-শিখর)

প্রমথগণের নৃত্যগীত।

গীত।

হর, হর, হর, সব চুপ কর
আঁখি মুদে বাবা বসেছে যোগে।
বম্ বম্ বম্—বম্ ভোলানাথ
ববম্ ববম ত্রিপুর নিপাত
পাপীর শিরে অশনি সম্পাত—বিশ্ব করুণা মাগে।
কোথা পাপী তাপী কোথা পুণ্যবান্
সাধকে সিদ্ধি, মৃতে দিতে প্রাণ,
আঁখি মুদে ডাকে বাবা—দেখে আঁখি আগে।

[প্রমথগণের প্রস্থান।

(কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। হের হর্ষে, গিরি শীর্ষে, রূপের বিকাশ
সৃষ্টি স্থিতি লয় সমবায়
একাধারে ত্যাগ ভোগ সাধনা সমাধি।
ধনঞ্জয়! সসম্ভ্রমে কর প্রণিপাত। (উভয়ের প্রণাম)

অর্জ্জুন। ত্রিনেত্র ত্রিগুণময় ত্রিলোকের নাথ,
জয় প্রভু জয় শিব ত্রিপুর নিপাত,

হেলায় করিলা তুমি দক্ষ যজ্ঞ নাশ,
ইঙ্গিতে বিজয় কৈলা মৃত্যু কাল পাশ।
নমো বিষ্ণুরূপ তুমি বিধাতার ধাতা,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ দাতা। (প্রণাম)

কৃষ্ণ। ডাক সখা রুদ্রাণীরে তব
আদ্যাশক্তি কাত্যায়নি দিবেন অভয়।

অর্জ্জুন। মা মা কোথা মা রুদ্রাণী
ভদ্রকালী মহাকালী মন্দরবাসিনী।
তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি প্রভাবতী,
তুষ্টি তুমি, পুষ্টি তুমি, তুমি মা সাবিত্রী।
জননী মোহিনী মায়া এস মা করালী!
শক্তিরূপে শরাসনে বস মা আমার
ভক্তিরূপে গ'লে প'ড়ে হৃদে,
মুক্তিরূপে আলো ধরে দাঁড়া মা আঁধারে। (প্রণাম)

পার্ব্বতী। ভোলানাথ! খুলহ নয়ন
নেত্র আগে হের দৃশ্য নর-নারায়ণ।

মহাদেব। হের প্রিয়ে হের ত্রিনয়নী
আঁখি মুদে ভোলানাথ হেরিছে কৌতুকে।

কৃষ্ণ। ভোলানাথ! দৃষ্টিপাত কর—আজ ভীত আমরা—তোমার শরণাপন্ন।

মহাদেব। ভাগ্য দেখ পার্ব্বতী! (উত্থান) তৃষ্ণা চুপ ক'রে ব'সে আছে—জল ছুটে এসেছে।

কৃষ্ণ। আশুতোষ! সপ্তরথী মিলে অন্যায় সমরে অভিমন্যুকে হত্যা করেছে, পার্থ প্রতিজ্ঞা ক'রেছে কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে বিনাশ ক'রবে।

মহাদেব। পার্থ প্রতিজ্ঞা করেছে না তুমি করিয়েছ, তা বেশ ক'রেছে।

কৃষ্ণ। বীরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য কাল এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ ক'রে জয়দ্রথকে রক্ষা ক'র্‌বেন প্রতিজ্ঞা করেছেন, এদিকে জয়দ্রথকে হত্যা না ক'রতে পারলে সখা প্রজ্জলিত হুতাশনে দেহ বিসর্জ্জন দেবে প্রতিজ্ঞা করেছেন। শঙ্কর! এ উভয় শঙ্কট হ'তে আমাদের রক্ষা ক'রো।

পার্ব্বতী। এ আবার কি ছলনা নারায়ণ! যার তুমি সহায় তার কিসের ভয়?

মহাদেব। কে ব'ল্‌লে পার্ব্বতী! লাগাম ধরে ধরে সে শক্তি কি আছে! এখন উনি ঘোড়ার ঘাস কাটতে খুব মজবুত।

কৃষ্ণ। গঙ্গাধর! আজ আমাদের রক্ষা কর।

মহাদেব। এইত চাই। আচ্ছা পার্ব্বতী তোমার মত বুদ্ধিহীনা আজ আর ত খুঁজে পাচ্ছি না। যে জগতের বড়, সে তোমাকে আজ বড় করে দিতে এসেছে, আর তুমি কিনা—না, না—কিছু ভয় নাই ধনঞ্জয়! তোমাকে আমি না রক্ষা ক'র্‌লে কে ক'র্‌বে? জানি জনার্দ্দন! ভক্তের মান বাড়াতেই ভগবানের আবির্ভাব। কিন্তু এতে ত হ'ল না—ক্ষুদ্রকে বৃহৎ ক'রে নিতে গিয়ে তুমি নিজেই বৃহৎ হ'য়ে গেলে। যাও অবতার! ভূভার হরণ কর্‌তে ধনঞ্জয়কে লয়ে কত রূপেই না বিহার ক'র্‌ছ। যাও জনার্দ্দন! তোমার আহ্বানে যাব—প্রয়োজন হয়—যে মুখ হ'তে আশীর্ব্বাদের শীতল ধারা নিঃসৃত হ'য়েছে, সেই মুখ হ'তে অভিসম্পাতের তপ্ত প্রস্রবণ জয়দ্রথের শিরে প'ড়ে ভস্ম করে দেবে। যাও প্রভু! আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

কৃষ্ণ। বিশ্বনাথ! কৃতার্থ হ'লেম। [প্রস্থান।

(প্রমথগণের নৃত্য গীত)

গীত।

মা হেসেছে, বাবা হেসেছে
চোখ দুটী বুজে ছিল ব'সে বাবা, চেয়ে দেখেছে।
শিখরে শিখরে উঠেছে নৃত্য, গহ্বরে গহ্বরে ধ্বনি,
ফুলের সুবাসে আসিয়া ব'সেছে বাবার মাথায় ফণি।
লতায় পাতায় হেসে দুলে, সোহাগে মেতেছে।
মা হেসেছে, বাবা হেসেছে।
বাবা রেগেছে
পাথরে গড়া কৈলাস পাহাড় কেঁপে উঠেছে।
গর্জ্জে উঠেছে মাথার ফণি ঝুলছে হলাহল,
ত্রিশূলের মুখে ছুটিছে রক্ত পলকে ঝলকে অনল।
জটায় জটায় ঘন কলরব, প্রলয় বিষাণ বেজেছে।

পঞ্চম দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্র।

(দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও জয়দ্রথ প্রভৃতি)

দুর্য্যোধন। কোন ভয় নাই সিন্ধুরাজ! এ আচার্য্যের ব্যূহ।

শকুনি। ব্যূহ ব'লে ব্যূহ—একেবারে বার ক্রোশ লম্বা, পালিয়ে শেষ করা যাবে না।

জয়দ্রথ। তাই ত আজ কি অর্জ্জুনের হাতে ম'র্‌তেই হবে।

দুঃশাসন। কিছু ভয় নাই এ আচার্য্যের প্রতিজ্ঞা।

শকুনি। কিছু ভয় নাই, যে যা ব'লেছে সে ঠিক তাই ক'র্‌বে, কাঁপছ কাঁপ, কিন্তু ভয় ক'র না।

জয়দ্রথ। মহারাজ! কেন আমায় আশ্বাস দিলে?

দুর্য্যোধন। ভয় কি সিন্ধুরাজ! বেলা জোর আর দুদণ্ড আছে, এই দুদণ্ড তোমাকে আমরা যেমন ক'রে হক রক্ষা ক'র্‌ব।

শকুনি। কাটেও যদি কত কাটবে—বড় জোর সমস্ত শরীর থেকে আধ হাতটাক মাথাটুকুই কাটবে।

জয়দ্রথ। মহারাজ! আজ আর জয়দ্রথের নিস্তার নাই।

দুর্য্যোধন। সিন্ধুরাজ! আচার্য্য আমার দেহে দুর্ভেদ্য কবচ বেঁধে দিয়েছেন, আমাকে হত্যা না ক'র্‌লে তোমাকে কেউ হত্যা ক'র্‌তে পার্‌বে না।

(কৃপাচার্য্যের প্রবেশ)

কৃপাচার্য্য। মহারাজ! বড় দুঃসংবাদ; আপনার আটানব্বই ভাই ভীমের হাতে মারা প'ড়েছে।

দুর্য্যোধন। মামা! মামা। ওহো হো—

শকুনি। কেঁদনা ভাগ্‌নে, কেঁদনা ও অমন হয়েই থাকে।

জয়দ্রথ। আর আমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পারলে না মহারাজ!

দুর্য্যোধন। এই চখের জল মুছে ফেললুম— প্রাণ দিয়ে তোমাকে রক্ষা করব এস। [সকলের প্রস্থান।

শকুনি। হাঃ হাঃ হাঃ ম'রেছে ম'রেছে আটানব্বই ভাই ম'রেছে, ম'র্‌বে ম'র্‌বে—সব যাবে—

(কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। আশ্চর্য্য একবিন্দু জল কোথাও নাই—ঘোড়াগুলো ত আর ছুটতে পার্‌ছে না ধনঞ্জয়—না—তুমি এই অবস্থাতে ক্ষণকাল যুদ্ধকর—ঘোড়া গুলোর সর্ব্বাঙ্গ বয়ে রক্ত প'ড়্‌ছে—বেলা দুপুর হ'ল—ঘাস জল তারা পেলেনা—আমি জল কোথায় দেখি এখনও ছক্রোশ যেতে হবে।

অর্জ্জুন। বিষম সঙ্কট বেশ বুঝেছি, তাবলে ছল করে ছেড়ে যেতে চাও—না না তা যেও না—অর্জ্জুন তার প্রতিজ্ঞা পালন ক'র্‌বে—কিন্তু বাসুদেব! তোমার নামে যে কলঙ্ক প'ড়বে। পৃথিবী ব'ল্‌বে বিপদ বুঝে জনার্দ্দন তাঁর আশ্রিতকে ত্যাগ ক'রে গেছেন।

কৃষ্ণ। এ কি ব'লছ সখা!

অর্জ্জুন। ব'লছি তোমার তুষারে গড়া হাত দুখানি একবার তাদের সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে দাও—ক্ষত সেরে যাক, পিপাসা থেমে যাক।

কৃষ্ণ। প্রলাপ ব'কনা ধনঞ্জয়—দেখতে পাচ্ছনা ঘোড়াগুলো ধুঁকছে! না—দাঁড়াও আমি জল খুঁজি।

অর্জ্জুন। সখা! তুমি কি অন্ধ—ঐ ত একটা সরোবর র'য়েছে।

কৃষ্ণ। কই কই সখা!

অর্জ্জুন। আমার কাছে ঠকে যাবার ভয়েও চক্ষের পালটে একটা সৃষ্টি ক'রে ফেললে না!

কৃষ্ণ। জীবগুলো পিপাসায় ছটফট্ ক'রছে—আর তুমি—

অর্জ্জুন। তবে উপায় করি—রাগ ক'রনা সখা—দাঁড়াও তোমার জন্য একটা সরোবর নির্ম্মাণ করি। (ধনুর্ব্বাণ উত্তোলন)

কৃষ্ণ। গর্ব্ব ক'রনা—কর্ম্মে ব্যাঘাত দিওনা ধনঞ্জয়!

অর্জ্জুন। গর্ব্ব ক'রবনা—এই দেখ—যদি পারি—

কৃষ্ণ। যদি পার—আর যদি না পার?

অর্জ্জুন। যদি না পারি—তোমার নামে কলঙ্ক প'ড়বে।

কৃষ্ণ। বাঃ বড় সুন্দর পণ ত?

অর্জ্জুন। বসুন্ধরা! মা আমার! যে ইঙ্গিতে বুক চিরে বিশ্ববাসীকে রত্নের আগার দেখাও মা—অভিসম্পাতের তপ্ত প্রস্রবণ বাতাসের গায়ে ছড়িয়ে দাও—যে ইঙ্গিতে একটা বিরাট-সাম্রাজ্য বুকের উপর ধরে তার অভিষেক কর—একটা উদ্ধত আহ্বানকে হতাদরে বুক থেকে ঠেলে ফেলে দাও—এও সেই ইঙ্গিত

(বাণ নিক্ষেপ সহসা সরোবর নির্ম্মিত হইল)

কৃষ্ণ। সাধু সাধু ধনঞ্জয়! কিন্তু হংস কারণ্ডব চক্রবাক কই? মৎস্য, কূর্ম্ম, সহস্র বিকশিত কমল, এমন নির্জীব ক'রে গ'ড়লে কেন ভাই!

অর্জ্জুন। প্রাণপ্রতিষ্ঠার ভার তোমার উপর—হে স্বরিৎস্বামী—ত্রৈলোক্যের অলঙ্কার—সে অলঙ্কার তুমিই দাও।

কৃষ্ণ। তাই হ'ক তোমার কীর্ত্তিই সজীব হ'ক। সহস্র কুসুম ফুটে উঠুক—

(সহস্র কুসুম ফুটিয়া উঠিল, হংস ইত্যাদি ভাসিয়া উঠিল)

যাও সখা—তুমি মাটীর উপর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ যুদ্ধ কর—আমি ঘোড়াগুলোকে একটু জল খাইয়ে নিই— [প্রস্থান।

অর্জ্জুন। বেশ তোমার কার্য্য তুমি কর। [প্রস্থান।

(কৃষ্ণের ঘোটক লইয়া সরোবরে অবতরণ ও গাত্রমার্জ্জনা)

কৃষ্ণ। যুদ্ধ জয়ের বড় সহজ উপায় আজ কুরুপক্ষ উদ্ভাবন করেছে, শুধু সরে যাচ্ছে, শত্রুকে চখের আড়াল ক'রে যে সরে যায় তাকে গ্রহণ করা বড় কঠিন—একটু ভাবলেনা, কি ভীষণ প্রতিজ্ঞাই করলে! বেলা জোর আর দুদণ্ড আছে এই দুদণ্ডের মধ্যে যদি—না—তা হলে আবার অস্ত্র ধ'র্ব—কুরুক্ষেত্রের বুকের উপর দাঁড়িয়ে তাণ্ডব নৃত্য ক'র্ব—চীৎকার করে ধরিত্রীর বক্ষ দীর্ণ করে দেব, তপ্ত নিশ্বাসে সমস্ত স্থষ্টি জ্বালিয়ে দেব।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব। সে কথা আর নূতন করে কাকে শুনাচ্ছ ভক্তাধীন?

কৃষ্ণ। এসেছ? শূলপাণি! সমুদ্র মন্থনে গরল উঠেছিল—বিষের উত্তাপে সংসার জলে যেত—গণ্ডুষে পান ক'রে স্থষ্টি রেখেছিলে। নীলকণ্ঠ! আবার গরল উঠেছে—অধর্ম্ম মন্থন-দণ্ডে লালসা রজ্জুর পাক দিয়ে দুর্য্যোধন আর শকুনি একটা প্রকাণ্ড শান্তি সমুদ্র আলোড়িত ক'রে আবার গরল তুলেছে। ত্রিশূলি! স্থষ্টি যায়—গণ্ডুষে ক'রে ত্রিশূলের মুখে ঢেলে দাও। মহেশ্বর। ত্রিশূল ধর—ধনঞ্জয়কে রক্ষা কর।

মহাদেব। যে যজ্ঞে শঙ্করের বিধাতা যজ্ঞেশ্বর—সে যজ্ঞে শঙ্করের প্রয়োজন নাই—হে বিশ্বের পালক! যে তোমায় জানে না, সে তোমায়

নন্দের বালক ব'লে উপহাস করুক্‌ কিন্তু শঙ্কর যে তোমায় ভাল ক'রে চিনেছে, মুরারি! শঙ্কর ধনঞ্জয়কে রক্ষা করবার স্পর্দ্ধা রাখে না, শঙ্কর দেখ্‌তে এসেছে—একদিকে ব্রাহ্মণের কঠোর প্রতিজ্ঞা, অন্য দিকে ভক্তের ব্যাকুল আহ্বান—এই দুটীকেই জাগ্রত রেখে কেমন ক'রে তুমি আজ ধর্ম্মের বিজয়ভেরী বাজাও, শঙ্কর তাই দেখ্‌তে এসেছে। শঙ্কর যুদ্ধ ক'র্‌তে আসেনি—শঙ্করের বরে জয়দ্রথের গর্ব্বদৃপ্ত শির আজ তুমি কেমন ক'রে নত ক'রে দাও, শঙ্কর আজ তাই দেখতে এসেছে।

কৃষ্ণ। শঙ্কর ছলনা ক'রনা—আমাদের রক্ষা কর।

মহা। তাই ক'র্‌ব এস অবতার, তোমার সংহার মূর্ত্তি নিয়ে পাপের রাজ্য গ্রাস কর—চক্রাঘাতে শঙ্করের ভক্ত জয়দ্রথের শিরশ্ছেদন কর—আর শঙ্কর সেই শির ত্রিশূলে বিদ্ধ ক'রে জগৎবাসীকে দেখাবে এস।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বেশ বলেছে শঙ্কর: জয়দ্রথকে রক্ষা ক'র্‌তে একদিকে দ্রোণাচার্য্যের কঠোর প্রতিজ্ঞা—অন্যদিকে জয়দ্রথকে বিনাশ ক'র্‌তে ধনঞ্জয়ের ভীষণ পণ—শুধু কি তাই—জয়দ্রথের ছিন্ন শির যে মৃত্তিকা স্পর্শ করাবে তার মস্তক তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হ'য়ে যাবে। বেশ, আজ তিনটীকেই জাগ্রত রাখ্‌ব—কাউকে ক্ষুণ্ণ ক'র্‌ব না। জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্রেরও কালপূর্ণ হয়েছে।

জাগো যোগমায়া,

রাশি রাশি অন্ধকার করহ প্রসব,

মুহূর্ত্তেকে বিশ্ব ফেল ঢেকে।

সূর্য্যদেব! তিরোহিত হও ক্ষণ তরে। (সহসা অন্ধকার হওন)

অর্জ্জুন। (নেপথ্যে) কোথায় জনার্দ্দন! জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তোমায় দেখ্‌তে পেলুম না! কেশব! কেশব!

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

এ কি তুমি এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছ! আমায় বড় ভালবাস তাই বুঝি! আমার মৃত্যু চক্ষে দেখ্‌তে পা'র্‌বে না বলে রথ ফেলে রেখে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছ! দুঃখ কি! জয় পরাজয় সে ত তোমাকেই সব অর্পণ ক'রেছি। ইঙ্গিত কর জনার্দ্দন! কুরুক্ষেত্রের খানিকটা মাটী আচম্বিতে জলে উঠুক আর আমি তোমার নাম ক'রে—

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! সখা! তোমার চিতা আমায় সাজিয়ে দিতে হ'ল!

অর্জ্জুন। সে ভাগ্য কি ধনঞ্জয় ক'রেছে—কোন দিন পৃথিবীর অজ্ঞাতে ধনঞ্জয়ের পদস্খলন হবে—পথের ধূলোয় পড়ে ধনঞ্জয় ঘুমিয়ে প'ড়বে।

(জয়দ্রথ, দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতির প্রবেশ)

জয়দ্রথ। এই যে ধনঞ্জয়! আর ভাবছ কি সন্ধ্যা যে হয়েছে—

দুর্য্যোধন। ভাবলে ত ম'র্‌তে পা'র্‌বে না, মায়া হ'বে।

কর্ণ। ধনঞ্জয়! বীর তুমি—প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর—ত্রিভুবনে তোমার নাম থাক্‌বে।

জয়দ্রথ। সে কথা আর ব'ল্‌তে—অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ কর ধনঞ্জয়! চিতা সাজিয়ে দেব! ওঃ বুঝেছি সুভদ্রার মুখ মনে প'ড়েছে।

কৃষ্ণ। সিন্ধুরাজ! এ উপহাসের সময় নয়। ধনঞ্জয় ক্ষত্রিয়বীর, অবশ্য প্রতিজ্ঞা পালন ক'র্‌বে। আমি স্বহস্তে চিতা সাজিয়ে দেব। ধনঞ্জয়! চিরবিজয়ী বীর! জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে বিবাদ ভুলে যাও—কুরুবীরদের কাছে বিদায় চাও—আর যাবার সময় পৃথিবীটা একবার ভাল করে দেখে যাও, আমি আলো ধরি।

(সহসা সূর্য্যদেবের প্রকাশ)

জয়দ্রথ। এঁ্যা! এঁ্যা! একি! একি!

দুর্য্যোধন। সর্ব্বনাশ! এখনও যে বেলা রয়েছে পালাও পালাও।

[সকলের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। জনার্দ্দন! জনার্দ্দন!

কৃষ্ণ। বধ কর বধ কর, দেখছ কি—জয়দ্রথকে বিনাশ না ক'র্‌লে আজ সন্ধ্যা ত হবে না। বধ কর, বধ কর—

অর্জ্জুন। বাসুদেব! বাসুদেব! (বাণনিক্ষেপ ও পশ্চাদ্ধাবন)

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! সাবধান! ছিন্ন মুণ্ড যেন মৃত্তিকা স্পর্শ না করে। সমন্ত পঞ্চকতীর্থে জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যোপাসনায় উপবিষ্ট, বাণবিদ্ধ ক'রে জয়দ্রথের ছিন্ন শির তার পিতার অঙ্কে নিপাতিত কর—নতুবা তোমার উদ্ধার নাই।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্র।

(ধনুর্ব্বাণ হস্তে দ্রুতবেগে কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। আকাশ থেকে শর বৃষ্টি হ'চ্ছে—লক্ষ লক্ষ শক্তি, প্রাস, মুষল, পরশু, অসহ্য, অসহ্য—কর্ণ! আজ তুমি সামান্য রাক্ষস যুদ্ধে পরাজিত! পদাঘাতে রথ চূর্ণ, সারথি হত, দেহ ক্লান্ত।

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্ব। দাবানল! দাবানল! পালাও, পালাও। কর্ণ! অস্ত্রক্ষেপ কর, অসংখ্য বিদ্যুৎ গ'লে প'ড়ছে, আকাশ ছিঁড়ে উল্কা খ'সে প'ড়ছে—জ্বলে গেল—জ্বলে গেল—

কর্ণ। শত্রু কই? শত্রু কই? কর্ণের শিক্ষা ব্যর্থ আজ।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। পিতামহ নাই, জয়দ্রথ নাই, কিন্তু সখা! তুমি আমার আছ—রক্ষা কর—ঘটোৎকচের হস্ত হ'তে আমার প্রাণ মান রক্ষা কর।

অশ্ব। একটা প্রকাণ্ড পাহাড় ছুটে আসছে।

কর্ণ। আগুন জ্ব'লছে—আগুন জ্ব'লছে—

দুর্য্যোধন। কোথায় আগুন—মস্ত বড় একটা সিংহ ছুটে আসছে। বধ কর, বধ কর। (সকলের বাণ নিক্ষেপ)

অশ্ব। উঃ কি বিকট গর্জ্জন! পালাও, পালাও—(সকলের পলায়ন)

(ঘটোৎকচের প্রবেশ ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। আবার অদৃশ্য হও। ঘটোৎকচ! তোমার সমযোদ্ধা পৃথিবীতে নাই—কর্ণ বধ কর— [পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

(বিপরীত দিক হইতে কর্ণ অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

অশ্ব। কর্ণ! বাসবদত্ত একাঘ্নীবাণ তোমার কাছে আছে—সেই বাণ নিক্ষেপ কর। নতুবা উদ্ধার নাই।

কর্ণ। সে কি! সে বাণে যে আমি অর্জ্জুনকে বধ ক'রব।

অশ্ব। ঘটোৎকচের হস্ত হ'তে আজ মুক্ত হও—তারপর অর্জ্জুনকে বধ ক'রো, কর্ণ! সব গেল, এখনও রক্ষা কর।

দুর্য্যোধন। রক্ষা কর অঙ্গরাজ! রাজ্য চাও, হাতে তুলে দেব—

কর্ণ। আমি যে কবচ কুণ্ডল বিনিময়ে এ বাণ পেয়েছি, আমি যে অর্জ্জুনকে ধ্বংস ক'রব ব'লে—মহারাজ! না তা আমি পারব না।

দুর্য্যোধন। কুরুরাজ আয়ু পেতে আজ ভিক্ষা ক'রছে—রক্ষা কর অঙ্গরাজ! সখা! এই মুকুটের বিনিময়ে আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর।

কর্ণ। মুকুট চাই না মহারাজ! তোমার অভীষ্টই পূর্ণ হ'ক্। কর্ণ! জীবনের আশালতা ছিন্ন কর—নিজের হৃদ্‌পিণ্ড নিজে উপড়ে ফেলে দাও। মহারাজ! এই সেই একাঘ্নীবাণ, আমার জীবনের বিনিময়ে এইবাণ আমি পেয়েছিলুম।

(ঘটোৎকচের প্রবেশ)

ঘটোৎ। এইবার পেয়েছি; রক্ত খাব।

অশ্ব ও দুর্য্যো। বধ কর, বধ কর।

কর্ণ। রাক্ষস! সহ্য কর। (বাণনিক্ষেপ)

ঘটোৎ। মলুম, মলুম—কে আছ রক্ষা কর—সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছে—আর পারলুম না। যাই, যাই, যাবার সময় অক্ষৌহিনী কুরুসৈন্য ধ্বংস ক'রে যাই। (প্রস্থান ও পতনের শব্দ)

দুর্য্যোধন। সখা! তুমিই আজ আমাকে রক্ষা ক'রলে।

কর্ণ। ওহো হো! কি ক'রলুম—কি ক'রলুম। [সকলের প্রস্থান।

(ভীম, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

ভীম। ঘটোৎকচ! ঘটোৎকচ!

অর্জ্জুন। ঘটোৎকচ! অভিমন্যুর কাছে চ'লেছ?

যুধি। একি ক'রলে কেশব! এখনও যে ভুলতে পারিনি।

কৃষ্ণ। চ'ললে বীর! পাণ্ডবের মহাছিতে আত্মবলিদান দিয়ে এ জনমের মত চ'ল্লে। যাও বীর! নূতন দেশে, নূতন বেশে আবির্ভূত হও গে—নূতন প্রাণে নূতন কর্ম্মে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠগে। কাঁদছ বৃকোদর! কাঁদছ ধর্ম্মরাজ! আজ এ নবজীবনের দিনে, ঘটোৎকচের আজ উত্থানের দিনে কাঁদছ! না—না—আনন্দ কর।

অর্জ্জুন। কেশব! পাষাণেরও যে প্রাণ আছে!

কৃষ্ণ। শুনবে? না, না, আনন্দ কর। বৃকোদর! এমন দিন আর পাবে না, নৃত্যকর, করতালি দাও।

যুধি। জনার্দ্দন! একি রহস্য!

কৃষ্ণ। তবে শুন। ইন্দ্রকে কবচকুণ্ডল দান ক'রে কর্ণ একাগ্নীবাণ পেয়েছিল—আর সেই মহাশক্তি ধনঞ্জয়কে বধ ক'রতে অতি সঙ্গোপনে রেখেছিল। ধর্ম্মরাজ! ঘটোৎকচকে বিনাশ ক'রে আজ সেই বাসবদত্ত শক্তি শান্ত হ'য়েছে। এ শক্তি যদি আজ বিফল না হ'ত, ধনঞ্জয়! তোমার গাণ্ডীব আর আমার সুদর্শন এই মহাশক্তির ধারে নত হ'য়ে যেত। সুররাজ তোমার হিতসাধনার্থে কবচকুণ্ডল হরণ ক'রেছিলেন। আর আজ

ঘটোৎকচকে বিনাশ ক'রে একাঘ্নীবাণ ব্যর্থ হয়েছে। ধনঞ্জয়! আজ তোমায় ফিরে পেয়েছি। ধর্ম্মরাজ! কালভুজঙ্গের উন্নত ফণা মন্ত্রবলে আজ নত হ'য়ে গেছে—বৃকোদর! নৃত্য কর, এক ফোঁটা চখের জলের বিনিময়ে আজ একটা কীর্ত্তির মাথা বজায় রাখতে পেরেছো।

সপ্তম দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্র।

(ধনুর্ব্বাণ হস্তে দ্রোণের প্রবেশ)

দ্রোণ। এস বক্ষে মৃত্যুর সাহস—
প্রলয়ের অঙ্গভঙ্গী ভ্রূভঙ্গে আমার।
হের বিশ্ব দ্রোণের পতন
কিংবা হের কুরুক্ষেত্র করি সমাপন।

(ক্রমাগত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন ; সহসা নামাইয়া)

থাকে থাকে কোথা হ'তে আসে অবসাদ
ভেসে আসে বিদায় সঙ্গীত।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

কেও? মহারাজ? না—না—ক'রনা ভর্ৎসনা,
অন্নদাস, ক্রীতদাস আমি—
হের পুনঃ শরাসনে দিলাম টঙ্কার।
কিবা ভয় দ্রোণ যার র'য়েছে সহায় ;
নিজকার্য্য কর মহারাজ!
হের আজ বিধূমিত ব্রহ্মাস্ত্র আমার,
নিষ্ক্রিয়া করিব ধরার—
যাও দূরে দেখ আজ প্রতাপ আমার।

[বেগে প্রস্থান ও পশ্চাৎ দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। তোমাকে সকল রকমে পরীক্ষা ক'রেছি—কিন্তু পরাজিত ক'রতে পারিনি কিন্তু আজ আবার তোমায় পরীক্ষা ক'রব ধর্ম্মরাজ! দেখব, তোমার হৃদয়ের কোন স্থানেও একটু দুর্ব্বলতা আছে কিনা। তুমি যেন লোকের উপরোধ এড়াতে পার না। আজ এ পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হ'তে না পার ক্ষমা পাবে না—তার জন্য তোমাকে কঠিন দণ্ড সহ্য ক'রতে হ'বে। জগতকে দেখাতে হবে—শত ধর্ম্মানুষ্ঠান একটী ক্ষুদ্র পাপানুষ্ঠানকে নষ্ট ক'রতে পারে না। আর আচার্য্য! পুত্রস্নেহে বিহ্বল বৃদ্ধ! বড় মলিন হ'য়ে গেছ—আজ আমি তোমায় মুক্তি দেব, এই পুত্রস্নেহ এই দুর্ব্বলতাই তোমার কাল হবে।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধি। ক্রুদ্ধ হয়েছ কেশব?

কৃষ্ণ। ক্রুদ্ধ কেন হব! বৃকোদরের কথা আচার্য্য বোধ হয় বিশ্বাস ক'রবেন না, তাই ভাবছি কি করি।

যুধি। ভেবে দেখ কেশব এত বড় একটা মিথ্যা কথা!

কৃষ্ণ। মিথ্যা নয় ধর্ম্মরাজ! অশ্বত্থামা নামে হস্তী একটা ম'রেছে ত, তুমি সেই অশ্বত্থামারই নামটা কর তবে হাতি কথাটা আস্তে ব'লো—

যুধি। প্রকারান্তরে ওত মিথ্যাই বলা হ'ল।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। হ'ল না কেশব! আমার কথা বিশ্বাস করা দূরে থাক, আচার্য্য আরও ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন—তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ফুটে আগুন ছুটতে লাগল।

(বেগে অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। আচার্য্যের বাণে পাণ্ডবের নাম লোপ হয় যে কেশব!

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ! ঐ একটা কথা বল—আচার্য্য যদি আধ দণ্ড আর যুদ্ধ ক'রতে পান, তা হ'লে সত্যই পাণ্ডবের নাম লোপ হবে।

অর্জ্জুন। সেই মিথ্যা কথা! না তা হবে না।

কৃষ্ণ। চুপ কর ধনঞ্জয়! বল ধর্ম্মরাজ! ঐ একটা কথা, প্রাণ রক্ষার জন্য মিথ্যা বলা—সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বল ঐ একটা কথা—

ভীম। দাদা! তোমার কথা নিশ্চয় বিশ্বাস ক'র্‌বেন।

যুধি। জেনে শুনে মিথ্যা কথা—

(নকুলের প্রবেশ)

নকুল। আমাদের সমস্ত সৈন্য পালাচ্ছে—

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ! এখনও রক্ষা কর—একটী কথা, ঐ আচার্য্য আস্‌ছেন—বৃকোদরের কথা অবিশ্বাস ক'রেছেন বটে, তাহ'লেও স্থির থা'ক্‌তে পারেন নি। বল ধর্ম্মরাজ! তোমার হাতে আজ পাণ্ডবের প্রাণমান—

(দ্রোণের প্রবেশ)

দ্রোণ। যুধিষ্ঠির! বল ধর্ম্মরাজ! অশ্বত্থামা প'ড়েছে সমরে?

যুধি। এ্যাঁঃ এ্যাঁঃ—

কৃষ্ণ। বল বল সত্য কথা বল—

যুধি। সত্য কথা অশ্বত্থামা প'ড়েছে সমরে নামে গজ এক—

কৃষ্ণ। এস ধর্ম্মরাজ! (স্বগতঃ) আমার কোন অপরাধ নাই, তোমাকে আমি সত্য কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌লুম। তুমি মিথ্যা ব'লেছ—তোমার রথ চক্র মৃত্তিকা স্পর্শ ক'রেছে—তোমাকে ক্ষণকালের জন্য নরক দর্শন ক'র্‌তে হবে। [দ্রুত সকলের প্রস্থান।

দ্রোণ। অশ্বত্থামা পড়েছে সমরে!

ব্যাসবরে চারিযুগে অমর সন্তান,
শিষ্য মোর জীবন আমার,
কুরুক্ষেত্র বক্ষে আজ প'ড়েছে ঘুমায়ে!
তুচ্ছ আজ দেবতা আশীষ!
নরযুদ্ধে অমরত্ব লুণ্ঠিত ধূলায়!

তবে কেন আর—
যেই পুত্র তরে হায় মানসে দেখিনু,
ব্রাহ্মণত্বে দিনু জলাঞ্জলি,
তিরস্কার, অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা
অলঙ্কার করিনু দেহের ;
সেই পুত্র অশ্বত্থামা প'ড়েছে সমরে !
বাসুদেব ! তবে কেন আর
জল চক্ষু, জলে উঠ, ভস্ম হ'য়ে যাও—
ফুটে উঠ শীতল শোণিত,
গৈরিক নিস্রাব সম ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি
ছড়াইয়ে পড় ত্বরা আকাশে বাতাসে
অশ্বত্থামা ! অশ্বত্থামা !— (যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ)

অষ্টম দৃশ্য।

শিবির

(পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণ ইত্যাদি)

অর্জ্জুন। গুরুহত্যা, জনার্দ্দন ! আজ এও ক'র্‌তে হ'ল।

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয় ! চঞ্চল হওনা, এ কুরুক্ষেত্র ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন নিয়ে নয়। এ যুদ্ধের উদ্ভব রাজসূয় যজ্ঞে নয়, কপট দ্যূতে নয়। এ যুদ্ধের ভেরী ধর্ম্মের দীর্ঘশ্বাসে বেজে উঠেছে। এ রণরঙ্গ পীড়িতের আর্ত্তনাদে জেগে ব'সেছে। ধনঞ্জয় ! অধর্ম্মের কশাঘাতে একটা সত্যের দীপ্তি কঙ্কাল সার হয়ে প'ড়ে আছে। এ যুদ্ধ নয়.ধনঞ্জয় ! জীর্ণ সংস্কার। এ যুদ্ধের পর্য্যাবসান কুরুকুল ধ্বংসে নয়—ধৃতরাষ্ট্রের আর্ত্তনাদে নয়। এ যুদ্ধের অবসানে নূতন জগৎ সৃষ্ট হবে, নূতন সূর্য্য আলোক দেবে। ধনঞ্জয় ! এ যুদ্ধ

স্বপ্নের মত একটা অলস জাতির তন্দ্রায় সাহায্য ক'রবে, শিক্ষাগুরুর মত একটা অধ্যবসায়ী জাতির উষর মস্তিষ্ক উর্ব্বর করে দেবে। একটা উদীয়মান জাতিকে পৃথিবীর আধিপত্যে অভিষেক ক'র্‌বে। ধনঞ্জয়! এ একটা বিশ্বব্যাপী আন্দোলন, এ হত্যাকাণ্ড নয়, বিরাট ধর্ম্মাভিযান, বিপক্ষে যে দাঁড়াবে, শত্রু সে, ধর্ম্মদ্রোহী সে, ছলে বলে কৌশলে তাকে হত্যা ক'র্‌তে হবে।

(সহসা আকাশ মার্গে বিকট বজ্রধ্বনি হইল, সকলে অস্ত্র বহির্গত করতঃ সতর্ক হইলেন)

কৃষ্ণ। একি! বুঝেছি, অস্ত্র ত্যাগ কর, অস্ত্র ত্যাগ কর, পাণ্ডব পক্ষে যে যেখানে আছ অস্ত্র ত্যাগ কর—রথ থেকে নেমে দাঁড়াও—বাহন ত্যাগ ক'রে—ভূপৃষ্ঠে অবতরণ কর। অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র ত্যাগ ক'রেছে—অস্ত্র ত্যাগ কর। (বৃকোদর ব্যতীত সকলের অস্ত্রত্যাগ ও মৃত্তিকায় উপবেশন)

ভীম। অশ্বত্থামার ভয়ে অস্ত্রত্যাগ! কিছুতে না।

কৃষ্ণ। বৃকোদর! দেখ্‌ছ কি? অস্ত্র ত্যাগ কর, পৃথিবী কাঁপছে, উদ্বেলিত সাগর তরঙ্গ আকাশে ঠেকেছে—গিরিশৃঙ্গ বিদীর্ণ ক'রে মুহুর্মুহু আগ্নেয় উদ্গার হ'চ্ছে। অস্ত্র ত্যাগ কর—বজ্রাঘাত হ'ল—বজ্রাঘাত হ'ল।

ভীম। কিছুতে না। যোধগণ অস্ত্র ধর—ধনঞ্জয়! গাণ্ডীব ধর। গদাঘাতে আজ নারায়ণাস্ত্র বিমর্দ্দিত করব।

অর্জ্জুন। গো, ব্রাহ্মণ, নারায়ণাস্ত্রের বিপক্ষে ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধরে না।

কৃষ্ণ। বৃকোদর! তোমার মাথার উপর সমস্ত বাতাস জ্বলে উঠেছে। অস্ত্র ত্যাগ কর। যুদ্ধের চিন্তা পর্য্যন্ত ক'র না, জ্বলে যাবে।

ধনঞ্জয়। সর্ব্বনাশ হ'ল—অস্ত্র কেড়ে নাও—

(ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ অস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন)

ভীম। যুদ্ধ ক'র্‌ব, যুদ্ধ ক'র্‌ব।

কৃষ্ণ। অস্ত্র ছাড়, নির্ব্বোধ, অহঙ্কারী—এ তোমার সাধ্যাতীত।

(অস্ত্র ত্যাগ করাইলেন ও নারায়ণাস্ত্র প্রশান্ত হইল)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

শয়ন কক্ষ।

কৃষ্ণ ঘুমাইতেছেন।

অপ্সরীগণের নৃত্য গীত।

উঠ উঠ দীননাথ, উঠ ব্রজের শিরোমণি
তোমার দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে যুক্তকরে দিনমণি।
শিশির মাখা ফুলের সুবাস
দাঁড়িয়ে তোমায় কর্‌ছে বাতাস
কমকে দাঁড়িয়ে উদাস বাতাস, শুন্‌তে তোমার নূপুরধ্বনি।
উঠ উঠ গোপালক, চিরকিশোর বালক
কর্ম্ম রথ চালক, করে লয়ে পাচনী।
উঠ আলোক মাখা কালোশশী
বাজাও তোমার মোহন বাঁশী
শাঁখের ডাকে কর্ম্ম পথে মাতিয়ে দাও গো জগৎ প্রাণী।

কৃষ্ণ। সুপ্রভাত, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত। সূর্য্যদেব! তোমার স্বর্ণ কিরণ পৃথিবীর বুকে ঢেলে দাও, জীব নূতন কর্ম্মে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠুক। অনিল! নিখিল বিশ্বে কুসুম গন্ধ ছড়িয়ে দাও; প্রতিশ্বাসে জীবকে নূতন আশায় উৎফুল্ল কর, প্রশ্বাসে নিরাশা ক্লেদ টেনে বার ক'রে নাও! সলিল! অমৃতের মত জীবের পরমায়ু পুষ্ট কর। হর্ষ,

বিবাদ, কল্মষ বিবাদ, যুদ্ধ, শান্তি, জন্ম, মৃত্যু, বুদ্ধির অগোচরে যুক্তি তর্কের অন্তরাল দিয়ে পৃথিবীর কল্যাণে অগ্রসর হ'ক। ক্ষিত্যপতেজ মরুৎব্যোমে জগতের মঙ্গল বাদ্য বেজে উঠুক। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শল্যের প্রাসাদ—দুর্য্যোধন ও শল্য।—শল্য রথ সাজাইতেছেন।

দুর্য্যোধন। সখার রথে আপনাকে আমি সারথি পেয়েছি আর আমি কাউকে ডরাই? আপনি সারথি—কেশব যখন শুন্‌বে আমি নিশ্চয়ই ব'ল্‌ছি ঘোড়ার লাগামে আর হাত দেবে না।

শল্য। সে কথা আর ব'ল্‌তে—

দুর্য্যো। আচ্ছা—কৃষ্ণকে বোধ হয় আপনি শিখিয়েছিলেন নয়?

শল্য। বোধ হয় কি—নিশ্চয়ই—

দুর্য্যো। আচ্ছা আমি একটু ঘুরে আসি মদ্ররাজ! তুমি সব গুছিয়ে নাও। [প্রস্থান।

শল্য। মূর্খ দুর্য্যোধন! তুমি মনে ক'র্‌লে এতে আমি সন্তুষ্ট হলুম। সৃষ্টির পথমায়ু যাঁর সারথ্যে বিস্ময়ের পথ অতিক্রম ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে—প্রকৃতির উদয়, অস্ত, জীবের উত্থান, পতন, জীবন, মরণ যাঁর করধৃত, সেই বিশ্বত্রাতা জনার্দ্দনকে শল্য না শিখালে আর কে শিখাবে!

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। কতদূর মদ্ররাজ!

শল্য। কিসের? তোমার মৃত্যুর?

কর্ণ। সে কি!

শল্য। এই মৃত্যু, মৃত্যু—লক্ষ লক্ষ লোক ম'ল দেখেও বুঝ্‌তে পার্‌লে না। বড় বড় রথী, দ্রোণাচার্য্য, জয়দ্রথ, ভীষ্ম, এঁরা তুমি বড় বোকা—

কর্ণ। আমার মৃত্যু! অসম্ভব—মদ্ররাজ! আজ আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লুম—যে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে দেখিয়ে দেবে তাকে আমি শকটপূর্ণ রত্ন, শত শত দুগ্ধবতী গাভী, শত শত গ্রাম, না তা কেন—সে যা চাইবে—সে যদি আমার পুত্র কলত্র প্রার্থনা করে তাই দেব—তার পর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বিনাশ ক'রে যত রত্ন পাব—সমস্ত তাকে অর্পন ক'র্‌ব।

শল্য। কাউকে কিছু দিতে হ'বে না অঙ্গরাজ! তৃষ্ণাই ছুটে আস্‌বে। কে দেখিয়ে দেবে জান? তোমার নিয়তি; বিনিময়ে কি প্রার্থনা ক'র্‌বে জান? তোমার ছিন্ন শির।

কর্ণ। মদ্ররাজ!

শল্য। চ'ট্‌ছ চট—কিন্তু কতদূর জান? এই সকাল হ'ল—বড় জোর আর কিছুক্ষণ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই দুর্দ্দিনে তোমার এমন কেহ বন্ধু নেই যে তোমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

কর্ণ। মদ্ররাজ! ভয় দেখাচ্ছ! কিন্তু তুমি জাননা, কর্ণের হস্তে অস্ত্র থাক্‌লে কর্ণ বজ্রপাণি পুরন্দরকেও গ্রাহ্য করে না। মদ্রেশ্বর! কর্ণ, কর্ণ। বক্ষে পিতামহের স্নেহ নাই, গুরুর আশীর্ব্বাদ নাই—ভৃগুরামদত্ত বিজয় ধনুক—গাণ্ডীবের আতঙ্ক।

শল্য। তা আর জানি না। তাইত বলি—আচ্ছা দেখ বোধ হয় সেই গোধন হরণের দিন অস্ত্র শস্ত্র ভুলে গিয়েছিলে নয়?

কর্ণ! সে একটা দৈব বিড়ম্বনা মাত্র।

শল্য। পাছে ভয় পাও ব'লে মূর্চ্ছা গিয়াছিলে নয়?

কর্ণ। আবার বলছি মদ্ররাজ! সে দৈব বিড়ম্বনা।

শল্য। কি মূর্খ পাণ্ডবেরা! যখন সেই তুমি গন্ধর্ব্ব ভয়ে দুর্য্যোধনকে ফেলে সকলের আগে পালিয়ে এলে তখন কিনা তারা সেই দুর্য্যোধনকে উদ্ধার ক'রে ছেড়ে দিলে! গন্ধর্ব্ব হাতে শেষ হ'য়ে গেলেই ত বেশ হ'ত। তোমারও ত তাই ইচ্ছা ছিল কেমন?

কর্ণ। সাবধান মদ্ররাজ!

শল্য। লজ্জা করে না? যার অন্নে পুষ্ট, যার দানে অঙ্গরাজ ব'লে পরিচয় দাও সেই দুর্য্যোধনকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে পালিয়ে এসেছিলে।

কর্ণ। মূঢ় শল্য! মদ্রদেশে পিতা পুত্র মাতা জামাতা দুহিতা ভ্রাতার একত্র বসে মদ্যপান করে, গোমাংস ভোজন করে—বিহার করে, তুমি ত সেই দেশের রাজা! তোকে ক্ষমা ক'র্‌লুম কিন্তু ক্ষমারও সীমা আছে।

শল্য। কিহে কর্ণ! তলোয়ারে হাত দিচ্ছ যে! শল্যও তলোয়ার ধর্‌তে জানে—তবে কি জান অঙ্গদেশে আতুর ব্যক্তিকে পরিত্যাগ আর পুত্র কলত্র বিক্রয় করা একটা প্রচলিত প্রথা। মূর্খ! তুমি সেই অঙ্গদেশের নেতা—তাই তোর আজ পরিত্রাণ—আর তোর চটবার কোন কারণ দেখছিনা—আমি আগেই বলেছি—যা ইচ্ছা ব'ল্‌ব।

কর্ণ। শুনতে চাই না। (তলোয়ার উত্তোলন ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। সখা, সখা, কর কি—শত্রু হাসিয়োনা। (হস্তধারণ)

কর্ণ। মদ্ররাজ! আমার অপরাধ হ'য়েছে। ক্ষমা কর—আমি তোমাকে অনুমতি দিয়েছি ভুলে গিয়েছিলুম।

শল্য। প্রদক্ষিণ ক'রে রথে উঠ কর্ণ! তোমাকে মৃত্যুর রাজ্যে নিয়ে যাই—আমার অপরাধ হ'য়েছে বুঝ্‌তে পারিনি—কর্ণ কর্ণ—চক্ষুও নয় নাসিকাও নয়। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

(রক্তাক্ত কলেবরে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধি। ভীষ্ম দ্রোণ হ'তে যে অবস্থা কখনও হয়নি তা আজ কর্ণ হ'তে হ'ল! ধরিত্রী! তোর বুকে স্থান দেনা, আর সহ্য ক'র্‌তে পারিনা।

জননী প্রাণ ভিক্ষা ক'রে নিয়েছিলেন তাই কর্ণ আজ দয়া ক'রে হত্যা ক'র্‌লে না—অসহ্য, অসহ্য, মৃত্যু! কোথায় তুমি—এস— (শয়ন)

(কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। একি! দাদা ধূলোয় শুয়ে কেন?

কৃষ্ণ। তাইত! ডাক—ডাক—

অর্জ্জুন। দাদা! দাদা!

যুধি। কে? ধনঞ্জয়! তোকে কি ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব ভাই—কর্ণের ভয়ে ত্রয়োদশ বৎসর ভাল ক'রে নিদ্রা যাইনি, স্বপ্নে দেখে কেঁদে উঠতুম—সেই কর্ণকে তুই বধ করে এলি! ধনঞ্জয়! ভাই! আজ আমি সুখে নিদ্রা যাব, আজ আমি নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ।

অর্জ্জুন। আমি সংসপ্তক যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলাম, কর্ণবধের অবসর পাইনি, আপনার নিগ্রহ শুনে ছুটে এসেছি।

যুধি। কর্ণ মরেনি? আমার নিগ্রহ শুনে, ভীরু! কাপুরুষ! নতশিরে চ'লে এলি! আর্য্যাকুন্তীর গর্ভে কেন জন্মেছিলি! দ্বৈতবনে কেন প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলি? ফেলে দে—গাণ্ডীব বাসুদেবকে প্রদান কর—নিমেষে কুরুকুল ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

অর্জ্জুন। হৃষীকেশ! আমায় ক্ষমা কর—প্রতিজ্ঞা আমার।

(যুধিষ্ঠিরকে অসির আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন)

কৃষ্ণ। এ কি! কোন্ অপরাধে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিনাশে উদ্যত হ'য়েছ উন্মাদ— (হস্তধারণ)

অর্জ্জুন। জনার্দ্দন! তুমি ত জান গাণ্ডীব ত্যাগ ক'র্‌তে যে আমাকে ব'ল্‌বে তাকে আমি হত্যা ক'র্‌বো—এই আমার উপাংশুব্রত। আজ দাও কেশব! এই ধর্ম্মভীরু নৃপতিরে নিহত ক'রে ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করি।

কৃষ্ণ। চমৎকার! তোমাকে ধিক্কার দিতেও ঘৃণা হচ্ছে পার্থ! গুরুবধ ক'রে তুমি ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে চাও? পার্থ! ধর্ম্ম শিশুর

বালকের ক্রীড়নক নয়—যুবক যুবতীর মানাভিমান নয়—প্রৌঢ়ের মুহুর্মুহু সংসার বৈরাগ্য নয়। মৃত্যুভয়ে ভীত জরা বৃদ্ধের জপমালা নয়। ধর্ম শিশুর চাপল্যে নৃত্য করে, দাম্পত্যপ্রেমে সিক্ত হয়—প্রৌঢ় জীবনে গম্ভীর হ'য়ে শুভ্র বার্দ্ধক্যে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্ম ত্যাগের মুকুট মাথায় দিয়ে বিশ্বপ্রেমে সঙ্গীত ধরে—ভোগ বাসনায় বর্দ্ধিত হ'য়ে সংসারীকে ধন্য করে। ধনঞ্জয়! ধর্ম পুরাণের কাহিনী নয়, বেদের স্তোত্র নয়—ধর্ম বিবেকের ভাবনা, যুক্তিতর্কের মীমাংসা।

অর্জ্জুন। বাসুদেব! আমায় রক্ষা কর।

কৃষ্ণ। বেশ—তুমি ধর্ম্মরাজকে বিনাশ ক'রতে চাও ত? বেশ তাই কর—গুরুজনকে "তুমি" ব'লে নির্দ্দেশ ক'রলে তাঁকে হত্যা করা হয়—তার তুমি জান ধনঞ্জয়! শাস্ত্রের কথা—অথর্ব্ব বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, মহর্ষি অঙ্গিরাও এই কথা ব'লে গিয়েছেন। ধনঞ্জয়! এ বিপদ তোমাদের নয়—এ বিপদ আমার। আজ ধর্ম্মরাজের অণুমাত্র অপমান কর—ধনঞ্জয়! আমার কথা না শুন, শাস্ত্রের কথা—

অর্জ্জুন। অপমান ক'রব! আমার সর্ব্বগুণান্বিত ভাইকে—

কৃষ্ণ। কেন? ওঁর জন্যই দ্যূতক্রীড়া, ওঁর জন্যই রাজ্যনাশ, উনি ভীরু—যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে এসেছেন—তুমি এত ক'রে যুদ্ধ ক'রছ তোমাকেই অপমান—

অর্জ্জুন। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক—বেশ, তুমি রণস্থল হ'তে এক-ক্রোশ দূরে অবস্থান কর—তোমাকে যত্ন ক'রে সকলে রক্ষা করে, আর আমি জীবন পর্য্যন্ত পণ ক'রে তোমার হিতার্থে যুদ্ধ ক'রছি, তুমি আমাকে অপমান কর! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হ'য়ে—তোমা হ'তে আমাদের রাজ্যনাশ, বনবাস, সর্ব্বনাশ। বাসুদেব! আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে আমার ধর।

কৃষ্ণ। সখা! সখা! (স্বগত) ধর্ম্মরাজ! অভিমান ক'রবেন না, এবার বিপদ পাণ্ডবের কথবড় দেখি।

অর্জ্জুন। ওহো হো কি ক'র্‌লুম! পিতৃতুল্য ভাইয়ের অবমাননা ক'র্‌লুম—মহাপাপ, মহাপাপ; [illegible] (আত্মহত্যার উদ্যোগ)

যুধি। বাসুদেব! [illegible]

কৃষ্ণ। একি ক' [illegible]

অর্জ্জুন। ম' [illegible] ক'র্‌তে পারছি না—

কৃষ্ণ। [illegible] দের ব্যবস্থা ক'র্‌ছ ধনঞ্জয়। আত্মহত্যা [illegible] তর। না, তা কেন—আচ্ছা তুমি [illegible] বেশ তাই কর। তুমি আপনার গুণ কী [illegible] বিনাশ করা হ'বে।

অর্জ্জুন। [illegible] পের প্রায়শ্চিত্ত! না তা হবে না।

কৃষ্ণ। শাস্ত্র মা [illegible] ঞ্জয়! আমার বিশ্বাস ক'র্‌তে ব'ল্‌ছিনা।

অর্জ্জুন। শাস্ত্র রসা [illegible] া'ক—তোমার কথাই শুনি। ধর্ম্মরাজ! পিনাকপানি মহাদেব ভিন্ন আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর এ সংসারে নাই—নিমেষে আমি স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ নষ্ট ক'র্‌তে পারি। আমার প্রতাপে আপনার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হ'য়েছিল—কৌরব পক্ষের অর্দ্ধাংশ সৈন্য আমিই ধ্বংস ক'রেছি—আজ আবার প্রতীজ্ঞা ক'র্‌ছি, কর্ণ বধ না ক'রে কবচ পরিত্যাগ ক'র্‌ব না। আপনি স্থির হ'ন।

যুধি। মোহের তরঙ্গে পড়ে সর্ব্বনাশের অতল জলে নেমে যাচ্ছিলুম। হে ভবপারের কাণ্ডারী! তুমিই আজ আমাদের রক্ষা ক'র্‌লে; কিন্তু জনার্দ্দন! সত্যই আমার জীবনে ধিক্—আমি পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ ভাই নই—মস্ত বড় একটা মহাপাপ; সর্ব্বনাশের মত তাদের চতুর্দ্দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি।

অর্জ্জুন। দাদা! ছোট ভাই আমি, অজ্ঞান ব'লে ক্ষমা করুন। ও হো হো—কুলাঙ্গার আমি, আজ আমা হ'তে পাণ্ডবের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র কলঙ্কিত হ'ল। দাদা—

যুধি। ধনঞ্জয়! আয় ... জাগ্রত নিষ্ঠা তোরা, সংসার মরুতে পান্থ ... তোরা, ভক্তি তোরা, ক্ষমা তোরা—আয় ... না কর।

অর্জ্জুন। চরণ স্পর্শ ক'... সংহার না ক'রে, যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ফিরব না।

যুধি। এস ভাই! তোমার

চতুর্থ।

(গদাঘাতে দুঃশাসন মৃত্তিকায় পড়িয়া ... আছে)

দুঃশাসন। রক্ষা কর, রক্ষা কর, কে আছ কোথায়?

ভীম। ডাক উচ্চে মাতুলে কুকুরে,
অশ্বত্থামা, সূতপুত্র, কৃপ দুর্য্যোধনে।
গদাঘাত করি বক্ষে তোর
দুঃশাসন! যন্ত্রণায় কর হাহাকার।

দুঃশাসন। বৃকোদর। বৃকোদর! মেরনা আমায়।

ভীম। মনে পড়ে সেই সভা,
দ্যূতক্রীড়া—পাণ্ডবের সর্ব্বস্ব হরণ,
মনে পড়ে অত্যাচার
মুক্তকেশা দ্রৌপদীর ঘোর আর্ত্তনাদ;
মনে পড়ে প্রতিজ্ঞা ভীমের?
দুঃশাসন! লহ আজ পুরস্কার তার।

দুঃশাসন। ম'রে যাব, ম'রে যাব, মেরোনা আমায়।

ভীম। কুরুক্ষেত্র সাক্ষী তুমি আকাশ বাতাস,
ঊর্দ্ধে সাক্ষী তুমি দিবাকর,

কুরুসৈন্য। বা... (পলায়ন)

ভীম। হাঃ হাঃ

রক্ত রক্ত,—ভীম আজ সেজেছে রাক্ষস ;
জ্বালা জ্বালা নিভেনি এখন
জ্বলে গেল—জ্বলে গেল, সর্ব্ব অঙ্গে লেপি।
দ্রৌপদীর যতগুলি কেশ
চতুর্গুণ জ্বালা তার প্রতি লোমকূপে ;
সিক্ত করি তপ্ত রক্তে আজ
বেঁধে দেব পাঞ্চালীর বেণী। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

(দ্রৌপদী)

দ্রৌপদী। ভারতের মহাযুদ্ধে আমি শঙ্খধ্বনি !
হে পিতৃব্য !
আশীর্ব্বাদ সাথে তুলে দিলে অভিশাপ।

নারীজন্ম বিফল [illegible]

করুণার রাগী নারী [illegible]

রক্ত বক্ষে [illegible] বা[illegible]

জন্ম যদি দিলে হরি [illegible]

কেন দিলে সংসারে [illegible]

অমঙ্গল যদি [illegible] দ্রৌপদী [illegible]

রক্তমাংসে সর্ব্বনাশে [illegible] প্রবেশ)

উত্তরা। বড় মা! একটা [illegible]

দ্রৌপদী। তোমার গান! [illegible]

উত্তরা। কেন মা! তোমরা [illegible] মা? শুন, সেই চমৎকার গান।

দ্রৌপদী। উত্তরা! আর কাঁদতে ত পারব না মা!

উত্তরা। না, না, সেইগান, যে গান গাইতে গাইতে উত্তরার দুটী চক্ষু জলে ভরে যায় কিন্তু এককোঁটা মাটীতে পড়ে না—কেন জান? গান শুনে মোহিত হ'য়ে চোখের জল সব থমকে দাঁড়িয়ে থাকে—বুঝলে সেই গান।

দ্রৌপদী। উত্তরা, উত্তরা!

উত্তরা। একি তুমি কাঁদছ মা! ছিঃ ছিঃ কই উত্তরা ত কাঁদছে না। তার সর্ব্বাঙ্গ উল্লাসে নেচে উঠছে। বুকের ভেতরকার তন্ত্রীগুলো যেন কার করস্পর্শে বেজে উঠেছে! একি তবু কাঁদছ। তবে তুমি কাঁদ —আমি গাই—

গীত।

চোখের জলে ভেসে যায় যাক্ আমি কাঁদ্‌ব না,
আমায় করেছে মানা।
ওগো বড়ই ব্যথা বুকে
সবার ব্যথা আমায় দিয়ে সবাই থাকুক সুখে,
আমি ত কাঁদব না।

([illegible] পায়ে [illegible] কাঁদিতে লাগিল।)

দ্রৌপদী। ... বিধাতঃ এও কি হে ...

পত্র পুষ্পে সাজায়ে বিটপী
কৌতুহলে কল্পমূলে কুঠার আঘাত।
হে বিরাট! হে অচিন্ত্য!
এও কি হে মহিমা তোমার!

(রক্ত মাখিয়া ভীমের প্রবেশ)
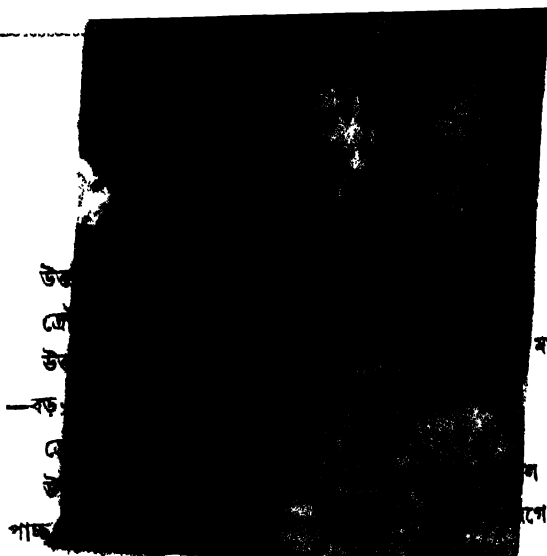
ভীম। যাজ্ঞসেনী! প্রতিশোধ রক্তের অক্ষরে।

দ্রৌপদী একি মূর্ত্তি!

সর্ব্ব অঙ্গ ব'হে যায় তাড়িত প্রবাহে—
রক্ত লিপ্ত একি উত্তেজনা!
হায় নাথ! হায় বীর! আদর্শ পুরুষ!
নরজন্ম বিধাতার দান
হা পাষাণ! দয়া নাই হৃদয়ে তোমার!

ভীম। একি দৃশ্য, কা
দুঃশাসন অরি যে
না, না এস বুকে
পাপাত্মার তপ্ত রক্ত

দ্রৌপদী। অরি, অরি,
হিংসা গ'ড়ে না
পাছে পাছে ছেড়ে
জ্বালা যদি দিলে হে
বিস্মৃতি কেন না দিলে
দাও দাও—বেঁধে দাও
হত্যাশীর্ষে লিখে দাও
মুদ আঁখি বিশ্বের রমণী
দ্রৌপদী মানবী নয় দ্রৌপ

ভীম। প্রিয়ে, প্রিয়ে! হের
কৃষ্ণ চিত্রপটে হের রূপের
যাজ্ঞসেনী! সফল সাধনা
নৃত্য কর, হাস্য কর,

ষষ্ঠ দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্র।

(কর্ণ ও শল্য প্রবেশ করিলেন)

শল্য। ঐ দেখ, অর্জ্জুনের রথ, কি বিকট ছুটে আসছে—বাপ্—

কর্ণ। রথ থামালে কেন মদ্ররাজ?

শল্য। মিছে পরিশ্রম করি কেন—যার প্রয়োজন বেশী সেই ছুটে আসছে

শল্য। ...র—অস্ত্র শস্ত্র যথেষ্ট রইল—কেউ থেকে না ... খাওয়া যাবে।

কর্ণ। ...

শল্য। ...দেখ—

কর্ণ। ...রি, তুমি একবার আমায় উৎসাহ দাও, দে... পারি কি না!

শল্য। ...লে তোমার তীরের ধার! বীর বটে।

কর্ণ। ...কন্তু এই দেখ শর।

শল্য। ...ত ঘোড়াগুলোকেও মারতে পারবে না।

কর্ণ। ... আমি হারিয়েছি কিন্তু এই ঐরাবত নাগস... ন চূর্ণোপরি বহুদিন ধরে রক্ষা ক'রে এসে...

... ...তে ত কাজ হ'ত।

কর্ণ। ...

(... অশ্বসেনের প্রবেশ)

অশ্বসেন। শুধু ও শরে হবে না, হুকুম কর—ঐ শরের মধ্যে প্রবেশ করি—দেখ্‌তে না দেখ্‌তে অর্জ্জুনের মাথাটা কেটে আনি।

কর্ণ। কে তুমি?

অশ্ব। নাই বা শুনলে, না না শুন—আমি একটা সাপ—আমার নাম অশ্বসেন—অর্জ্জুন আমার মাতৃহন্তা। অনেক দিন আগে খাণ্ডব বন দাহন ক'রেছিল শুনেছ ত? সেই আগুনে আমার মাকে পুড়িয়ে মেরেছিল। বড় জ্বালা—হুকুম কর—

কর্ণ। যাও নাগ—কর্ণ কখনও অন্যের বলবীর্য্য অবলম্বন করে না।

সপ্ত

(রথোপবি

শল্য। কি রকম, কি রকম ?

কর্ণ। পূর্ব্বে দিব্যাস্ত্র শিক্ষার পরশুরামের আশ্রয়ে অবস্থান ক'রেছিলম। গুরু মাথা রেখে নিদ্রা যান।

শল্য। খুব আবদেরে গুরু দেখ

কর্ণ। দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের পে আমার উরুদেশ বিদীর্ণ করেন। রক্তস্রাবে গুরুর নিদ্রা ভঙ্গ ভয়ে আমি স্থির হ'য়ে রইলুম।

শল্য। পেটে পেটে বুদ্ধি ছিল ক'রবে ব'লে বুঝি প্রকাশ ক'রতে না ?

কর্ণ। গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল—সেই ঠে গুরু বললেন এ ধৈর্য্য ব্রাহ্মণের নয়, আত্মপরিচ থ্‌তে পারলুম না, পরিচয় দিলুম।

শল্য। বামালশুদ্ধ ধরা দিলে! আ

কর্ণ। গুরু শাপ দিলেন—তুমি শঠ নিকট হ'তে যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হ'য়েছ, মৃত্যুকালে তা তোমার স্মৃতিপথারূঢ় হবে না। বড় আশায় গিয়েছিলুম মদ্ররাজ! ব্রাহ্মণের অভিশাপ মাথায় ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এলুম।

শল্য। মরণকালে হরিনামের আর কি ফল বলো।

কর্ণ। এই শেষ নয়—প্রমত্তের স্থায় একদিন অস্ত্রাভ্যাস ক'র্‌ছিলুম—অজ্ঞানতা নিবন্ধন এক ব্রাহ্মণের হোমধেনুসম্ভূত বৎসকে সংহার করি। মদ্ররাজ! কি ভীষণ সেই অভিশাপ! ব্রাহ্মণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে বললেন—

পঞ্চম

প্রথম দৃ

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর

শকুনি

শকুনি।—সুবিধা ত হ'ল না—এক এ

খসিয়ে দিলুম, দুর্যোধন একবার ত বুকে হা কাদলে না। শঙ্করকে রাজা সংস্কার করিয়ে, জ্ঞাতি, পুত্রের কঙ্কালে এঁটে নূতন ক'রে সিংহাসন গড়লুম, একবার পেছু ফিরে সে তাকিয়ে ত দেখলেনা। প্রতি লোম-কূপে কোটী বিদ্যুতের জ্বালা ঢেলে দিলুম—একটু চঞ্চল হ'ল না, বিশ্বের একটী প্রাণীকে সে জানতে দিলেনা—আপনার গরিমায় দশদিক উজ্জ্বল ক'রে উচ্চশিরে সে যে চ'লে যায়। না—তা হ'তে দেব না—উচ্চশির আজ নত করাব—পাণ্ডবের পায়ে ধরিয়ে দুর্য্যোধনকে আজ কাঁদাব।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন—জীবনের শেষ দিনে স্থির কেন মাতুল? এস চেষ্টা কর নিরাশ হ'য়ো না।

শকুনির কূট বুদ্ধিকে পরাজিত ... াবে। মাতুল! আজ তুমি দুর্য্যোধনের শির নত ... দৃঢ় হ'য়েছ? ক্ষতি নাই, শত্রু হও—এস মা ... দেখ্‌বে এস। মিত্র হও, চল মাতুল! জীবনের ... দিয়ে যাই।

... স্থান।

শকুনি। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা, ... তা আমায় কেউ করেনি। দুর্যোধন। না— ... ! প্রতি-হিংসায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে জীবনে কখনও ... ষ দিনে আজ আমি তোমার মিত্র। যাও বী ... উচ্চ শিরে স্বর্গে চ'লে যাও। একি আজ ... কেন! আজ শকুনি, বড় দুঃখ, বড় দুঃখ—এক ... ক্ষেত্রের বুকে সব ঘুমিয়ে প'ড়ল কেবল দুর্নাম ... হানু-ভূতি দেখাতে দিতে আজ কেউ নেই।

কৃষ্ণ। আছে। প্রাণ আছে যার, ... রে সে থাক্‌তে পারবে না।

শকুনি। বাসুদেব! আমায় রক্ষা কর ... প্রতিহিংসায় উন্মাদ হ'য়ে পাপমূর্ত্তিতে আমি দুর্যোধনকে আলিঙ্গন ক'রেছিলুম, শত শত পাপানুষ্ঠানে কুরুক্ষেত্রের বাতাস কলুষিত ক'রে এসেছি—তোমায় উপেক্ষা আমি করিনি বাসুদেব!

কৃষ্ণ। তোমারও তাই আমি আজ সহানুভূতি দেখাতে ছুটে এসেছি সুবলনন্দন!

শকুনি। জনার্দ্দন! মহাপাপী আমি—জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আজ আর ব্যঙ্গ কেন? আমায় মরণের পথ দেখিয়ে দাও।

কৃষ্ণ। ব্যঙ্গ! না সুবলনন্দন! তুমি আমার কুরুক্ষেত্রের প্রধান সহায়। তোমারই স্পর্শে কুরুরাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি শিথিল হ'য়েছে—তোমারই

অনুষ্ঠান ব্যাধি ... প'ড়েছে—তোমারই নিশ্বাসে হস্তিনার সিং ... ও আমার চক্ষে তুমি অমৃত।

শকুনি। ... বে পারব!

কৃষ্ণ। ... ত্র রঙ্গমঞ্চে আজ তোমার শেষ অভিনয়।

শকু ... দেবের হস্তে আমার নিধন কেন জনার্দন ...

... অর্জুনের সাধ্য কোথা?

... ! কোন্ বিধানে তবে সহদেবের হস্তে আ ...

... ক্ষিপ্ত প্রতিহিংসা অজ্ঞাতে নূতন সৃষ্টির সং ... া। কূট হ'লেও বুদ্ধির রাজা তুমি—তাই স ... স্তে তোমার নিধন। সুবলনন্দন! আমি ... াস্ত্র করি—বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধিকে নষ্ট করি—গর্ব ... ঁড়িই। সুবলনন্দন! আমি বিষ দিয়ে বিষের প্রক্রিয়া নষ্ট করি। ... ক দিয়ে কণ্টক উৎপাটন করি। অমৃত সিঞ্চনে সাধকের প্রাণ আপ্লুত ক'রে দিই। তাই আমার এক হস্তে অমৃত, এক হস্তে বিষ—বিষ হ'লেও আমার চক্ষে তুমি অমৃত।

শকুনি। তবে ম'রতে পারব?

কৃষ্ণ। যাও বীর! ঐ দেখ সহদেবের হস্তে কুরুসেনার দুর্গতি, যাও ক্ষত্রিয় তুমি—শেষ মুহূর্তে হিংসা ভুলে যাও, স্বর্গকাম হ'য়ে যুদ্ধ কর। ক্ষণেকের তরে সহদেবের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ধন্য হও।

[প্রস্থান]

শকুনি। তবে আসি বাসুদেব! [প্রস্থান]

দ্বিত

দ্বৈপা

অর্দ্ধ-নিমগ্ন

তীরে সঞ্জয় বস্ত্রধা

দুর্য্যোধন। কেঁদোনা সচিব!
এতদিনে পূজা শেষ পূর্ণ মন
নরমুণ্ডে সাজায়ে প্রতিমা
অস্থি মাংসে নৈবেদ্য গড়িয়া
নররক্তে স্নাতঃ করি মানসীরে
তপ্তরক্ত দিয়েছি অঞ্জলি।
হাতে করি অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারি
লক্ষ লক্ষ জীবের পরাণ
ধূপ ধূণা সম আমি দিয়াছি আহুতি;
বাকি আছে দেবীর আরতি;
হাহাকারে সাঙ্গ করি মর্ম্মের উচ্ছ্বাস
বক্ষে করি বক্ষের মানসী
ডুবে যাব দিব বিসর্জ্জন।

সঞ্জয়। অতুল সমৃদ্ধি ল'য়ে আসিলে ধরায়
জগতের কি হ'ল মঙ্গল!
প্রাণ গেল, মান গেল হ'ল সর্ব্বনাশ
হাহাকারে ভরিল মেদিনী।

দুর্য্যোধন। প্রাণ সেত মাটীর খেলানা,
মান গেল! মিথ্যা কথা।
দুর্য্যোধন নত শির কভু না করিবে।

কৃষ্ণ। তোমার গদার বাহাদু [illegible] বৃকোদর।

ভীম। ভীমের গদা চলে না এ [illegible]

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ! দুর্য্যোধন ব [illegible] বোধ হয় মর্ম্মে আঘাত দিয়ে কিছু না ব'ল্‌লে হবে না [illegible]

ভীম। হুঁঃ—এই ভীমের গদ [illegible] টু ক'রে মাথা খেলছে। কিন্তু দাদা! এ কাজ আপ [illegible] আমিই আরম্ভ করি। দুর্য্যোধন! একাদশ অক্ষৌহি [illegible] —তোর জন্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ জয়দ্রথ, শল্য, বড় [illegible] হ'ল। শেষে শকুনি পর্য্যন্ত যুদ্ধ ক'রে সহদেবের হ [illegible] তুই কুলাঙ্গার, ভীরু, শৃগালের মত পালিয়ে এলি! কুরু [illegible] য়কের গ্লানি, প্রাণের ভয়ে, হ্রদের মধ্যে লুকিয়ে রইলি। [illegible]

(সহসা দুর্য্যোধনের [illegible]

দুর্য্যোধন। সাবধান বৃকোদর! দু [illegible] য়ে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকোয়নি। নূতন উদ্যমে যুদ্ধ সজ্জা ক [illegible] বিশ্রাম ক'রে নিচ্ছে।

যুধি। সাধু, সাধু, দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো। ধর্ম্মরাজ! একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা যে দুর্য্যোধনের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিয়েছে, তার আজ কেউ নাই—আছে দুর্য্যোধন, আর তার শেষ সহায় এই গদা। ধর্ম্মরাজ! আমি গদাযুদ্ধে আহ্বান ক'র্‌ছি—সামর্থ্য হয় যে কোন বীর আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'ক্‌।

কৃষ্ণ। বেশ, বৃকোদর তোমায় এ যুদ্ধে আহ্বান ক'র্‌ছে, কেমন বৃকোদর!

ভীম। সে কথা আর বৃকোদরকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ?

দুর্য্যো। জানি কেশব! যে দিকে তুমি সে দিকে জয়, তথাপি তোমার প্রতিপত্তি মানতে চাই না। আমি চাই জগতে একটা নূতন

কীর্ত্তি রেখে যেতে—যেটা [illegible] প্রথম আর শেষ মনে ক'রে আদরে বুকে ধরে থা'ক্‌বে।

কৃষ্ণ। [illegible]মার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক।

[illegible]বেশ)

বলবা[illegible]র আশা মিটে নাই ভাই!

কৃষ্ণ[illegible]ভাই!

যুধি[illegible] প্রণাম গ্রহণ কর।

দু[illegible]াদিয়া ফেলিলেন)

বল। [illegible] কৃষ্ণ! ক'রেছিস কি? আচ্ছা বেশ, ধর, তুই তোর সুদর্শন[illegible], [illegible] আমি আমার এই হল্ ধারণ ক'রে দুর্য্যোধনের পার্শ্বে দাঁড়াই—দেখি, কুরুক্ষেত্র আবার নূতন মূর্ত্তি ধরে কিনা!

কৃষ্ণ। দাদা! পাণ্ডবেরা যুদ্ধের পক্ষপাতী ত কোন কালেই নয়। তুমি ত জান ভাই! সহস্র অত্যাচার সহ্য ক'রে তারা শুধু কর্ত্তব্য পালন ক'রে এসেছে। তারা পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছিল, আর সে দৌত্যকার্য্য আমিই সম্পাদন ক'রেছিলুম। তুমি ত জান ভাই দুষ্ট দূতে" সম্মান রাখে নাই, সে আমাকে বন্ধন পর্য্যন্ত ক'রতে এসেছিল—বেশ আজ আবার পাণ্ডবেরা সেই পাঁচ খানি গ্রাম ভিক্ষা ক'রছে, তুমিই মীমাংসা করে দাও, কুরুপাণ্ডবের প্রীতি তুমিই সংস্থাপন কর।

বলরাম। দুর্য্যোধন!

দুর্য্যো। চক্ষে এক ফোঁটা জল দেখে এত হেয়জ্ঞান আমাকে ক'রলে হলধর! এ অশ্রু আমার সর্ব্বনাশে ঝ'রে পড়েনি—আমার এমন একটা বিরাট উদ্যম, এমন একটা গম্ভীর উত্তেজনা তোমায় দেখাতে পারলুম না এই দুঃখে এ অশ্রু ঝ'রে প'ড়েছে। গুরুদেব! আমি তোমার শিষ্য—এই আমি চোখের জল মুছে ফেল্‌লুম—এস বৃকোদর! যুদ্ধ দাও, যা ভেঙ্গেছে—তা চূর্ণ হ'য়ে যাক্।

বলরাম। কৃষ্ণ! আমি ভুল ক'রেছি ভাই! তোর কর্ত্তব্য তুই কর—আমি দ্বারাবতী যাই!

কৃষ্ণ। না দাদা! [illegible] দেখে যেতে হ'বে তা নইলে আমি ছাড়্‌ব না।

বল। যখন তুই ছাড়বি না, [illegible] নিস্তার নাই—দামোদর! এ যুদ্ধ এখানে নয়—স[illegible] বিনষ্ট যে হ'বে, চিরকাল সে স্বর্গে বাস ক[illegible]

কৃষ্ণ। বেশ তাই হ'ক। [illegible]

বলরাম। এস দুর্য্যোধন! তো[illegible]

[illegible] কলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

সমন্ত-পঞ্চক তীর্থ।

(গাহিতে গাহিতে ঋষিগণ চলিয়া গেলেন)

গীত

কিবা উন্নত করি শির।
কর্ম্মের শেষে যাঁরে স'রে যায় যুগের কর্ম্মবীর।
কিবা ক্ষত্রিয় আত্মা জাগে—কীর্ত্তি গরিমা রাগে
এই ডুবে যায় দিনের মণি গভীর কিবা ধীর।
যোদ্ধের পাপের সাক্ষী—জীবন ব্যয়ের রক্ষী
যাও চলে যাও নূতন দেশের বহাতে নয়ন নীর।
আবার এস হেসে, রহিলুম যোদ্ধা বসে
আবার তুমি দেখিয়ো আলো ওগো কর্ম্মবীর।

(পঞ্চ-পাণ্ডব কৃষ্ণ দুর্য্যোধন ইত্যাদির প্রবেশ)

দুর্য্যো। বৃকোদর!

দুর্য্যোধন শির যদি পার চূর্ণিবারে
সসাগরা ধরিত্রী তোমার।

ভীম। পার যদি ভীমেরে বধিতে—
কীর্ত্তি তব রহিবে জগতে।

দুর্য্যো। যুদ্ধ [illegible] যাও, স্মর ইষ্টদেবে।

ভীম। [illegible] পাপ—

[illegible] র্য্যোধনের হস্ত হইতে গদা স্খলন)

[illegible] কোদর—

দুর্য্যো। পুন [illegible]

[illegible] দাঘাত ও ভীমের হস্ত হইতে গদাস্খলন)

দুর্য্যোধন ক্ষমা করে আতুরে অধম!

যুধি। কেশব!

কৃষ্ণ। স্থির হ'ন!

ভীম। তন্দ্রা, তন্দ্রা, জেগেছে চেতনা। (গদাঘাত)

দুর্য্যো। পিতৃদেবে ডাক উচ্চে পবননন্দন।

(গদাঘাত ও ভীমের পতন)

হলধর। সাধু! সাধু! দুর্য্যোধন!

যুধি। মাধব! রক্ষা কর ভীমে।

দুর্য্যো। বৃকোদর! চিরনিদ্রা এল কি হে বীর!

ভীম। চির নিদ্রা হউক শত্রুর। (উত্থান ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত)

কৃষ্ণ। বাহবা বৃকোদর! বাহবা—বড় চমৎকার যুদ্ধ হ'চ্ছে—বড় চমৎকার যুদ্ধ হ'চ্ছে। (উরুদেশে করাঘাত)

ভীম। (কৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া স্বগতঃ)
পড়েছে স্মরণে।
(প্রকাশ্যে) আত্মরক্ষা কর দুর্য্যোধন!

ব্যর্থ যদি হয় আজ ভীমের প্রহার
ব্যর্থ তবে সৃষ্টি বিধাতার।

(উরুদেশে আঘাত, উরুভঙ্গ হইয়া দুর্য্যোধনের পতন)

দুর্য্যো। অত্যাচার অত্যাচার
নাভিতলে করেছে আঘাত।

বল। অত্যাচার, অত্যাচার,
বলরাম-শিষ্য পড়ে অন্যায় সমরে
উঠ হল্
হলাহল তুলে আন কর্ষিয়া ধর[illegible]
ভীমেরে করাও পান প্রতি লো[illegible]

কৃষ্ণ। বৃথা ক্রোধ কেন কর ভাই!
একবস্ত্রা দ্রৌপদীরে যবে
সভা-মধ্যে দেখাইল উরু
উরুভঙ্গ বৃকোদর করিল প্রতিজ্ঞা;
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল।
ক্ষত্র হ'য়ে ক্ষত্রধর্ম্ম ক'রেছে পালন
অযুক্ত তোমার ক্রোধ ভাই।

বলরাম। তথাপি এ অন্যায় সমর
তথাপি এ অত্যাচার কলঙ্ক তোমার।
থাক্ কৃষ্ণ পাণ্ডবে লইয়া
কুরুক্ষেত্র হ'তে আজ লইনু বিদায়।
দুর্য্যোধন! প্রিয় শিষ্য মোর
ধন্য বীর! বৃথা গুরু আমি হে তোমার। [প্রস্থান।

(দুর্য্যোধনের মূর্চ্ছাভঙ্গ পরে)।

দুর্য্যো। কে তুমি? যুধিষ্ঠির!

ক্ষত্র হ'য়ে ক্ষত্রধর্ম্ম করিনু পালন,
শাসিলাম সসাগরা ধরা,
করিলাম নানাযজ্ঞ আর বহু দান,
উচ্চ হ'তে নেমেছে ইঙ্গিত
রাজাগণে বীরগণে ল'য়ে যাই আমি ;
বিধবা লইয়া রাজ্য কর এবে তুমি।

[illegible] চক্ষু মুদ্রিত করণ, কৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। [illegible]!

দুর্য্যো। কে [illegible]মি হে দেখিছ কৌতুক ?
চিনেছি চিনেছি, অত্যাচারী তুমি শঠ—
মাধব! জানি তুমি বিশ্বপাতা
জানি তুমি জন্ম মৃত্যু সৃষ্টির সংহার।
একি শাস্ত্র রচিলে জগতে!
ক্ষুদ্র কীট দুর্য্যোধনে করিতে বিনাশ—

কৃষ্ণ। ক্ষুদ্র তুমি!
একমাত্র সংকল্প যাহার
ক্ষিপ্ত ক'রে দিল বিশ্বে দুন্দুভি নিনাদে।
একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা
ভীষ্ম দ্রোণ জয়দ্রথ কর্ণ মহাবীর
দিল প্রাণ যাহার সেবায়
সে কি কভু ক্ষুদ্র হ'তে পারে!
দুর্য্যোধন! ধন্য তুমি ক'রেছ আমারে
ধূলাখেলা খেলি নাই আমি,
ক্লান্ত আমি, শ্রান্ত ধরা, তুমি প্রিয় মোর,
তাই আজ চক্ষে আসে জল,

ভয় হয় তাই যত্নে রেখেছি রুধিয়া,
পাছে যায় সংসার ভাসিয়া!

দুর্য্যো। সত্য কথা? না না ছলনা তোমার
লুকায়িত ব্যঙ্গের নিশ্বাস—
সত্য হয় হোক তাই বল জনার্দ্দন!
উচ্চ শির রহিল আমার।

কৃষ্ণ। উচ্চ শির রহিল তোমার।
পরাজয়ে জয়ী তুমি, পতনে উত্থান।

দুর্য্যো। দেবীর আরতি শেষ,
যাও কৃষ্ণ! নিদ্রা যাব আমি।
ভাঙ্গে যদি এ ঘুম আমার
বাজাব বিজয়া বাদ্য গভীর স্বননে।

কৃষ্ণ। পূর্ণ হ'বে মনস্কাম তব। [প্রস্থান।

দুর্য্যো। হা বিধাতঃ! বুকে নাচে রক্তের তুফান
উত্থানের নাহিক শকতি।
সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি আমি
সব শেষ কেহ নাই আর।

(অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের প্রবেশ)

অশ্ব। আছে—অশ্বত্থামা রয়েছে জীবিত।
বেঁচে আছে কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা বীর।

দুর্য্যো। সত্য না এ স্বপন কুহক!
মৃত্যুত্থিত জীবনের মত
কোথা হ'তে এলে সব?
গুরুপুত্র! সত্য কিহে গুরুপুত্র তুমি?
তবে কেন দুর্য্যোধন লুটায় ধুলায়—

অশ্ব। ভগ্নকীর্ত্তিস্তম্ভ পুনঃ গড়িতে ভারতে
সেনাপতি কর মোরে রাজা!
নিশাশেষে নিষ্পাণ্ডবা হেরিবে ধরণী।

দুর্য্যো। পুনঃ যুদ্ধ কথা!
ভুলেছিনু মুহূর্ত্তেক সব গেল দেখে।
না—না, জলুক আবার
দেবীর বিজয়া বাদ্য বাজুক এবার,
আন বারি ধৈর্য্য নাহি ধরে
আন[illegible]আবার!

[উভয়ের প্রস্থান।

গুরু[illegible]পাণ্ডবে—
অশ্ব। দ্রোণ[illegible]তে।
এনে[illegible]ছিন্ন শির।

(জল লইয়া উভয়ের প্রবেশ)

দুর্য্যো। ধর, ধর, তুলে ধর মোরে
বৃথা যায় অমূল্য সময়;
দাও বারি ঢেলে দাও অঞ্জলি ভরিয়া,
গুরুপুত্র! এই অভিষেক—
জ্বাল অগ্নি পুনর্ব্বার ভারতের বুকে।

(মস্তকে সিঞ্চন)।

অশ্ব। হের রাজা অন্ধকারে ডুবে গেল ধরা,,
ডুবে যাবে পাণ্ডব গরিমা,
হত্যাকাণ্ডে শিহরিবে সমগ্র জগৎ,
চমকিবে আকাশে বিদ্যুত,

আর সেই কম্পিত আলোকে
পাণ্ডবের পঞ্চশির হেরিবে আতঙ্কে।

দুর্য্যো। যাও বীর! বিজয়ার কর আয়োজন।

চতুর্থ দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির

পঞ্চ-পাণ্ডব ... কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। না, না, যুদ্ধ ... শিবিরে রাত্রিবাস ক'র্‌তে নাই।

ভীম। কেন ...

যুধি। দেখ ভীম ... আর গদা এ দুটোর একটু চক্ষু লজ্জা পর্যন্ত নাই—চল ... হস্তিনায় ক'র্‌ব।

কৃষ্ণ। ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী আর ছেলেপিলেরা এখানে থাক—তোমাদের আজ অন্যত্র বাস ক'র্‌তে হয়।

যুধি। কিন্তু শিবির রক্ষার ভার—

কৃষ্ণ। সে ব্যবস্থা আমি ক'রে যাচ্ছি—আপনারা আসুন সব!

যুধি। ভীম এস সব [সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। ভোলানাথ! বিশ্বনাথ!

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব। জনার্দ্দন!

কৃষ্ণ। এসেছ, জাহ্নবীর কুলুতানের মত তোমারও স্নেহ কি অবিশ্রান্ত ব'হে চলেছে—দিগম্বর! পাণ্ডবদের এত ভালবাস!

মহাদেব। দর্পণে মুখ দেখ্‌ছ কেশব!

কৃষ্ণ। ত্রিলোচন! এই শিবির দ্বার আজ তোমাকে রক্ষা ক'র্‌তে হ'বে।

মহা। কেন? তোমার হাত দুটো বুঝি লাগাম ধরে ধরে ক্ষয়ে গেছে!

কৃষ্ণ। ত্রিভুবনে তোমার মত উপযুক্ত ব্যক্তি আর খুঁজে পাচ্ছি না।

মহা। রক্তের ছিটে লাগাতে এমন ভস্মমাখা শ্বেতমূর্ত্তি বুঝি আজ আর পেলে না! তা চক্ষু বুজে ব'সে থাক্‌লে চ'ল্‌বে ত! বেশ এই বস্‌লুম তুমি নূতন চক্রাস্ত্রের সৃষ্টি ততক্ষণ করগে।

কৃষ্ণ। তবে আসি [illegible] [প্রস্থান।

মহা। তা আর আ[illegible] [illegible]মারই। রাজার আজ্ঞা পালনে বড় সুখ।

(কৃতবর্ম্মা [illegible] [illegible]বেশ)

অশ্ব। চুপি, চু[illegible] [illegible] দাঁড়িয়ে থাকুন—আর আমি—

কৃপা। কার্য্যট[illegible]

অশ্ব। চমৎকৃ[illegible] যেমন একটি একটি ক'রে পক্ষীর মুণ্ড তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা [illegible]—আমিও [illegible]নি একটি একটি ক'রে পঞ্চ পাণ্ডবের পঞ্চ শির নখাগ্রে ছিন্ন ক'র্‌ব। চুপ ক'রে দাঁড়ান, পথে যে আসবে—তাকে চীৎকার ক'র্‌তে দেবেন না—হত্যা ক'র্‌বেন।

(নিঃশব্দে অথচ দ্রুতবেগে শিবির দ্বারে যাইলেন ও মহাদেবকে দেখিয়া)

এ কি! কে তুমি? (স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন)

বল কেবা তুমি, কিবা প্রয়োজন?

নীরব, নিথর!

জ্ঞান আমি অশ্বত্থামা অমর জগতে

ছাড় দ্বার প্রবেশি শিবিরে।

আশ্চর্য্য প্রকৃতি!

উপেক্ষা ক'রনা মূর্খ দ্রোণের কুমারে—
ছাড় দ্বার কহি পুনর্ব্বার ;
তবে মৃত্যু শিয়রে তোমার— (বাণ নিক্ষেপ ও মহাদেবের গ্রাস)
অত্যাদ্ভুত, অত্যাদ্ভুত,
শার্ণ বাণ মুহুর্ম্মুহু করেছি প্রহার
কর গ্রাস দেখি এইবার— (ঐ)
নহ তুমি স
যেই হও ক (পুনর্ব্বার গ্রাস)
শূন্য তূণ শূ
অবশিষ্ট ধ (নিক্ষেপ ও গ্রাস)
কিছু নাই—
অশ্বত্থামা শ
না, না অস
বিল্ববৃক্ষ উপ
কর গ্রাস দে (প্রহার)

মহাদেব। আয় আয় প্রিয় ভক্ত মোর
বর নেরে অশ্বত্থামা তুষ্ট আশুতোষ।

অশ্বত্থামা। আশুতোষ!
রুদ্রদেব! রুদ্রদেব! ক্ষম অপরাধ।
সংহারিয়া দুর্ব্বৃত্ত অসুরে
ভূভার হরণ তুমি ক'রেছ পিণাকী!
কণ্ঠে ধরি তীব্র হলাহল—
নীলকণ্ঠ! রেখেছিলে সকল সংসার।
ভোলানাথ! প্রেমিক পাগল
দক্ষযজ্ঞে তুলেছিলে প্রেমের তুফান,

অশ্ব। মহারাজ! মুণ্ড—অকাতরে ঘুমচ্ছিল—আ
আমি—এই নিন্।

দুর্য্যো। দাও, দাও, দাও।

অশ্ব। সব নিন—ছিল।

দুর্য্যো। হাঃ হাঃ র—বৃকোদর! (ঈষৎ চাপ দিয়া) একি! চাপ দি ল! ভীমের মাথা তিলের মত গুড়িয়ে গেল! মাথা ভাঙ্গতে পারিনি সেই মাথা—অশ্বত্থমা! দে —এতে যে হাত দিতে না দিতে ভেঙ্গে গেল। দেখি, দেখি বাকি তিনটা দেখি—ভেঙ্গে গেল, হো এত পঞ্চপাণ্ডবের মাথা নয়—অশ্বত্থামা! পঞ্চপুত্রের মুণ্ড কেটে এনেছ? শি ক শ ক'র্‌লে? জলপিণ্ড দিতে কাউকে রাখ্‌লে না। ভেঙ্গে গেল—বুক ভেঙ্গে গেল—

(মৃত্যু)

কৃপাচার্য্য। মহারাজ! মহারাজ!

কৃতবর্ম্মা। যাক শেষ হ'য়ে গেছে।

অশ্বত্থামা। এঁ্যাঃ এঁ্যাঃ—

কৃপা। অশ্বত্থামা! কি কর্‌লি! দুর্য্যোধনকে হত্যা ক'র্‌লি।

[প্রস্থান

ভীম। (নেপথ্যে) কোথা অশ্বত্থামা! বলে দাও—কে জানে কোথ অশ্বত্থামা।

অশ্বত্থামা। ঐ আসছে—মামা, মামা! ফেলে যেও না, আবার ধর

[প্রস্থান